সিএমএসএমই
ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

NAISHA ENTERPRISE LTD.

(An ISO-9001:2015 Certified Company)

Corporate Vehicle Fleet Management Service providers & Vehicle Importer

NAISHA MOTORS

(Distributor, Wholeseller, Importer & Automobiles Workshop)

NM Lubricants (Made in UAE) Owned private brand, Trademark No: 234536	Lubrita Lubicants (Made In Netherlands)	Boto Tyre (Made in China)	Automobiles Workshop

Staff Outsourcing
SOLUTIONS

TNN SERVICES (PVT.) LIMITED

MD. Nur Alam
Founder & Managing Director
Member: DCCI SME Standing Committee-2022

Manpower Outsourcing Service Provider

Corporate Address: Plot No # 142,(3rd Floor), Road No # 05,Block # B, Bashundhora R/A, Dhaka-1239
Mobile No: +8801972-161942, Website: www.naishaenterprise.org, E-mail: naishaenterprise@gmail.com

সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি

ব্যাংক ও নন-ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রের বিবরণ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Address: Dhaka Chamber Building (4th floor), 65-66 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Tel: +88-02-47122986, IP Tel: +88-09-666888555, Fax :+88-02223380830
Email: info@dhakachamber.com, Website : www.dhakachamber.com

সূচিপত্র

সার-সংক্ষেপঃ..০৭

Glossary/সংক্ষিপ্ত শব্দাবলীর পূর্ণ বিবরণঃ..০৮

১ পরিচিতিঃ ০৯

১.১ উদ্দেশ্যঃ ০৯

২ এসএমই ও শিল্প ঋণ বিতরণঃ ০৯

২.১ বাংলাদেশে সিএমএসএমই ফাইন্যান্সিং ইকোসিস্টেমঃ ১৩

২.২ ঋণ আবেদনের প্রবাহ চিত্রঃ ১৫

৩ শিল্প ঋণ: ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র/দলিলাদির তালিকা/চেকলিস্টঃ ১৬

৩.১ স্থানীয় শিল্প ঋণ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রঃ ১৮

৩.২ সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র/দলিলাদির তালিকা/চেকলিস্টঃ ১৮

৩.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত এসএমই ঋণ/বিনিয়োগের আবেদনপত্রঃ ২১

৪ তফসিলি সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকঃ সিএমএসএমই ঋণঃ ২৩

৪.১ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ২৩

৪.২ জনতা ব্যাংক লিমিটেড ২৪

৪.৩ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ২৫

৪.৪ ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড ২৬

৪.৫ ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড ২৭

৪.৬ ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড ২৮

৪.৭ প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ২৯

৪.৮ এবি ব্যাংক লিমিটেড ৩০

৪.৯ ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ৩১

৪.১০ সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড ৩২

৪.১১ প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড ৩৩

৪.১২ ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ৩৪

৪.১৩ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩৫

৪.১৪ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৩৬

৪.১৫ এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৩৭

৪.১৬ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩৮

৪.১৭ শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩৯

৫ নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানঃ ৪০

৫.১ আই.ডি.এল.সি ফাইন্যান্স লিমিটেড ৪০

৫.২ লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড ৪১

৫.৩ আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড ৪২

৬ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানঃ ৪৩

৬.১ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ৪৩

৬.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) ৪৪

৭ অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক এবং নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানঃ ৪৫

৮ সুপারিশঃ ৪৬

৯ নির্দেশিকা/সম্পূরকঃ ৪৭

১০ গ্রন্থপঞ্জি/রেফারেন্সঃ ৫১

সংযোজনীসমূহঃ ৫২

মুখবন্ধ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর উদ্যোগে কুটির, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহায়তার লক্ষ্যে "সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" শীর্ষক একটি বুকলেট প্রকাশ করছে। সিএমএসএমই খাতের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বার এ খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বিগত ছয় দশকের বেশী সময় ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায়, সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উত্তরোত্তর নীতি সহায়তার মাধ্যমে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঢাকা চেম্বার এবং সিএমএসএমই খাত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে সিএমএসএমই-এর অবদান অনস্বীকার্য। সিএমএসএমই কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরী, বড় শিল্পকে সমর্থন এবং গ্রামীণ ও শহরের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে টেকসই অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করছে।

সিএমএসএমই বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমশক্তিকে আরও দক্ষ ও কার্যকরী করে তোলা এবং শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সিএমএসএমই বাংলাদেশের জিডিপির ২৫% এবং মোট শিল্প কর্মসংস্থানের ৮০% অবদান রাখছে। তাই গত এক দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬% থেকে ৮% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থায়নের অভাবকে ধারাবাহিকভাবে সিএমএসএমইদের জন্য একটি প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রায়শঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সিএমএসএমইকে ঋণ পরিষেবা প্রদানের জন্য ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করে এবং মৌলিক আর্থিক ক্ষেত্রে সিএমএসএমইগুলো মূলত অপর্যাপ্ত সেবা পেয়ে থাকেন। প্রয়োজনীয় তহবিলের সীমাবদ্ধতার কারনে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা, প্রতিযোগিতা, নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা, জনবল নিয়োগ এবং কার্যকরী মূলধন জোগাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সর্বদা বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন, এর অন্যতম কারণ তাদের ঋণ দিতে ব্যাংকগুলো ঝুঁকি মনে করে না, সহজে পরিবীক্ষণযোগ্য এবং জামানত পাওয়া যায়। অন্যদিকে কুটির, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ঋণ আবেদন করতে পারে না, কারণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, সিএমএসএমই তাদের আর্থিক খতিয়ান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক নথিপত্র ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

ঢাকা চেম্বারের উদ্যোগে দেশের কুটির, মাইক্রো, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সেবা ও নির্দেশনামূলক বুকলেট প্রকাশ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা চেম্বার কুটির, মাইক্রো, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক তথ্য প্রদান এবং প্রক্রিয়া সহজে অবহিতকরনের লক্ষ্যে "সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" শীর্ষক একটি বুকলেট প্রকাশ করছে যার মাধ্যমে ঋণ প্রাপ্তির আবেদন পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকামূলক তথ্য প্রদান করা হয়েছে এবং নমুনা স্বরূপ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর ঋণ প্রাপ্তির আবেদন ফরম এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে। আমি আশা করি এই বুকলেটটি সিএমএসএমই এবং অন্যান্য উদ্যোক্তাদের ঋণ আবেদন সম্পর্কে আর্থিক সচেতনতার বিষয়ে সহায়তা করবে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশকে একটি উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বেসরকারি খাত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। যার মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সিএমএসএমই নির্ভর উন্নত অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত লাভ করতে সক্ষম হবে।

রিজওয়ান রাহমান
সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর "সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" শীর্ষক নির্দেশনামূলক বুকলেটটি প্রকাশ করায় আমি ঢাকা চেম্বার কে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, এই বুকলেটটি উদ্যোক্তাদের সিএমএসএমই ঋণ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রের জোগানের ক্ষেত্রে একটি ভালো দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে যা ঋণ প্রাপ্তিকে সহজ ও দ্রুততর করবে।

সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপিতে উৎপাদন খাতের (ম্যানুফ্যাকচারিং) অবদান ৩৫% এবং কর্মসংস্থানের হার ২৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্বশর্ত হলো শিল্পায়ন। তাই এ দেশের শিল্পায়নে টেকসই উন্নয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার, শিল্প পণ্যের প্রসারের মাধ্যমে দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্পখাতে দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো, বেসরকারী খাতে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের মাধ্যমে শিল্প পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানাসমূহকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর, ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার এবং দেশের সব অঞ্চলে সুষমভাবে শিল্পায়ন করতে শিল্প মন্ত্রণালয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ করে সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, কুটির, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি (সিএমএসএমই) কে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার প্রতিনিয়ত এর সদস্যদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে ৬০ বছরের অধিক সময় ধরে কাজ করে আসছে। ঢাকা চেম্বার হতে এই প্রকাশনাটি সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সম্পর্কে উপযুক্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করবে এবং বিস্তৃত পরিসরে আর্থিক সেবা পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, যা সরকারী-বেসরকারী সমন্বিত উদ্যোগে আগামী দিনের শিল্পায়ন আরও বেগবান হবে বলে আমি মনে করি।

ঢাকা চেম্বারের এই উদ্যোগে কুটির, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে "সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" শীর্ষক বুকলেটের বহুল প্রচার কামনা করছি।

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি)

১৬ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০১ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

সিএমএসএমইদের উন্নয়ন এবং বিকাশের উদ্দেশ্যে "সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" শীর্ষক বুকলেটটি প্রকাশের এ মহতী উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-কে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি বিশ্বাস করি, এই বুকলেটটি উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করবে যা দ্রুত ঋণ প্রাপ্তিকে আরো সহজতর করবে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপর্ণ নিয়ামক যা একই সাথে কর্মসংস্থান এবং শিল্পায়নকে নিশ্চিত করেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে আর্থিক পণ্য বা সেবার বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণের সহজলভ্যতা, ব্যাংকসমূহকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে উৎসাহ প্রদান ও ব্যাংকের তহবিল ব্যয় হ্রাস করে স্বল্প সুদ/ মুনাফায় ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রণোদনা প্যাকেজ, পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ও এসএমই ঋণ বিতরণ।

সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সম্ভাবনাময় তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন সঠিক দিক নির্দেশনা এবং সহজ শর্তে টেকসই অর্থায়ন। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যদিও নানাবিধ কারণে অনেক সিএমএসএমই শিল্প প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে। এমতাবস্থায়, "সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" শীর্ষক নির্দেশনামূলক বুকলেটটি সিএমএসএমই শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

ঢাকা চেম্বার কর্তৃক গৃহীত এরূপ উদ্ভাবনী উদ্যোগের ফলে ঢাকা চেম্বার-এর সদস্যসহ সমগ্র বাংলাদেশের সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে মর্মে আমার বিশ্বাস; যা দীর্ঘমেয়াদে সিএমএসএমইদের বিকাশে এবং বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। পরিশেষে, সিএমএসএমই সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ায় ঢাকা চেম্বারের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আবু ফারাহ মোঃ নাসের
ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

১৬ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০১ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর উদ্যোগে সিএমএসএমই শীর্ষক বুকলেটের প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

কুটির, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি উদ্যোক্তারা (সিএমএসএমই) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই খাত দেশের মোট জিডিপির ২৫% এবং সেইসাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় কর্মসংস্থানের প্রায় ৮০% অবদান রাখে। অপরিসীম অবদান থাকা সত্ত্বেও সিএমএসএমই প্রায়ই নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে সহজে ঋণপ্রাপ্তি, শিল্প অবকাঠামো উন্নয়ন, উদ্ভাবন, আধুনিক দক্ষতা, প্রযুক্তি ইত্যাদির অভাব এবং নীতি সহায়তার সীমাবদ্ধতা এ সেক্টরের কাঙ্খিত উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে অবদান বাধাগ্রস্ত করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ শিল্প ও ব্যবসা সিএমএসএমই এর আওতাভূক্ত। সিএমএসএমই মোট স্থানীয় শিল্পের পণ্য চাহিদার শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ যোগান দিয়ে থাকে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজ এবং পুনঃঅর্থায়ন ঋণ সুবিধার মাধ্যমে সিএমএসএমইদের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যদিও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারনে প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ কার্যক্রম সম্পর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি। যেকোনো দেশেই সিএমএসএমইদের উন্নয়নে ঋণ প্রদান ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণ, উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সিএমএসএমইদের আরো সময়োপযোগী ও প্রতিযোগিতা সক্ষম করে গড়ে তুলতে দেশের বেসরকারি খাত, চেম্বার ও এসোসিয়েশনসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরো কার্যকরী ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে, ঢাকা চেম্বার কর্তৃক প্রকাশিত সিএমএসএমইদের ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা স্বরূপ এই বুকলেটটি দেশের কুটির, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ঢাকা চেম্বার এর উদ্যোগে প্রকাশিত সিএমএসএমই শীর্ষক বুকলেটের ব্যাপক পরিচিতি ও সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ জসিম উদ্দিন
সভাপতি
এফবিসিসিআই

সার-সংক্ষেপ

যেকোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কুটির, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্প অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজন সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনে সিএমএসএমই শিল্পের অবদান অসামান্য। এগুলো সাধারণত ভারী শিল্পের সহায়ক শিল্প হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্প এসব শিল্পের অন্তর্ভূক্ত।

সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থের যোগান সহজলভ্য করা প্রকৃত অর্থেই একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক চ্যালেঞ্জ। বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ বিতরণ পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও সংযুক্তি পর্যালোচনা করে একটি দিক-নির্দেশনা মূলক বই আকারে উপস্থাপন করা হলো। বিশ্ব ব্যাংকের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এসএমই খাতে আনুমানিক ২.৮ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি রয়েছে। এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে উৎসাহিত করতে বিদ্যমান আর্থিক অবকাঠামোগুলোতে যে অসঙ্গতি ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা দূর করতে হবে, তবে এজন্য উদ্ভাবনী এবং বিকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

এমএসএমই সেক্টরের অর্থের সমস্যাটি বিশ্লেষণ করার জন্য গত এক দশকে, অনেক গবেষক ও শিক্ষাবিদ ঋণ এবং নগদ প্রবাহের উপাত্ত যাচাই করে সিএমএসএমই এর অর্থের যোগানের সমস্যাটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এরই প্রেক্ষিতে, সিএমএসএমইদের পক্ষে সর্বদা জামানত প্রদান করা এবং ঋণযোগ্যতার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়াও এই নির্দেশিকা বইতে নমুনা স্বরূপ বাংলাদেশের প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কিভাবে ঋণ আবেদন করতে হবে এবং তার জন্য কি ধরণের নথিপত্র জমা দিতে হবে তার নমুনা সহ বাণিজ্যিক ব্যাংক, ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের এসএমই শিল্প ঋণ পণ্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সিএমএসএমই ঋণের জন্য আবেদন ফরমসহ একজন উদ্দ্যোক্তাকে ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাব নিকাশের বিশদ বিবরণ জমা দিতে হয়। এছাড়াও, ব্যবসায়ের প্রকার ভেদে বিভিন্ন ধরণের সার্টিফিকেট/নথিপত্র ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখায় জমা দিয়ে ঋণ আবেদন করতে হয়। পরিশেষে, উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে বুকলেটটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

Glossary/ সংক্ষিপ্ত শব্দাবলীর পূর্ণ বিবরণ

BIDA	Bangladesh Investment Development Authority
BMRE	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion
BSCIC	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation
CIB	Credit Information Bureau
CMSME	Cottage, Micro, Small and Medium Enterprises
CO	Certificate of Origin
CPV	Contact Point Verification
CRC	Credit Rating Company
DCCI	Dhaka Chamber of Commerce & Industry
EPRC	Environment and Population Research Centre
ERC	Export Registration Certificate
ESCAP	Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
ICRRS	Internal Credit Risk Rating System
IRC	Import Registration Certificate
KYC	Know Your Customer
MFI	Microfinance Institution
MoF	Ministry of Finance
MoI	Ministry of Industries
PNW	Personal Net Worth
RJSC	Registrar of Joint Stock Companies and Firms
RSFF	Risk Sharing Finance Facility
SME	Small and Medium Enterprises
SMEF	Small and Medium Enterprise Foundation
SMESPD	SME & Special Programmes Department
TIN	Tax Identification Number

১ পরিচিতি:

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের বিকাশ শিল্পোন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। সরকার দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়ার হিসেবে এসএমইকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ খাতে আমাদের একটা বড় সমস্যা হলো অর্থায়নের সংকট। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা ব্যাংক ঋণ কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খুব কম পায়, বেশির ভাগ সময় তারা মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন অথবা এনজিওর ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য কিছু ব্যাংকের এসএমই কর্মসূচি তাদের সহায়তা করে থাকে। এর বাইরে গতানুগতিক পদ্ধতিতে চলা ব্যাংকগুলো তাদের অর্থায়ন করতে চায় না। এসএমইগুলো যথাযথ আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করতে না পারায় ব্যাংকগুলোর জন্য এসএমই এর আর্থিক অবস্থা বিচার করতে সমস্যা হয়, তাই বেশিরভাগ এসএমই অর্থায়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়াও, এসএমইগুলো যথাযথ ট্রেড বিষয়ক লাইসেন্স বজায় না রাখায় তাদেরকে চিহ্নিত করাও বেশ কঠিন। ব্যাংক এবং ঋণ প্রদানকারীদের কাছে তাই এসএমইগুলো বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, এসএমই তাদের আর্থিক লেনদেনের সব রেকর্ড নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণও করছে না। এ ধরণের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য উদ্যোক্তাদের ঋণ পণ্য আবেদনের সকল জটিলতা সহজ করার লক্ষ্যে আমাদের নির্দেশিকা বই যথাযথভাবে কাজে লাগবে। এই বইটিতে বিভিন্ন ধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পণ্যসমূহ যাচাই-বাছাই করে কী ধরণের প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং আর্থিক প্রতিবেদন ঋণ আবেদনের সাথে জমা দিতে হয় তা তুলে ধরা হয়েছে।

১.১ উদ্দেশ্য:

বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কীভাবে ঋণ নেওয়া যায় সে লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বারের এই বুকলেটটি সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সিএমএসএমই ব্যবসাগুলো ঋণের আবেদন প্রস্তুত করার সময় প্রায়শঃ সমস্যার সম্মুখীন হয়। ঋণের আবেদনের জন্য জামানত এবং অন্যান্য সহায়ক নথির প্রয়োজন হয়। ঋণ আবেদন জমা দেওয়ার সময় এসএমই এবং অন্যান্য উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার জন্য এই বুকলেটটি একটি নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য অর্থের যোগান অত্যাবশ্যক। অনেক ক্ষেত্রে, উদ্যোক্তারা উচ্চ সুদের হার নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে, সুদের উচ্চ হার একটি বড় বাধা, কিন্তু পর্যাপ্ত তহবিলের যোগান অত্যাবশ্যক। এই মর্মে, ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে উপযুক্ত ধারণা দেওয়ার জন্য এই বুকলেটটি যথোপযুক্ত অবদান রাখবে।

২ এসএমই ও শিল্প ঋণ বিতরণ:

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই উন্নয়ন ও অর্থায়নের জন্য এগিয়ে এসেছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ নাগাদ, এসএমই খাতে মোট বকেয়া ঋণ ছিল ১,৯০,৯৬৯.৮৩ কোটি টাকা। ২০২০ সালের (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ৫,১৭,২৫০ লক্ষ এসএমই এর মাঝে মোট ১,০৪,৫১৫.১৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। অপরদিকে, একই সময়ের মধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত ৪৩,৬৩৬টি এসএমই এন্টারপ্রাইজ ৩,৫৫৩.৪৭ কোটি টাকা অর্থায়ন পেয়েছে। ২০২১ অর্থ বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় কুটির, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ের মাঝে ঋণ বিতরণ ৮.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ২০২১ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর মেয়াদে মোট ৪২,০৭৫ কোটি টাকার সিএমএসএমই ঋণ অনুমোদন করেছেন। যেখানে ২০২০ সালের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৩৮,৬৮৯ কোটি টাকা। ২০১০ সালে সালে প্রথমবারের মত এসমএমই খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি স্ব-নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (ক্যালেন্ডার বছরের ভিত্তিতে) কৌশল চালু করা হয়েছিল। ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার অনুমোদনের মাপকাঠি হিসাবে এসএমই ঋণ বিতরণের সাফল্যকে বিবেচনা করা হয় এবং ব্যাংকের CAMEL রেটিং নির্ধারণের জন্যও একটি অনুমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিচের সারণী-১ এ ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিভাগ-ভিত্তিক এসএমই ঋণ বিতরণ এর তথ্য তুলে ধরা হল।

সারণি ১: ব্যাংক এবং এনবিএফআই কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

*কোটি টাকায়

বছর	লক্ষ্য	প্রকৃত অর্থ প্রদান				নারী উদ্যোক্তা	অর্জন%
		ট্রেডিং	ম্যানুফ্যাকচারিং	সেবা	মোট		
২০১০	৩৮৮৫৮.১২	৩৫০৪০.৫৩	১৫১৪৭.৭২	৩৩৫৫.৬৮	৫৩৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮
২০১১	৫৬৯৪০.১৩	৩৪৩৮২.৬৪	১৫৮০৫.৯৫	৩৫৩০.৮৫	৫৩৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫
২০১২	৫৯০১২.৭৮	৪৪২২৫.১৯	২১৮৯৭.৩৩	৩৬৩০.৯০	৬৯৭৫৩.৪২	২২২৪.০১	১১৮
২০১৩	৭৪১৮৬.৮৭	৫৬৭০৩.৭২	২৪০১৬.৬৪	৪৬০২.৮৯	৮৫৩২৩.২৫	৩৩৫১.১৭	১১৫
২০১৪	৮৯০৩০.৯৫	৬২৭৬৭.১৮	৩০২৪৬.২০	৭৮৯৬.৭৭	১০০৯১০.১৫	৩৯৩৮.৭৫	১১৩
২০১৫	১০৪৫৮৬.৪৯	৭৩৫৫১.৭৮	৩০৪৬২.০২	১১৮৫৬.৬৮	১১৫৮৭০.৪৮	৪২২৬.৯৯	১১২
২০১৬	১১৩৫০৩.৪৩	৯০৫৪৭.৫৭	৩৫১৬৮.৬৩	১৬২১৯.১৯	১৪১৯৩৫.৩৯	৫৩৪৫.৬৬	১২৫
২০১৭	১৩৩৮৫৩.৫৯	৯৬৯৩৪.৭৯	৪২৩৩৪.৮৭	২২৫০৭.৬৬	১৬১৭৭৭.৩২	৪৭৭২.৯৯	১২১
২০১৮	১৬১০৩১.৮৯	৬৬৯৩৬.২১	৫৫৭৩৯.৬১	৩৬৮৩৪.২৫	১৫৯৫১০.০৭	৫৫১৭.০৯	৯৯.৫
২০১৯	১৭৬৯০২.০০	৭২৫২২.৩৭	৫৮৭১৫.৩১	৩৬৭২৩.৯৯	১৬৭৯৭০.৬৭	৬১০৮.৯৯	৯৪.৯৫
২০২০	২২৯১৫৩.২১	৭৫২২৫.১৪	৭৩৮৩২.১৬	৪১৯১২.৫৩	১৯০৯৬৯.৮৩	৬৯৩৮.৭০	৮৩.৩৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত

বাংলাদেশ ব্যাংক কুটির, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতে অর্থায়নের জন্য ২০১৯ সালে একটি মাস্টার সার্কুলার জারি করে। সার্কুলারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬ এর সাথে সঙ্গতি রেখে সিএমএসএমই-এর সংজ্ঞায়ন এবং একটি সিএমএসএমই কী পরিমাণ ঋণ পেতে পারে তার একটি সীমা নির্ধারণ করেছে। এছাড়াও, সার্কুলারে বলা হয়েছে, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২০২৪ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ ঋণ বরাদ্ধ রাখতে হবে, প্রতি বছর ন্যূনতম এক শতাংশ ঋণ বাড়াতে হবে। সিএমএসএমই উদ্যোগের জন্য ন্যূনতম ৫০ শতাংশ রাখতে হবে এবং ন্যূনতম ১৫ শতাংশ ঋণ দিতে হবে নারী উদ্যোক্তাদের। সার্কুলারে আরও বলা হয়েছে যে, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন খাতে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ সিএমএসএমই ঋণ বরাদ্দ রাখতে হবে, সেবা ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ এবং ট্রেডিংয়ের জন্য সর্বাধিক ৩৫ শতাংশ রাখতে হবে। কুটির উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের সর্বোচ্চ সীমা হল ১৫ লক্ষ টাকা, যেখানে মাইক্রো শিল্পে উৎপাদনের জন্য ১ কোটি টাকা, মাইক্রো সেবা শিল্পের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা এবং মাইক্রো উদ্যোক্তাদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ছোট উৎপাদন শিল্পে সর্বোচ্চ ২০ কোটি টাকা এবং ছোট সেবা শিল্পে ও ছোট উদ্যোক্তারা ৫ কোটি টাকা পাবে, মাঝারি উৎপাদনশিল্পে ৭৫ কোটি এবং মাঝারি সেবাশিল্পে ৫০ কোটি টাকা পাবে। (*অতি সম্প্রতি জাতীয় শিল্প নীতি ২০২২ গেজেট প্রকাশিত হয়েছে)

কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) এর অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক ঋণসীমা

ঋণ সীমা	কুটির ব্যবসা	মাইক্রো ব্যবসা			ছোট ব্যবসা			মাঝারি ব্যবসা	
	উৎপাদন শিল্প	উৎপাদন শিল্প	সেবা শিল্প	ট্রেডিং	উৎপাদন শিল্প	সেবা শিল্প	ট্রেডিং	উৎপাদন শিল্প	সেবা শিল্প
সর্বোচ্চ ঋণসীমা	১৫ লক্ষ টাকা	১ কোটি	২৫ লক্ষ টাকা	৫০ লক্ষ টাকা	২০ কোটি	৫ কোটি	৫ কোটি	৭৫ কোটি	৫০ কোটি

ব্যাংক-ভিত্তিক ত্রৈমাসিক এসএমই ঋণ বিবৃতি (৩১.১২.২০২১)

এফআই ক্লাস্টার	এসএমই সাব সেক্টর	ক্রমবর্ধমান বিতরণের পরিমাণ	বকেয়া পরিমাণ	আদায়ের পরিমাণ
নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	সেবা শিল্প	১৯৯৮.৫৯	৩১৭৪.৪৯	৪৯৭.৯৫
	ট্রেডিং	২৫২৮.৪১	৩৫৬৭.৬০	৬৩৭.১৩
	উৎপাদন শিল্প	২১৪০.৫৮	৪৫৩৫.৫৪	৬৮৬.১৬
	মোট	**৬৬৬৭.৫৯**	**১১২৭৭.৬২**	**১৮২১.২৪**
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক	সেবা শিল্প	৫৮৭.২৮	৫৮৭.৭৬	৩৪২.১৬
	ট্রেডিং	১৩৭০.৪৬	১০৪২.৭২	৫৭৯.৮২
	উৎপাদন শিল্প	১০৬৮.৬৭	৭৩২.২৩	৪৪৪.৪৩
	মোট	**৩০২৬.৪১**	**২৩৬২.৭০**	**১৩৬৬.৪১**
ইসলামী ব্যাংক	সেবা শিল্প	৯৬০৮.৩৬	১২০৯১.৩৮	২৪২৮.১৩
	ট্রেডিং	২৬৭২৫.৫৪	২০৩৯৯.৮৬	৭৫৯৬.৮৭
	উৎপাদন শিল্প	২৫২১৪.০১	৩৪৭৩৪.৫২	৮১০৪.৮৭
	মোট	**৬১৫৪৭.৯১**	**৬৭২২৫.৭৬**	**১৮১২৯.৮৭**
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	সেবা শিল্প	২৭২৮৪.৯৬	২৮৭৬৯.৪০	৯৪৮৯.৮১
	ট্রেডিং	৩৬২৭২.১৭	৫৪২১০.৫৫	১০২১৫.৭৭
	উৎপাদন শিল্প	৩২৭০৮.৯৮	৪১১৬৬.১৩	৭২৬০.২৫
	মোট	**৯৬২৬৬.১০**	**১২৪১৪৬.০৭**	**২৬৯৬৫.৮৩**
বিশেষায়িত ব্যাংক/ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	সেবা শিল্প	৪৭৪.৫০	৪১২.৪৩	৯৬.২২
	ট্রেডিং	১৫৬৫.৩৭	১২৯৫.৭৬	৮.৯২
	উৎপাদন শিল্প	১৪৩৫.৫৮	১০৯৬.৫৭	১০৬৫.৪৮
	মোট	**৩৪৭৫.৪৫**	**২৮০৪.৭৬**	**১১৭০.৬২**
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	সেবা শিল্প	১০০৮.৬৬	৫৪২১.৪৮	৪০১.৫০
	ট্রেডিং	৯২০১.৬৪	২১৫০৮.৮৫	১৯৯২.১৮
	উৎপাদন শিল্প	৪২৩৪.৭৩	১৭৩৩৪.৮৫	১২৫৫.৯৮
	মোট	**১৪৪৪৫.০৩**	**৪৪২৬৫.১৭**	**৩৬৪৯.৬৬**
*কোটি টাকায়				

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ৩১.১২.২০২১ রিপোর্ট অনুসারে

২০২১ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর মেয়াদে ৪১,৭১২টি নতুন এসএমই প্রতিষ্ঠানকে ৫,৮৪৬ কোটি টাকার ঋণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কোভিড-১৯ এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সিএমএসএমই-এর চলতি মূলধনের (working capital) প্রয়োজন মেটাতে ২০,০০০ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এই প্যাকেজের অধীনে, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ৯ শতাংশ সুদে উদ্যোক্তাদের চলতি মূলধন (working capital) ঋণ বিতরণ করবে। সরকার সুদের ভর্তুকি হিসাবে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৫ শতাংশ প্রদান করবে। সুতরাং, ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে ৪ শতাংশ হারে ঋণ বিতরণ করা হবে।

পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) স্কিম এর আওতায় এসএমই এন্টারপ্রাইজগুলোতে নিয়মিত অর্থায়নের পাশাপাশি, ব্যাংক এবং এনবিএফআইগুলোও বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) এবং প্রাক-অর্থায়ন প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে সিএমএসএমইকে স্বল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন করছে।

বর্তমানে, বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই খাতে জাইকা, ইউরোপের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় ৮টি তহবিল ও প্রকল্প পরিচালনা করছে। ১,৪৮,৪১৬টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ফেব্রুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন (refinancing)/প্রি-ফাইন্যান্স স্কিমের অধীনে বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১২,৩৩৫.৪০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধাগুলো এসএমইকে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের মাধ্যমে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী সম্প্রতি ২০২২ সালের এপ্রিল-জুন সময়ে এসএমই খাতে নতুন উদ্যোক্তাদের মধ্যে নয় হাজার ৭১০ কোটি টাকা ঋণ দেয় ব্যাংকগুলো। পল্লী এলাকার এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয় ১১ হাজার ৯৫৫ কোটি টাকা। আলোচিত সময়ে জামানতবিহীন ঋণ ৯ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়। চলতি বছরের জন্য সিএমএসএমই নিট ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ২ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা। চলতি বছরে জুন শেষে ছয় মাসে সিএমএসএমই খাতে নিট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্যমাত্রার ৮০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালের এপ্রিল-জুন সময়ে সবচেয়ে বেশি ঋণ বিতরণ হয়েছে উৎপাদনশীল ও ব্যবসা খাতে। এ দুই খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের ৭৯ শতাংশ ঋণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া জুন শেষে মোট সিএমএসএমই খাতে বিতরণকৃত ঋণের খেলাপির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫.২৬ শতাংশ।

"কুটির, মাইক্রো, ছোট এন্টারপ্রাইজ সেক্টরে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প" সম্পর্কিত তথ্য

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়ন পরিমাণ							মোট পুনরুদ্ধার	মোট বকেয়া
	মেয়াদ অনুযায়ী			সর্বমোট পরিমাণ	সেক্টর ভিত্তিক				
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী		উৎপাদন শিল্প	সেবা শিল্প	ট্রেডিং		
ব্যাংক (০৯)	৩.৯৮০	৪৪.০১৫	১.১৩০	৪৯.১২৫	১৭.৯৯০	১১.১৩৫	২০.০০	১৬.৩৫	৩২.৭৭৪
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (০৬)	২.৯২৫	৫৬.০৮৮	০.৭০০	৫৯.৭১৩	১৯.১১০	৯.২৬৩	৩১.৩৪০	২৭.৬৭৭	৩২.০৩
সর্বমোট	**৬.৯০৫**	**১০০.১০৩**	**১.৮৩০**	**১০৮.৮৩৮**	**৩৭.১০**	**২০.৩৯**	**৫১.৩৪**	**৪৪.০২৮**	**৬৪.৮১০**

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২২, ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ পরিসংখ্যান অনুযায়ী

অতএব, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সতর্কতার সাথে সর্বস্তরের উদ্যোক্তাদের আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যমান এসএমই বাজার প্রসারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কুটির, মাইক্রো, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) স্কিম প্রবর্তন প্রসঙ্গেঃ

২০২২ সালের ১৯ শে জুলাই, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৪ প্রজ্ঞাপন অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কুটির, মাইক্রো, ছোট ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। এই তহবিল থেকে ২ শতাংশ সুদে টাকা নিতে পারবে ব্যাংকগুলো। আর গ্রাহকদের ঋণের সুদের হার হবে ৭ শতাংশ যেখানে সাধারণত আগে সিএমএসএমই ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হার ছিল ৯ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২২ সালের ২০ শে জুলাই এই তহবিলের নীতিমালাসহ প্রজ্ঞাপন জারি করে। পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) তহবিল গঠনের ফলে দেশের প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের কম সুদে ঋণ পাওয়ার সুযোগ তৈরি হলো। এখন ব্যাংকগুলো এ খাতে ঋণ বিতরণে এগিয়ে এলে এবং গ্রাহকেরা যোগ্য হলে, কম সুদের ঋণে চাঙ্গা হবে দেশের ছোট ও মাঝারি শিল্প খাত। তহবিল থেকে কম সুদে ঋণ দিতে হলে কোন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে, বাংলাদেশ ব্যাংক তার একটি তালিকাও তৈরি করে দিয়েছে। তালিকায় উচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে রয়েছে কৃষি বা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প, তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, ডিজাইন ও সাজসজ্জা, আইসিটি, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, পাট ও পাটজাত শিল্প। আর অগ্রাধিকার খাত হিসেবে রয়েছে প্লাস্টিক ও অন্যান্য সিনথেটিক শিল্প, পর্যটনশিল্প, হোম টেক্সটাইল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামত শিল্প, তাঁত, হস্ত ও কারু শিল্প, বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি, জুয়েলারি শিল্প, খেলনা শিল্প, প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ, আগর শিল্প, আসবাব, মোবাইল, কম্পিউটার, টেলিভিশন মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী, যেসব ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ১০ শতাংশের বেশি, তারা এই তহবিল থেকে টাকা নিতে পারবে না। ঋণ দিতে উচ্চ-অগ্রাধিকার ও অগ্রাধিকার খাতের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন উদ্যোক্তা, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে।

জামানত ছাড়া কুটির, মাইক্রো, ছোট ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতে গুচ্ছভিত্তিক (ক্লাস্টার) ঋণ ঃ

গত ১৪ আগস্ট ২০২২ বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রজ্ঞাপনে (এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৫) বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়ন ধারণা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ও সিএমএসএমই খাতকে এগিয়ে নিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। সম্ভাবনাময় ক্লাস্টারগুলো যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এ জন্য সিএমএসএমই খাতে ক্লাস্টার ভিত্তিতে সহজে ব্যাংক ঋণ নিশ্চিত করতে নীতিমালা জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালায় ক্লাস্টারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, সর্বোচ্চ ৫ কিলোমিটার সীমানায় অবস্থিত অনুরূপ, সমজাতীয় বা সম্পর্কযুক্ত পণ্য উৎপাদন বা সেবায় নিয়োজিত ৫০ বা ততোধিক উদ্যোগের সমষ্টিকে সামষ্টিকভাবে একটি ক্লাস্টার হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এ ক্ষেত্রে ক্লাস্টারের আওতায় অবস্থিত উদ্যোগগুলোর ব্যাবসায়িক শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকি হবে একই ধরনের। এতে আরো বলা হয়, চলতি ২০২২ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সিএমএসএমই খাতে যে ঋণ দেবে, তার ১০ শতাংশ ক্লাস্টার ভিত্তিক হতে হবে। পরবর্তী সময়ে এ লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ প্রতি বছর কমপক্ষে ১ শতাংশ হারে বাড়িয়ে ২০২৪ সালের মধ্যে কমপক্ষে ১২ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে এই লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করতে পারবে। ক্লাস্টারে যে ঋণ দেওয়া হবে, তার ৫০ শতাংশ বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত ক্লাস্টারে দিতে হবে, বাকি ৫০ শতাংশ দিতে হবে অন্য ক্লাস্টারে।

ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের চলতি মূলধন ও মেয়াদী উভয় ধরনের ঋণ দেওয়া যাবে। ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর। তবে ঋণ পরিশোধে গ্রেস পিরিয়ড হবে সর্বোচ্চ ছয় মাস। ঋণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, সামাজিক বা গ্রুপ জামানতকে বিবেচনায় নেওয়া যাবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের আওতায় ঋণ দেওয়া যাবে। প্রসঙ্গত, সিএমএসএমই খাতে ঋণ বাড়াতে ২৫ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) তহবিল গঠন করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যার সুদের হার সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ। এই তহবিলের ঋণে ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

পণ্য ও সেবার ধরন অনুযায়ী ১৩টি খাতকে অগ্রাধিকার ও উচ্চ অগ্রাধিকার এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্লাস্টারসমূহের মধ্যে রয়েছে কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প, নিটওয়্যার, ডিজাইন ও সাজসজ্জা, আইসিটি, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, পাট ও পাটজাত শিল্প।

অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে প্লাস্টিক ও অন্যান্য সিনথেটিক শিল্প, পর্যটন শিল্প, হোম টেক্সাইলসামগ্রী, নবায়নযোগ্য শক্তি বা সোলার পাওয়ার, অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প, তাঁত, হস্ত ও কারু শিল্প, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি (এলইডি, সিএফএল বাল্ব উৎপাদন), ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প/ইলেকট্রনিক ম্যারেটিরিয়াল উন্নয়ন শিল্প, জুয়েলারি শিল্প, খেলনা শিল্প, প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ শিল্প, আগর শিল্প, আসবাবপত্র শিল্প, মোবাইল/কম্পিউটার/টেলিভিশন সার্ভিসিং খাত। এর বাইরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানও যে কোনো খাতকে ক্লাস্টার হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তা অন্যান্য খাত হিসেবে দেখাতে পারবে।

২.১ বাংলাদেশে সিএমএসএমই ফাইন্যান্সিং ইকোসিস্টেম:

নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাঃ
শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক , মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থা;

সুবিধা প্রদানকারী সংস্থাঃ
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ), পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

উন্নয়ন সহয়োগী সংস্থাঃ
যেমন ESCAP এবং ADB

সাপ্লাই-সাইড স্টেকহোল্ডারঃ
আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, আর্থিক বাজার এবং অর্থের অনানুষ্ঠানিক উৎস

ডিমান্ড সাইড স্টেকহোল্ডারঃ
উদ্যোক্তা এবং যারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করে যেমন, চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশন

DEMAND

বাংলাদেশে সিএমএসএমই ফাইন্যান্সিং ইকোসিস্টেম এবং আন্তঃসংস্থা সম্পর্কঃ

বাংলাদেশের একাধিক প্রতিষ্ঠান সিএমএসএমই অর্থায়নের সাথে জড়িত। সিএমএসএমই ইকোসিস্টেমের সাথে জড়িত প্রধান স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আন্তঃসংস্থা সম্পর্ক নিচের প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো

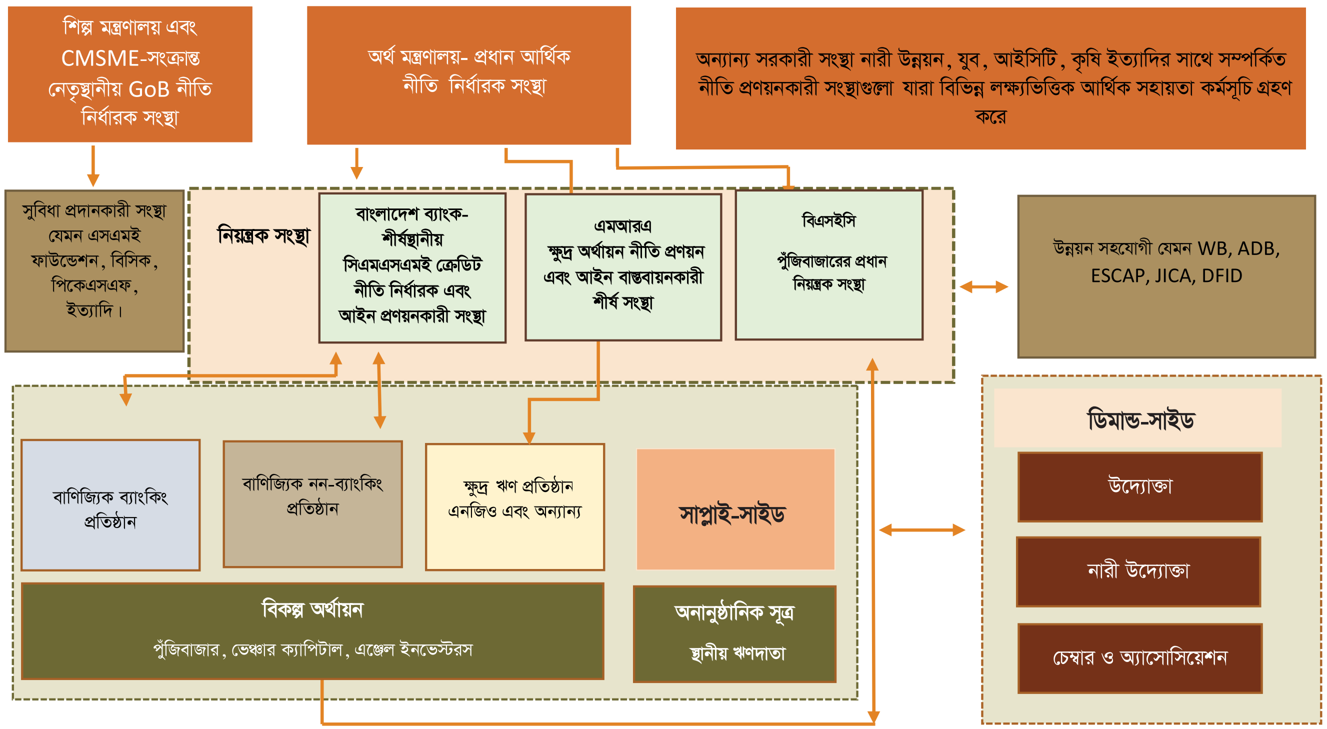

২.২ ঋণ আবেদনের প্রবাহ চিত্র

ঋণ প্রদানের বিষয়টি সাধারণভাবে ঋণপ্রদানকারী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিচার্য বিষয়। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (credit worthiness) ও অন্যান্য বিষয়াবলী বিবেচনা করেই ব্যাংকগুলো গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। এসএমই ঋণ আবেদনের পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে কম-বেশি ২৮ দিন সময় নিয়ে থাকে যা নির্ভর করে ঋণ প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে জড়িত ঋণদাতার দক্ষতার উপর। এখন, বেশিরভাগ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একটি অনলাইন আবেদন পদ্ধতি রয়েছে যদিও ছোট গ্রাহকরা একটি হাতে লেখা প্যাডের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। ব্যাংকের কর্মীরা পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবেন এবং নথিপত্র হালনাগাদ থাকলে গ্রাহকদের ঋণ পেতে সহায়তা করবেন।

বড় অংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ঋণ বিশ্লেষণ ও মঞ্জুরের দায়িত্ব উর্ধ্বতন ব্যাংক কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত থাকে এবং ছোট ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপকই ঋণ বিশ্লেষণ ও ঋণ মঞ্জুর করতে পারেন। ঋণ বিশ্লেষণের সময় আবেদনকারীর আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্য ও ব্যাংক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়। এছাড়াও, যে খাতে ঋণ চাওয়া হয়েছে তার অবস্থা এবং জামানতের বিপরীতে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতা ব্যাংকের নিজস্ব ঋণদান নীতির সাথে কতটা সংগতিপূর্ণ তা মিলিয়ে দেখা হয়। ঋণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো নিচের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

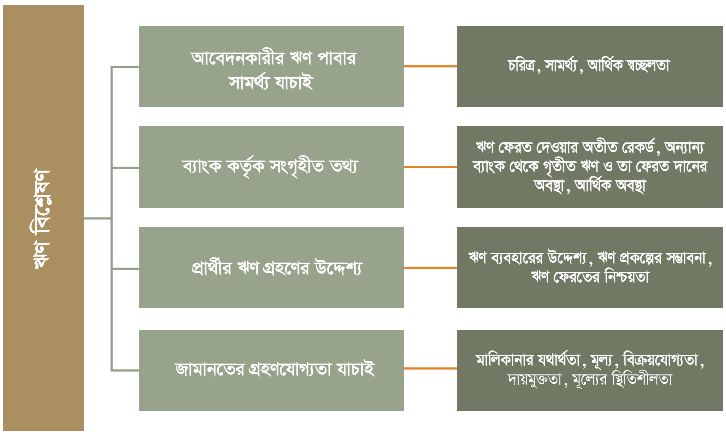

পরিশেষে বলা যায়, সঠিকভাবে ঋণ বিশ্লেষণ করা হলে খেলাপী ঋণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। তাই ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রমের সফলতা অনেকাংশে ঋণ বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে।

ধাপ ১: প্রাক-অনুমোদন

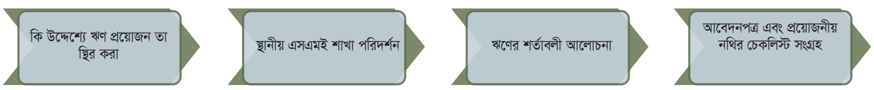

ধাপ ২: আবেদন

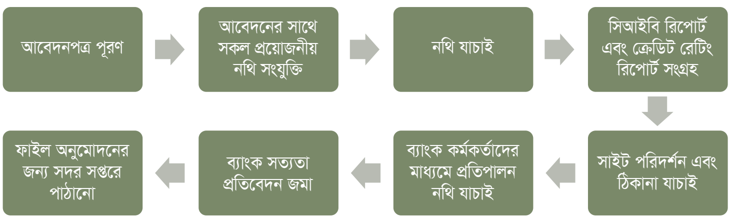

ধাপ ৩: অনুমোদন

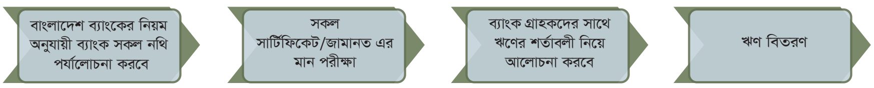

প্রতিটি ঋণের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন জামানত, ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা এবং ঋণের চুক্তি। ঋণের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য আর্থিক কার্যাবলী হতে ঋণকে আলাদাভাবে বিবেচনা করতে সাহায্য করে। যেমনঃ ঋণ চুক্তি সাধারণত দু'টি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়। ঋণের আবেদনকারী সর্বদা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের জন্য আবেদন করবে। তবে ব্যাংক কী পরিমাণ ঋণ আবেদন গ্রহণ করবে তা ব্যাংকের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। ব্যাংক বিভিন্নভাবে মঞ্জুরকৃত ঋণ বিতরণ করতে পারে। যেমনঃ এককালীন বা কিস্তির মাধ্যমে। সাধারণত আবেদনকারী গ্রাহকের ব্যাংক হিসেবের বিপরীতে ঋণ দেওয়া হয়। সাধারণত জামানতের বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণের ধরন, গ্রাহকের অবস্থান, গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের উপর ঋণের মেয়াদকাল নির্ভর করে। ঋণ সাধারণত কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়।

এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ঋণ নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী প্রকৃত উদ্যোক্তারাই যাতে সময়মত এসএমই ঋণ পান, ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং এসএমই ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে স্ব-স্ব ব্যাংক মনিটরিং ইউনিট গঠন করে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে। এছাড়াও প্রচলিত ঋণ নিয়মাচার মেনেই এসএমই ঋণ মঞ্জুরে ও বিতরণে অধিকতর নিষ্ঠা, দক্ষতা ও গতিশীলতা আনয়নে ব্যাংকগুলো নিম্মোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে ঃ

- এসএমই ঋণের আবেদন ফরম সহজীকরণ।
- আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয় সেজন্যে আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই গ্রাহককে সকল নির্দেশনা প্রদান।
- সহায়ক কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রাহককে জানানো।
- আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যৌক্তিকীকরণ।
- গ্রাহকের কোন অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করবে।

৩ শিল্প ঋণ: ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র/দলিলাদির তালিকা/চেকলিস্ট

শিল্প ঋণ বাংলাদেশের মতো একটি কৃষিভিত্তিক উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বৃহৎ আকারের শিল্পের পাশাপাশি এসএমইকে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার গত কয়েক বছরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্প ঋণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। ফলে শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর (সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) শিল্প ঋণের বার্ষিক বিতরণ এবং পুনরুদ্ধার উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো।

অর্থবছর	বিতরণ			পুনরুদ্ধার		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০১৫-১৬	১৯৯৩৪৯.২১	৬৫৫৩৮.৬৯	২৬৪৮৮৭.৯০	১৪৯৭৬২.৭২	৪৮২২৫.২৯	১৯৭৯৮৮.০১
২০১৬-১৭	২৩৮৫১৭.০৫	২৩৮৫১৭.০৫	৩০০৬৭২.১৩	১৮৫৫৩২.৭৭	১৮৫৫৩২.৭৭	২৩৭৬২৭.৩৪
২০১৭-১৮	২৭৫৬২৯.০৫	৭০৭৬৮.১৭	৩৪৬৩৯৭.২২	২০২৯৮০.৪৮	৭০১৯৩.০৮	২৭৩১৭৩.৫৬
২০১৮-১৯	৩১৯০০৬.৯৮	৩১৯০০৬.৯৮	৩১৯০০৬.৯৮	২৪৩১৯৪.০৫	৭৬৫৬৮.৮১	৩১৯৭৬২.৮৭
২০১৯-২০	৩১২১৩৪.০১	৩১২১৩৪.০১	৩১২১৩৪.০১	৩১২১৩৪.০১	৬৯৭২৩.৮৯	৩২৬৩২৯.৬৬
২০২০-২১*	৩২৬৩২৯.৬৬	১৫৪৫৬.২৮	৯৪৮৪৯.৬৬	৭২৯১০.৩	৭২৯১০.৩	৭২৯১০.৩

সূত্রঃ এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক * সেপ্টেম্বর ২০২১ এর প্রতিবেদন অনুসারে

২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ঋণ বিতরণ এবং পুনরুদ্ধারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ তীব্রভাবে কমেছে তবে এই সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধার বেড়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে, ঋণ বিতরণ এবং পুনরুদ্ধারেরে পরিমাণ (সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯৪,৮৪৯.৬৬ এবং ৭২,৯১০.৩ কোটি টাকা। আশা করা যায় যে, শিল্প ঋণের ক্রমবর্ধমান বিতরণ দেশের শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে এবং পাশাপাশি একটি টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

শিল্প ঋণ বিতরণ: বিগত বছরের সাথে তুলনামূলক চিত্র (কোটি টাকায়)				
		মার্চ, ২০২১	মার্চ, ২০২২	পরিবর্তনের হার
মেয়াদি শিল্প ঋণ	বৃহৎ শিল্প	১৩,৯১৯.২৫	১২,৭৪২.২৮	৮.৪৬%
	মাঝারি শিল্প	১,৭৮২.৩০	১,৯৭৭.২৭	১০.৯৪%
	ক্ষুদ্র শিল্প	১,৬৭৭.৪৬	২,৬২০.৯৪	৫৬.২৪%
	মোট	**১৭,৩৭৯.০১**	**১৭,৩৪০.৪৯**	**-০.২২%**
চলতি মূলধন ঋণ	বৃহৎ শিল্প	৫৯,১২৩.৪২	৮৭,৯৯২.০৩	৪৮.৮৩%
	মাঝারি শিল্প	৭,৮০৭.৮৯	৯,৫১৫.৫২	২১.৮৭%
	ক্ষুদ্র শিল্প	৬,৬৫৬.৪৭	৬,৮২৩.১১	২.৫০%
	মোট	**৭৩,৫৮৭.৭৮**	**১০৪,৩৩০.৬৬**	**৪১.৭৮%**
মোট শিল্প ঋণ	বৃহৎ শিল্প	৭৩,০৪২.৬৭	১০০,৭৩৪.৩১	৩৭.৯১%
	মাঝারি শিল্প	৯,৫৯০.১৮	১১,৪৯২.৭৮	১৯.৮৪%
	ক্ষুদ্র শিল্প	৮,৩৩৩.৯৩	৯,৪৪৪.০৫	১৩.৩২%
	মোট	**৯০,৯৬৬.৭৮**	**১২১,৬৭১.১৫**	**৩৩.৭৫%**

সূত্র: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, মার্চ ২০২২

- মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ বিগত মার্চ, ২০২১ ছিল ১৭,৩৭৯.০১ কোটি টাকা যা মার্চ, ২০২২ এ০.২২% হ্রাস পেয়ে ১৭,৩৪০.৪৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃহৎ শিল্পে ৮.৪৬% হ্রাস পেলেও মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে যথাক্রমে ১০.৯৪% ও ৫৬.২৪% বৃদ্ধি পেয়েছে ।
- চলতি মূলধন ঋণ বিতরণের পরিমাণ বিগত মার্চ, ২০২১ এ ছিল ৭৩,৫৮৭.৭৮ কোটি টাকা যা মার্চ, ২০২২ এ ৪১.৭৮% বৃদ্ধি পেয়ে ১০৪,৩৩০.৬৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। চলতি মূলধন ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে যথাক্রমে ৪৮.৮৩%, ২১.৮৭% ও ২.৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মোট শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ বিগত মার্চ, ২০২১ এছিল ৯০,৯৬৬.৭৮ কোটি টাকা যা মার্চ, ২০২২ এ ৩৩.৭৫% বৃদ্ধি পেয়ে ১২১,৬৭১.১৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। মোট শিল্পঋণ বিতরণ বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে যথাক্রমে ৩৭.৯১%, ১৯.৮৪% ও ১৩.৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মার্চ, ২০২২ এ বিতরণকৃত মোট ১২১,৬৭১.১৫ কোটি টাকার মধ্যে শিল্পের আকার অনুযায়ী বৃহৎ শিল্প, মাঝারি শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের হার যথাক্রমে ৮২.৭৯%, ৯.৪৫% এবং ৭.৭৬%।

২০২১-২০২২ সাথে তুলনামূলক চিত্র (কোটি টাকায়)

	মার্চ, ২০২১	মার্চ, ২০২২	পরিবর্তনের হার
বিতরণ	৯০,৯৬৬.৭৮	১২১,৬৭১.১৫	৩৩.৭৫%
আদায়	৮৪,৭৯৫.৯০	১০১,৮৭৭.৯৭	২০.১৪%
মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	৯৮,৯০৪.২৫	৯০,৫৮৪.৩১	-৮.৪১%
বকেয়া স্থিতি	৫৯৬,৮৯৭.০৯	৬৪১,২৬৯.৭০	৭.৪৩%

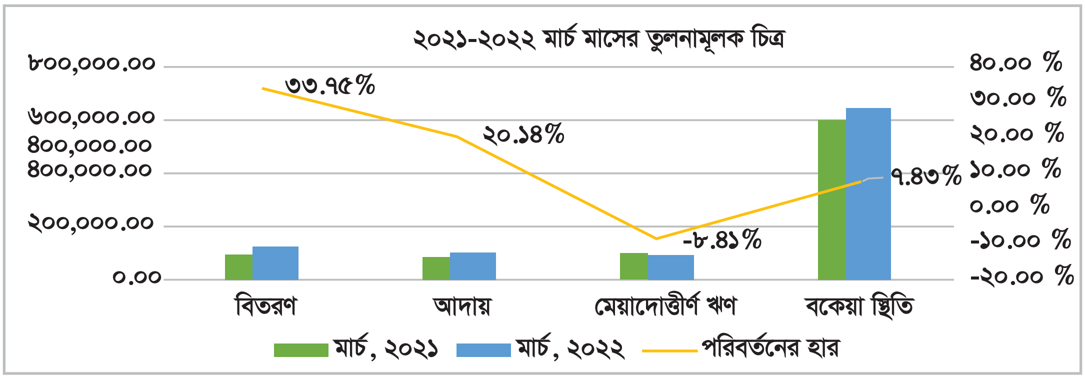

- মোট শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ বিগত মার্চ, ২০২১ এছিল ৯০,৯৬৬.৭৮ কোটি টাকা যা মার্চ, ২০২২ এ ৩৩.৭৫% বৃদ্ধি পেয়ে ১২১,৬৭১.১৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- মোট শিল্প ঋণ আদায়ের পরিমাণ বিগত মার্চ, ২০২১ এ ছিল ৮৪,৭৯৫.৯০ কোটি টাকা যা মার্চ, ২০২২ এ ২০.১৪% বৃদ্ধি পেয়ে ১০১,৮৭৭.৯৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- শিল্প ঋণ এর মোট মেয়াদোত্তীর্ণের পরিমাণ বিগত মার্চ, ২০২১ এ ছিল ৯৮,৯০৪.২৫ কোটি টাকা যা মার্চ, ২০২২ এ ৮.৪১% হ্রাস পেয়ে ৯০,৫৮৪.৩১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
- শিল্প ঋণ এর মোট বকেয়া স্থিতি বিগত মার্চ, ২০২১ এ ছিল ৫৯৬,৮৯৭.০৯ কোটি টাকা যা মার্চ, ২০২২ এ প্রান্তিকে ৭.৪৩% বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪১,২৬৯.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৩.১ স্থানীয় শিল্প ঋণ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র:

স্থানীয় শিল্প ঋণ আবেদনের জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্র শিল্প ঋণ আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে।

১. লেটারহেড প্যাডে আবেদন।
২. ১(এক) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি ঋণগ্রহীতা এবং সেইসাথে গ্যারান্টারদের।
৩. বৈধ ট্রেড লাইসেন্স।
৪. BIDA থেকে অনুমতি (যদি প্রযোজ্য হয়)।
৫. টিআইএন সার্টিফিকেট।
৬. গত ৬ (ছয়) মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট (যদি থাকে)।
৭. অংশীদারীত্ব দলিল (অংশীদারীত্ব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)।
৮. RJSC কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যায়িত অন্তর্ভুক্তির সার্টিফিকেটসহ স্মারকলিপি এবং অ্যাসোসিয়েশনের নিবন্ধন (সীমিত কোম্পানির ক্ষেত্রে)।
৯. বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিচালকদের তালিকার প্রত্যায়িত অনুলিপি (ফর্ম XII)।
১০. বিগত ৩ বছরের আর্থিক বিবরণী।
১১. নতুন প্রকল্পের পাশাপাশি বিদ্যমান প্রকল্পের ব্যালেন্সিং, আধুনিকায়ন, বিস্তার এবং প্রতিস্থাপন (বিএমআরই)-এর জন্য প্রকল্প সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন।
১২. ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কোটেশন/প্রো-ফর্মা চালান।
১৩. ইনস্টলেশনের জন্য লেআউট পরিকল্পনা সহ যন্ত্রপাতির তালিকা।
১৪. মূল শিরোনাম দলিল/ বিক্রয় দলিল।
১৫. VIA দলিল, CS, SA, RS & Hal Parcha, DCR মিউটেশন, ভাড়ার রশিদ।
১৬. সাইট ম্যাপ/মিউনিসিপাল ট্যাক্স রশিদ।
১৭. দায় মুক্তির সনদপত্র (Non-Encumbrance Certificate)
১৮. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিল্ডিং নির্মাণের জন্য অনুমোদিত পরিকল্পনা এবং নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলন (প্রকল্পের মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে)।
১৯. প্রকল্পের স্থায়ী সম্পদ বা অন্যান্য জামানত এর সমীক্ষা রিপোর্ট।
২০. ইজারা চুক্তি (ভাড়া জায়গার ক্ষেত্রে)।
২১. RJSC এর জন্য তৈরিকৃত XVIII/IXX ফর্ম।
২২. প্রাসঙ্গিক সমিতি/সংস্থা এর সদস্যপদের অনুলিপি।
২৩. ঋণগ্রহীতার CIB রিপোর্ট।

৩.২ সিএমএসএমই ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র/দলিলাদির তালিকা

সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুতি বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। এসএমই উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আবেদনকারীদের কাছ থেকে যেসব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে থাকে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে, ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক নেয়া হয়ে থাকে। এই চেকলিষ্ট ব্যাংক ঋণ গ্রহণে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে পূর্ব প্রস্তুতিতে সহায়ক হবে।

সারণী ২ঃ তালিকা

ঋণ আবেদন পত্র সরবরাহ ও গ্রহণ	
১.	আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে এসএমই খাতে কুটির, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি শিল্প ঋণের জন্য স্থানীয় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ ফরম সংগ্রহপূর্বক আবেদন করতে হবে।
২.	উদ্যোক্তাগণকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনলাইনে অথবা সশরীরে আবেদন করতে হবে।

আবেদন পত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:	
১.	ঋণের আবেদন পত্র।
২.	আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদ পত্রের ফটোকপি।
৩.	আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজ ছবি (সত্যায়িত) ।
৪.	আবেদনকারীর ই-টিন সার্টিফিকেট।
৫.	আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
৬.	জামিনদারের পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত) ।
৭.	প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতির দরপত্র।
৮.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীর আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্র (ব্যাংক সলভেন্সি)
৯.	নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন, এনআইডি, ভিজিটিং কার্ড সহ গ্যারান্টারের ছবি
১০.	ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকে চলতি হিসাব।
১১.	ড্রাগ লাইসেন্স (ঔষধ ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।
১২.	বিএসটিআই সার্টিফিকেট (খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) ।
১৩.	ডিসির অনুমোদন (ডিজেল ও এসিড ব্যবসার ক্ষেত্রে) ।
১৪.	পেট্রোবাংলার সার্টিফিকেট (ডিজেল ও অকটেন ব্যবসার ক্ষেত্রে) ।
১৫.	বিগত ১ থেকে ৩ বৎসরের ব্যাংক প্রতিবেদন (বিভিন্ন ব্যাংকের চাহিদা ভিন্ন) ।
১৬.	দোকান/ঘর ভাড়া চুক্তিনামা।
১৭.	সার্টিফিকেট অব রাইটস্।
১৮.	ভ্যাট সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ।
১৯.	বিদ্যুৎ বিল/টেলিফোন বিল।
২০.	সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট।
২১.	কর্মচারীদের নাম, পদবী, এবং মাসিক বেতনের তালিকা।
২২.	অনুমোদন পত্র, ঋণ পরিশোধ এবং সমাপনী চিঠি (যদি কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাংক থাকে)
২৩.	বিদ্যমান ঋণ সহ ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ঋণ ঘোষণা ফরম, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক নামের জন্য এমনকি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে গত তিন মাসে আবেদন করা ঋণ।
২৪.	পণ্য বা লোগোর জন্য ট্রেড মার্ক সার্টিফিকেট/কপিরাইট (যদি থাকে)
২৫.	বিদ্যমান ঋণ সহ ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ঋণ ঘোষণা ফরম, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক নামের জন্য এমনকি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে গত তিন মাসে আবেদন করা ঋণ।
২৬.	CPV (Contact Point Verification) রিপোর্ট।
২৭.	IRC ও ERC সার্টিফিকেট (আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসার ক্ষেত্রে) ।
২৮.	মজুদ মাল ও তার বর্তমান মূল্যের তালিকা।
২৯.	স্থায়ী সম্পদের তালিকা ও মূল্য।
৩০.	দেনাদারের/পাওনাদারের তালিকা।
৩১.	বর্তমানে অন্য কোথাও ঋণ থাকলে তার বিবরণী ও লোন অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট (সকল সক্রিয় ঋণ) ।
৩২.	বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি রিপোর্ট, এখানে উল্লেখ্য যে, এই রিপোর্টের ফরম সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানই উদ্যোক্তাকে সরবরাহ করে এবং উদ্যোক্তা উক্ত ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে দিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানই বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিপোর্ট সংগ্রহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে।
৩৩.	ঋণের আবেদনকারী এবং গ্যারান্টার উভয়ের পাসপোর্ট সাইজ ছবি। এখানে উল্লেখ্য যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক গ্যারান্টার নিতে পারেন। অনেক প্রতিষ্ঠানই মূল গ্যারান্টারের অতিরিক্ত গ্যারান্টার হিসেবে পরিবারের সদস্যকে গ্যারান্টার হিসেবে নিয়ে থাকে।

আবেদন পত্রের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে:

১.	ঋণের আবেদনকারী এবং গ্যারান্টার উভয়ের পাসপোর্ট সাইজ ছবি। এখানে উল্লেখ্য যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক গ্যারান্টার নিতে পারেন। অনেক প্রতিষ্ঠানই মূল গ্যারান্টারের অতিরিক্ত গ্যারান্টার হিসেবে পরিবারের সদস্যকে গ্যারান্টার হিসেবে নিয়ে থাকে।
২.	গ্যারান্টার ব্যবসায়ী হলে তার ট্রেড লাইসেন্স ও সিআইবি রির্পোট ।
৩.	ব্যবসার বিগত ১ বৎসরের বিক্রয় ও লাভের হিসাবের বিবরনী।
৪.	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং মেমোরেন্ডাম অব আর্টিক্যালস ।
৫.	প্রাইভেট লিমিটডে কোম্পানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্তের রেজুলেশন।
৬.	লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে অডিটকৃত আর্থিক বিবরণী, ট্রেড একাউন্ট, লাভ-ক্ষতির হিসাব, ব্যালেন্স শীট, বর্তমান পরিচালকদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত বোর্ড রেজুলেশনের সত্যায়িত কপি, স্মারকলিপি এবং সমিতির নিবন্ধের প্রত্যয়িত অনুলিপি, অন্তর্ভুক্তির প্রশংসাপত্র সত্যায়িত অনুলিপি, XII ফর্মের প্রত্যয়িত কপি, তফসিল-X, আরজেএসসির সাথে চার্জ ক্রিয়েশন সার্টিফিকেট (যদি বিদ্যমান ক্লায়েন্ট থাকে)
৭.	প্রকল্প সাইটের একটি ফটোগ্রাফ সহ উৎপাদন কর্মক্ষমতার প্রতিবেদন
৮.	কারখানা পরিদর্শন এবং তালিকাভুক্ত বিভাগ থেকে অনুমোদিত সিভিল লে-আউট প্ল্যান এবং মেশিনারি লে-আউট প্ল্যান
৯.	Cash Flow স্টেটমেন্ট।
১০.	লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোম্পানীর বর্তমান গ্রাহকদের তালিকা।
১১.	পার্টনারশীপ ব্যবসার ক্ষেত্রে যৌথ মূলধনী কোম্পানি থেকে রেজিষ্টার্ড এবং নোটারী পাবলিক কর্তৃক নোটারাইজড পার্টনারশীপ ডীড।
১২.	ঋণ গ্রহণ/ হিসাব খোলার জন্য পার্টনারদের রেজুলেশন।
১৩.	বোর্ড রেজুলেশনের অনুলিপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১৪.	EPRC কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)/ব্যাংক সার্টিফিকেট গত এক বছরের রপ্তানি হিসাব সহ (USD/BDT/অন্যান্য মুদ্রায়)
১৫.	আমদানি পারফরম্যান্স/ব্যাংক সার্টিফিকেট যা এক বছরের আমদানি হিসাব সহ (USD/BDT/অন্যান্য মুদ্রায়)
১৬.	নিরীক্ষিত/ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
১৭.	ফার্মা: রেসিপি ছাড়া এবং রেসিপি সহ সরকারের ঔষধ প্রশাসন বিভাগের অনুমতি
১৮.	ইট ভাটা: পরিবেশবান্ধব হাইব্রিড হোলফম্যান/জিগজ্যাগ/গ্যাস বার্ন হতে হবে
১৯.	ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা খরচের আনুমানিক রিপোর্ট
২০.	বিক্রেতাদের কাছ থেকে উদ্ধৃতি (স্থায়ী সম্পদ অর্থায়নের জন্য)
২১.	সম্পত্তি থেকে ভাড়া আয় যাচাই প্রতিবেদন (বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত)
২২.	ভাড়াটিয়াদের নামের তালিকা, ভাড়া এবং যোগাযোগের নম্বর
২৩.	তালিকাভুক্ত জরিপকারীদের (সার্ভেয়ার) কর্তৃক (ভিজিট) মূল্যায়ন প্রতিবেদন
২৪.	অনুমোদিত লেআউট প্ল্যান সহ অনুমোদন পত্র (আরসিসি বিল্ডিং)
২৫.	আইনি মতামতের পুনঃপরীক্ষা-১ম-সময় পুনর্বিন্যাসের জন্য

ঋণ মঞ্জুরের পর জামানত দলিলাদি সম্পাদন করার সময় উদ্যোক্তাকে নিম্নলিখিত মূল দলিলাদি দাখিল করতে হবেঃ

১. জমি/বাড়ির মূল দলিল এবং বায়া দলিল
২. খারিজী খতিয়ান, ডি.সি. আর খাজনার দলিল
৩. জমি/বাড়ির মূল্যায়ন সনদপত্র
৪. সি.এস. আর এস এবং এস এ খতিয়ান
৫. ব্যক্তিগত জামিনের বেলায় জামিনদারের আর্থিক স্বচ্ছলতার/সম্পদের সনদপত্র
৬. বীমাপত্র
৭. ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতির চূড়ান্ত দরপত্র
৮. নামজারী
৯. বন্দকী সম্পত্তির যন্ত্রপাতির নকশার কপি।

উল্লেখিত কাগজপত্র কমবেশি সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজন হয়। এছাড়াও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনবোধে ঋণ আবেদনকারীর কাছ থেকে অন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তবে এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো, প্রতিটি ব্যাংকের নিজস্ব কিছু সূচক থাকে যার মাধ্যমে তারা উদ্যোক্তাদের ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা বিচার করে, উপরন্তু দলিলাদি এবং সহায়ক কাগজপত্রাদি থাকলে ব্যাংক ঋণ পেতে অনেক সহজ হয়।

৩.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত এসএমই ঋণ/বিনিয়োগ এর আবেদনপত্র :

তারিখঃ-
ব্যবস্থাপক
....
....

ছবি

এসএমই উদ্যোক্তা হিসেবে ঋণ/বিনিয়োগ এর আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা এসএমই উদ্যোক্তা হিসেবে আপনার প্রতিষ্ঠানের..শাখা হতে আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চলতি মূলধন/ব্যবসা সম্প্রসারণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/অন্যান্য বাবদ.......................... মাস মেয়াদী .... টাকার ঋণ/বিনিয়োগ এর জন্য আবেদন করছি। নিম্নে আমার/আমাদের ব্যক্তিগত, ব্যবসা সংক্রান্ত এবং প্রস্তাবিত এসএমই ঋণ/বিনিয়োগ বিষয়ক তথ্য পেশ করা হল।

১	**ঋণ/বিনিয়োগ এর জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বৃত্তান্তঃ**		
	১.১ প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	
	১.২ ঠিকানা (নিজস্ব/ভাড়া)	ঃ	
	১.৩ ব্যবসায়ের প্রকৃতি	ঃ	☐ শিল্প ☐ ব্যবসা ☐ সেবা
	১.৪ মালিকানার ধরন	ঃ	☐ একক মালিকানাধীন ☐ অংশীদারি ☐ যৌথ মূলধন
	১.৫ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধন	ঃ	
	১.৬ ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও মেয়াদ ঃ	ঃ	
	১.৭ ব্যবসা শুরুর তারিখ	ঃ	
	১.৮ টিন (ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর)	ঃ	
	১.৯ ব্যাংক হিসাবের নাম ও নম্বর	ঃ	
	১.১০ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিক্রয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ঃ	
	১.১১ প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক আয়	ঃ	
	১.১২ প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক ব্যয়	ঃ	
	১.১৩ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ (ভূমি ও ইমারত ব্যতীত)	ঃ	
	১.১৪ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা	ঃ	
	১.১৫ মজুদ পণ্যের মূল্য	ঃ	
২	**আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের দায়**		
	২.১ ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ঃ	
	২.২ অন্যান্য	ঃ	
৩	**আবেদনকারীর বৃত্তান্ত (অংশীদারি/যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে পরিচালকদের অনুরূপ তথ্য পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে)**		
	৩.১ নাম (বাংলা ও ইংরেজী)	ঃ	
	৩.২ জন্ম তারিখ ও স্থান	ঃ	
	৩.৩ শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	
	৩.৪ প্রশিক্ষণ	ঃ	
	৩.৫ পিতার নাম	ঃ	
	৩.৬ মাতার নাম	ঃ	
	৩.৭ বৈবাহিক অবস্থা	ঃ	
	৩.৮ স্বামী/স্ত্রী'র নাম	ঃ	
	৩.৯ বর্তমান ঠিকানা (ফোন নম্বর ও ই-মেইল আইডিসহ)	ঃ	
	৩.১০ স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	
	৩.১১ অন্যান্য উৎস হতে মাসিক আয় ঃ	ঃ	
	৩. ১২ মালিকানাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ	ঃ	
	৩.১৩ টিন (ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) ঃ	ঃ	
	৩.১৪ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	ঃ	
৪	**আবেদনকারীর দায়**		
	৪.১ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঃ	ঃ	

	৪.২ অন্যান্য	ঃ	
৫	**ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের উদ্দেশ্য**		
	৫.১ চলতি মূলধন ঃ	ঃ	
	৫.২ ব্যবসা সম্প্রসারণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ঃ	ঃ	
	৫.৩ অন্যান্য	ঃ	
৬	**জামানতের বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)**	ঃ	
৭	**জামিনদারের নাম**	ঃ	

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ **চলমান পাতা-২**

	৭.১ জামিনদার সম্পর্কিত তথ্য		
	৭.১.১ নাম (বাংলা ও ইংরেজী) ঃ	ঃ	
	৭.১.২ জন্ম তারিখ ঃ	ঃ	
	৭.১.৩ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ	ঃ	
	৭.১.৪ পিতার নাম ঃ	ঃ	
	৭.১.৫ মাতার নাম ঃ	ঃ	
	৭.১.৬ স্বামী/স্ত্রী'র নাম ঃ	ঃ	
	৭.১.৭ ঠিকানা	ঃ	
	৭.১.৭.১ বর্তমান (ফোন নম্বরসহ) ঃ	ঃ	
	৭.১.৭.২ স্থায়ী ঃ	ঃ	
	৭.১.৮ পেশা ঃ	ঃ	
	৭.১.৯ মাসিক আয় ঃ	ঃ	
	৭.১.১০ জামিনদারের সম্পদের পরিমাণ	ঃ	
	৭.১.১১ টিন (ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) ঃ	ঃ	
	৭.১.১২ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ	ঃ	
	৭.১.১৩ ব্যাংক হিসাবের নাম ও নম (যদি থাকে) ঃ	ঃ	
	৭.১.১৪ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে	ঃ	
	৭.১.১৫ অন্যান্য	ঃ	
	৭.১.১৬ আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক	ঃ	

(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ সংযুক্ত করতে হবে)

জামিনদারের স্বাক্ষর ও তারিখ

[*ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরির জন্য আবশ্যকীয় অন্য যে কোন তথ্য, প্রমাণপত্র এবং দলিলাদি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহক প্রদান করতে বাধ্য থাকবে]

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

এই ফরমের সফটকপি ডাউনলোড করতে অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন
(এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং ০২: এসএমই ঋণের আবেদনপত্র)

এসএমই আবেদন ফরম

৪ তফসিলি সরকারি/বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক: সিএমএসএমই ঋণ

৪.১ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড Sonali Bank Limited	**ক্রেডিট রেটিং**	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং A+(AAA); স্বল্পমেয়াদী ST-2(ST-1); সমতুল্য বিবি রেটিং ২
	CAMEL রেটিং	Marginal
	মোট শাখা	১২২৯ টি

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড অর্থনৈতিকভাবে স্বল্পন্নোত এলাকা এবং জনগণের কাছে এসএমই ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করার জন্য এসএমই অর্থায়নের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। নারী ও সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসএমই ক্রেডিট নীতি নির্ধারণ করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করছে।

১.	ঋণ সীমাঃ	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) থেকে ৫০০,০০০,০০/- (পাঁচ কোটি)
২.	ঋণগ্রহীতার মানদন্ডঃ	বাংলাদেশী নাগরিক সর্বনিম্ন ১৮ (আঠার) বছর বয়সী; ঋণ খেলাপি, দেউলিয়া, মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না;
৩.	প্রকল্প/এন্টারপ্রাইজের প্রকৃতি	একক মালিকানা ব্যবসায়; নিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান; নিজের পরিচালিত সংস্থা; পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ছাড়া জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি
৪.	নিরাপত্তাঃ	পুরুষ উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতমুক্ত ঋণের সীমা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতমুক্ত ঋণের সীমা সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা
৫.	সময়কালঃ	প্রকল্প/মেয়াদী ঋণ: সর্বোচ্চ ৫ বছর (প্রকল্পের সময়কাল প্রকল্প প্রকৃতি অনুযায়ী নমনীয় হতে পারে) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল/ট্রেডিং লোন: ১ বছর, মেয়াদ শেষে নবায়নযোগ্য।
৬.	ঋণ: ইক্যুইটি অনুপাতঃ	প্রকল্প/মেয়াদী ঋণঃ ৭০:৩০ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল/ট্রেডিং লোনঃ ৭৫:২৫

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন এসএমই আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ ০২-৫৭১৬১০৮০-৮৮
ই-মেইল: info@sonalibank.com.bd,
www.sonalibank.com.bd

এসএমই আবেদন ফরম

৪.২ জনতা ব্যাংক লিমিটেড

	ক্রেডিট রেটিং	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং A+(AAA); স্বল্পমেয়াদী ST-2(ST-1); সমতুল্য বিবি রেটিং ২
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	৯১৮টি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় জনতা ব্যাংক লিমিটেড এসএমই খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে জনতা ব্যাংক ২০২১ সালে ১১৩,৬৫৬.৩০ মিলিয়ন টাকা এর মধ্যে ৩০,১৭১.৯০ মিলিয়ন টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে যা মোট ঋণের ১৬.২৪ শতাংশ। জনতা ব্যাংক লিমিটেড এসএমই খাতে অধিকহারে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা বাড়ানোর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং গ্রামীন সমাজের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বিশেষায়িত ঋণঃ বাইসাইকেল ঋণ, প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ, নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ ঋণ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়দের উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ, মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ, তাঁতশিল্প ঋণ, নারী বান্ধব স্কুটারস ঋণ, ১০ টাকার হিসাবধারীধের জন্য ঋণ, ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ঋণ ইত্যাদি।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	ট্রেড লাইসেন্সসহ ব্যবসা থাকতে হবে ।
ঋণসীমা	সর্বনিম্ন ৫০,০০০ (জামানত ব্যতীত)
সুদের হার	৯%, নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ ঋণ ব্যাংক রেট + ৪.০০% (পরিবর্তনশীল- সুদের হার সার্কুলার অনুসারে)
কিস্তির ধরন	মাসিক
ঋণের মেয়াদ	২-৫ বছর।
জামানত	প্রয়োজনীয় জামানত ।
অনুমোদিত শাখাসমূহ	শহর ও গ্রামাঞ্চল ভিত্তিক ।

জনতা ব্যাংক ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন এসএমই আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন : +৮৮ ০২-২২৩৩৮০০২৯
+৮৮ ০২-২২৩৩৮০০৪২, ই-মেইল: mis@janatabank-bd.com
ওয়েব সাইট: www.jb.com.bd

এসএমই আবেদন ফরম

৪.৩ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড Agrani Bank Limited	ক্রেডিট রেটিং	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং A+(AAA); স্বল্পমেয়াদী ST-2(ST-1); সমতুল্য বিবি রেটিং ২
	CAMEL রেটিং	Fair
	মোট শাখা	৯২১ টি

এসএমই ঋণ কার্যক্রম:

কুটির, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ে এসএমই ঋণ প্রদান প্রকল্প বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। সারা দেশের ৯৫২টি শাখার মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংক এসএমই ঋণ ও সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জিডিপি বৃদ্ধির স্বার্থে অগ্রণী ব্যাংক উৎপাদন, সেবা ও ট্রেডভিত্তিক ব্যবসায়ে প্রতিটি শাখার মাধ্যমে কুটির, মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ে ব্যাপক অর্থায়ন করছে। এই ঋণ প্রদান প্রকল্পের অধীনে মাত্র ৯% সুদে মেয়াদী ঋণ এবং চলতি মূলধন ঋণ (সিসি-হাইপো, সিসি-জামানত, ওভার ড্রাফট ইত্যাদি) প্রদান করা হয়। এই ঋণ কার্যক্রমটি অগ্রণী ব্যাংকের সকল শাখার মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী পরিচালনা করা হয়।

'নারী অগ্রণী' নারীদের জন্য একটি বিশেষ ঋণ প্রোগ্রাম। এটি অগ্রণী ব্যাংকের একটি সাম্প্রতিক এবং জনপ্রিয় ক্রেডিট প্রোগ্রাম। এটি ২০১০ সালে এসএমই অর্থায়নের অধীনে নারীদেরকে মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য চালু করা হয়। এই প্রোগ্রামের অধীনে একজন যোগ্য নারী মাত্র ৯% বাৎসরিক সুদে এবং ৭৫:২৫ দায়-মূলধন অনুপাতে ঋণ নিতে পারে। ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোন জামানতের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনীয় জামানত থাকলে সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ নেওয়ার সুযোগ থাকে। অগ্রণী ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে এই ঋণ বিতরন করা হয়।

বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও অন্যান্য আয় অর্জনকারী কার্যক্রমের অর্থায়নের জন্য বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালু হয়। এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত আছে সুবিস্তৃত পল্লীভিত্তিক কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য আয় অর্জন, কর্মসংস্থান তৈরি এবং দারিদ্র্য বিমোচন। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঋণসীমার মধ্যে এই ঋণ নিতে পারে। সুদের হার এখানে সর্বনিম্ন এবং বাৎসরিক চার্জ মাত্র ৯%। এটি একটি দেশজুড়ে বিস্তৃত জামানতবিহীন ঋণ কার্যক্রম।

বিশেষ বাণিজ্যিক ঋণ কার্যক্রম

দেশের ছোট ব্যবসায়গুলোকে সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ বাণিজ্যিক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এটি একটি স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং ক্যাশ ক্রেডিট হিসেবে বিতরণ করা হয়। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ২,৭৫,০০০ টাকা এবং ঋণ পেতে হলে প্রয়োজনীয় জামানত জমা দিতে হয়। এই ঋণের বাৎসরিক সুদের হার মাত্র ৯.০০%।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন এসএমই আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন। **অথবা** অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন : ৯৫৬৬১৫৩-৫৪ ৯৫৬৬১৬০-৬৯ ,৯৫৬৬০৭৪-৭৫ E-mail: mail.agranibank.org ওয়েব সাইট: www.agranibank.org	**এসএমই আবেদন ফরম**

৪.৪ ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড

DBBL	**ক্রেডিট রেটিং**	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA+; স্বল্পমেয়াদী (ST-1); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	২২০ টি

ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের একটি প্রথম শ্রেনীর সুসংগঠিত ব্যাংক। ডাচ বাংলা ব্যাংক সিএমএসএমই ঋণ প্রত্যাশীদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন-ভিত্তিক এসএমই ঋণ পণ্য প্রদান করে থাকে। ডাচ বাংলা ব্যাংকের মোট এসএমই লোন পোর্টফোলিও ২০২১ সালে ৪৩,৩৯৫.৩ মিলিয়ন টাকা ছিল যা ২০২০ সালের তুলনায় থেকে ১৩.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাচ বাংলা ব্যাংকের বিদ্যমান সিএমএসএমইঋণ পণ্যগুলো হলো-

উদ্যোক্তাদের জন্য বিদ্যমান ডিবিবিএল এসএমই ঋণ সুবিধা ঃ

নগদ ঋণ	মেয়াদী ঋণ	সম্পত্তি ঋণ "জানালা"	চাহিদা ঋণ (উৎসব ঋণ)

ডিবিবিএল ঋণ আবেদন করার জন্য কী ধরনের জামানত/নিরাপত্তা প্রয়োজন?

- এসএমই ঋণ পাওয়ার জন্য ঋণের পরিমানের ১.৫০ গুণ বাজার মূল্যের জামানত/নিরাপত্তা বন্ধক রাখতে হবে।

ডিবিবিএল ঋণ পাওয়ার জন্য কি কোন বীমা পলিসি এবং গ্যারান্টারের প্রয়োজন?

- সম্পূর্ণ হাইপোথেকেটেড সম্পদসমূহে আগুন এবং আরএসডির ন্যূনতম ঝুঁকি কভার করে একটি বীমা পলিসি থাকতে হবে।
- ঋণ পাওয়ার জন্য একজন গ্যারান্টর (রক্ত সম্পর্কিত বা ব্যবসা সংক্রান্ত) প্রয়োজন।

ডিবিবিএল ঋণ পণ্য ও এর বৈশিষ্ট্যের সারাংশ

	ঋণ পণ্যের নাম	বৈশিষ্ট্যসূচক					
		ঋণের উদ্দেশ্য	**ঋণ সীমা**	**ঋণের সময়সীমা**	**সুদের হার**	**ঋণের প্রকৃতি**	**ব্যবসার অবস্থান এবং অভিজ্ঞতা**
এসএমই ঋণ পণ্য	**সমৃদ্ধি**	চলতি মূলধন, সম্পত্তি ক্রয় ও স্থাপনা সম্প্রসারণ	সর্বোচ্চ ৭৫ কোটি টাকা	১০ বছর	৭.৫০% এবং টেক ওভার ৭.০০%	মেয়াদী ঋণ	ন্যূনতম ৩ মাস
	লেনদেন	চলতি মূলধনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য	৭৫ কোটি টাকা সীমা	১২ মাস-নবায়নযোগ্য	প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার	নগদ ঋণ সুবিধা	ন্যূনতম ৩ মাস
	জানালা	নতুন বা পুরাতন বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক জায়গা কিনতে	১২.০০ মিলিয়ন পর্যন্ত	১২ থেকে ১২০ মাস	৭.৫০% এবং টেকওভার ৭.০০%	সম্পত্তি ঋণ/মেয়াদী ঋণ	ন্যূনতম ৩ মাস
	উন্নয়ন	বিদ্যমান ব্যবসা সম্প্রসারণ	সর্বোচ্চ ৩.০০ কোটি টাকা	সর্বোচ্চ ৫ বছরের মেয়াদ	৬.০%	মেয়াদী ঋণ	ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে অবস্থিত
	উৎসাহ	বিদ্যমান ব্যবসা সম্প্রসারণ/যন্ত্র সংগ্রহ/অন্যান্য	সর্বোচ্চ সীমা ৫০ লক্ষ টাকা	১২-৬০ মাস	৯.০০%	মেয়াদী ঋণ	ন্যূনতম ৩ মাস
	সফলতা	নারী উদ্যোক্তাদের কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবসার প্রয়োজনীয়তার জন্য	সর্বোচ্চ সীমা ৫০ লক্ষ টাকা	০১ (এক) বছর, নবায়নযোগ্য শর্তসাপেক্ষে	৫.০০%	নগদ ঋণ সুবিধা	ন্যূনতম ৩ মাস
	প্রসার	পরিবেশকদের চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তার জন্য	২.০০ কোটি টাকা	১২ বছর	৭.৫০% এবং টেকওভার ৭.০০%	নগদ ঋণ সুবিধা	ন্যূনতম ৩ মাস

ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন এসএমই আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

কল সেন্টার(২৪/৭): ১৬২১৬, (৮৮০২) ৪৭১১০৪৬৫, ৪৭১১৫১৫৫

ই-মেইল: ccs.cmc@dutchbanglabank.com

ওয়েব সাইট: www.dutchbanglabank.com

এসএমই আবেদন ফরম

৪.৫ ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

BRAC BANK	ক্রেডিট রেটিং	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA1; স্বল্পমেয়াদী (ST-1); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	Fair
	মোট শাখা	১৮৭ টি

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড ২০২১ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত মোট ঋণ পোর্টফোলিওর ৪৭% সিএমএসএমই খাত, ৩৫% কর্পোরেট এবং ১৮% খুচরা সেবা খাতে বিতরণ করেছে। অন্যান্য স্থানীয় ব্যাংকগুলোর তুলনায় ব্র্যাক ব্যাংক খুচরা এবং এসএমই বিভাগে বেশি ফোকাস করে থাকে। বাংলাদেশের একটি বিশাল সংখ্যা এখনো আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বাইরে এবং এই বাইরের জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করার জন্য ব্র্যাক ব্যাংক তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেডের মাধ্যমে দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ঋণ বিতরণ করে আসছে।

এসএমই ঋণ পণ্য এবং পরিষেবা

	আইটেম	জামানতবিহীন ঋণ	জামানত ঋণ		নারী উদ্যোক্তা
		অনন্য	অপূর্ব ঋণ	সমৃদ্ধি	তারা
ঋণ বৈশিষ্ট্য	ঋণ এর সময়সীমা	১২ থেকে ৩৬ মাস	১২ থেকে ৩৬ মাস	১২ থেকে ৬০ মাস	১২ থেকে ৬০ মাস
	ঋণ সীমা	৪ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ টাকা থেকে শুরু	১০ লক্ষ টাকা এর উপর যে কোন পরিমাণ	৪ লক্ষ থেকে যে কোন পরিমাণে
	জামানত ছাড়া ঋণ	জামানতের প্রয়োজন নেই	জামানত প্রয়োজন	জামানত প্রয়োজন	কোন বন্ধকীর প্রয়োজন নেই
	কিস্তি	মাসিক কিস্তি	সহজ কিস্তি	সহজ কিস্তি	সহজ কিস্তি
	গ্রেস পিরিয়ড	নেই	নেই	নেই	নেই
	ঋণের উদ্দেশ্য	ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য	যে কোন ব্যবসার প্রয়োজনে	আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত খরচে	যে কোন ব্যবসার প্রয়োজনে
	অন্যান্য সুবিধা	একক কিস্তি ঋণ যদি ব্যবসার আয় (বিক্রয়) মৌসুমী তারতম্য থাকে	ওভার ড্রাফট সুবিধা	এলসির বিপরীতে ৯০% পর্যন্ত ঋণ	১.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত অনিরাপদ ঋণ
	প্রক্রিয়াকরণ ফি	কোন প্রসেসিং ফি নেই	কোন প্রসেসিং ফি নেই	কোন প্রসেসিং ফি নেই	বন্ধকীর প্রয়োজন নেই
যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	কমপক্ষে ৩ বা তার বেশি বছর	কমপক্ষে ৩ বা তার বেশি বছর	কমপক্ষে ৩ বা তার বেশি বছর	কমপক্ষে ১ বা তার বেশি বছর
	গ্রাহকের বয়স	২১ থেকে ৬৫	২১ থেকে ৬৫	২১ থেকে ৬৫	২১ থেকে ৭০
	যোগ্যতা	জমি, সম্পত্তি বা ভবনের মালিকানা	বন্ধক রাখার জন্য যোগ্য জমি, সম্পত্তি বা ভবনের মালিকানা	IRC/ERC আপডেট থাকতে হবে	নারী উদ্যোক্তা

এছাড়াও, বিভিন্ন শিল্পের গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য ব্র্যাক ব্যাংক কর্পোরেট ব্যাংকিং পণ্য সেবা দিয়ে থাকে, এর মধ্যে রয়েছে বৃহৎ উৎপাদন শিল্প, সেবা সংস্থা, আরএমজি, বায়িং হাউস, এমএনসি, ইপিজেড এবং ইপিজেড গ্রাহক, ডিও, প্রকল্প বিকাশকারী, সাপ্লাই চেইন ইত্যাদি।

ব্র্যাক ব্যাংক কর্তৃক এসএমই কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে এটি ব্যাংকের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে লাভজনক বিভাগে পরিণত হয়েছে। ব্র্যাক ব্যাংকের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এটিই একমাত্র ব্যাংক যেটি সম্ভাব্য ঋণ আবেদনকারীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে, যখন অন্যান্য ব্যাংক প্রয়োজনে তাদের ঋণের জন্য আবেদন করার জন্য অপেক্ষা করে। ব্র্যাক ব্যাংকের এসএমই ইউনিট দেশের সব জেলায় অবস্থিত। প্রতিটি ইউনিটে দুই থেকে পাঁচজন গ্রাহক সম্পর্ক কর্মকর্তা (সিআরও) থাকে। সিআরও -এর ভূমিকা শুধুমাত্র গ্রাহকদের বাছাই এবং তাদের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রেই নয় বরং ঋণের ব্যবহার নিরীক্ষণ এবং নিয়মিত পরিশোধ নিশ্চিত করতে গ্রাহকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখে।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন এসএমই আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: কল সেন্টার(২৪/৭): ১৬২২১
+৮৮ ০২ ৮৮০১৩০১-৩২; ০৯৬৭৭৫৫১০০১-৩১
ই-মেইল: enquiry@bracbank.com,
ওয়েব সাইট: www.bracbank.com/en/#sme

এসএমই আবেদন ফরম

৪.৬ ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড

	ক্রেডিট রেটিং	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA+; স্বল্পমেয়াদী (ST-1); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	৮৫টি

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসায় অসামান্য অবদানের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড ২০২০ সালে "লিডিং এসএমই ট্রেড ব্যাংক" পুরস্কারে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ২০২১ সালে, ইবিএল সিএমএসএমই খাতে প্রধানত হস্ত ও তাঁতশিল্প, চাল প্রক্রিয়াকরণ এবং জৈব সার উৎপাদনে ৭৫৮.৭৫ মিলিয়ন টাকা অবদান রেখেছে। এসএমই ব্যবসার পোর্টফোলিও ২০২১ সালে ১০.৪৮% বৃদ্ধির সাথে বছর শেষ করেছে যেখানে বিতরণকৃত ঋণের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইস্টার্ন ব্যাংক এসএমইঋণ পণ্য এবং পরিষেবা

এসএমই ঋণ পণ্য	ঋণের উদ্দেশ্য	ঋণের পরিমাণ	কিস্তি	ঋণ এর সময়সীমা	সুদের হার	জামানত
আশা	যেকোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য	২ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	সমান মাসিক কিস্তি	৩ থেকে ৩৬ মাস	তথ্য নেই	তথ্য নেই
অগ্রিম	মৌসুমি চাহিদা মেটানো	সর্বনিম্ন ২ লক্ষ টাকা সর্বোচ্চ ৯.৫ লক্ষ টাকা	কোন তথ্য নেই	৪ মাস থেকে ৬ মাস	তথ্য নেই	জামানত নেই
মুক্তি	নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ সুবিধা	৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা	মাসিক কিস্তি	২ থেকে ৩ বছর	১০% পি.এ	জামানত নেই
নবোদয়	কৃষিভিত্তিক শিল্প	সর্বনিম্ন ২ লক্ষ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা	মাসিক কিস্তি	৬০ মাস	১০% পি.এ	১০ লক্ষ পর্যন্ত কোনো জামানতের প্রয়োজন নেই
উদয়	যেকোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য	১ লক্ষ টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকা	মেয়াদি ঋণ	২৪ মাস	৪% পিএ	জামানত নেই
উৎকর্ষ	যেকোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য	২ লক্ষ টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকা	ইএমআই ভিত্তিক	৪ থেকে ৫ বছর	তথ্য নেই	জামানত নেই
উৎপাদন	বান্ডল ঋণ	৫ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা	মেয়াদী ঋণ এবং ওভার ড্রাফট	২-৫ বছর (১ বছর গ্রেস পিরিয়ড)	তথ্য নেই	জামানত প্রয়োজন
ব্যবসায়িক ওয়ান্ডার	যেকোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে	২০ লক্ষ টাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকা	মাসিক বা বার্ষিক	৩ বছর	তথ্য নেই	জামানত নেই
ব্যবসায়িক সল্যুউশন	যেকোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে	১ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৬০ মাস	২৪ মাস থেকে ৬০ মাস	৬% থেকে ৭% পিএ	জামানত প্রয়োজন

ইস্টার্ন ব্যাংক এর অনলাইন এসএমই আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬২৩০, ৮৮ ০৯৬১২৩১৬২৩০, + ৮৮০৯৬৬৬৭৭৭৩২৫

ই-মেইল: info@ebl-bd.com

ওয়েব সাইট: www.ebl.com.bd/sme/sme-loans

এসএমই আবেদন ফরম

৪.৭ প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড

Prime Bank	**ক্রেডিট রেটিং**	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA; স্বল্পমেয়াদী (ST-2); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	১৪৬টি

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড ২০২১ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক ট্রেড এবং সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স প্রোগ্রাম (টিএসসিএফপি) ক্যাটাগরীতে সেরা 'এসএমই ডিল' হিসাবে মনোনীত হয়েছে। ২০২১ সালে সিএমএসএমই বিতরণের জন্য মোট ঋণ এবং আমানত যথাক্রমে ৩,২৭৯ কোটি টাকা এবং ২,৪৯০ কোটি ছিল, যা আগের বছরের তুলনায় ২৪.৯৯% ইতিবাচক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে প্রাইম ব্যাংক এর বর্তমান এমএসএমই ঋণ সেবা এর কিছু পণ্য তুলে ধরা হলো -

প্রাইম ব্যাংক এসএমই ঋণ পণ্য এবং পরিষেবা

এসএমই ঋণ পণ্য	ঋণের উদ্দেশ্য	ঋণের পরিমাণ	অর্থায়ন মোড	ঋণ এর সময়সীমা	জামানত
সহজ	যেকোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে	১০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	মেয়াদী ঋণ (ইএমআই এবং বুলেট পেমেন্ট ভিত্তিক)	৬০ মাস	জামানত প্রয়োজন
সম্ভাবনা	এমএসএমই এর জন্য বৈধ অর্থায়নের প্রয়োজন	টাকা ১০.০০ লক্ষ থেকে ১০০.০০ লক্ষ	মাসিক কিস্তি	১২-৬০ মাস	৩০%-৫০% নগদ নিরাপত্তা/এফডিআর
চলতি	চলতি সম্পদের প্রয়োজনীয়তার জন্য	৫০০ লক্ষ টাকা (বিল ক্রয়ের জন্য ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা)	মেয়াদ, চাহিদা এবং ক্রমাগত সুবিধা	১ থেকে ৫ বছর	জামানত প্রয়োজন
সম্পদ	ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের অর্থায়নের জন্য	সর্বাধিক: টাকা ৫০০ লক্ষ	সমান মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তি	৫ থেকে ৭ বছর	সম্পত্তির নিবন্ধিত বন্ধক
আঁচল ঋণ	যেকোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে	১ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা (বুলেট আকারে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা)	মেয়াদি ঋণ	৬০ মাস	জামানত প্রয়োজন

প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬২১৮, ০২২২৩৩৮৩৮৩৭, +৮৮০ (২)২২৩৩৮৭২৬৫
ই-মেইল: info@primebank.com.bd
ওয়েব সাইট: www.primebank.com.bd

এসএমই আবেদন ফরম

৪.৮ এবি ব্যাংক লিমিটেড		
AB Bank	ক্রেডিট রেটিং	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA-; স্বল্পমেয়াদী (ST-2); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	১০৪ টি

এসএমই-এর আয়তন, ভূমিকা এবং অবদান বিবেচনা করে, বিগত তিন দশকে এবি ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের ও মেয়াদের ঋণ সুবিধা সম্প্রসারিত করে এই খাতকে পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। এবি ব্যাংক, এসএমই বিভাগ এসএমই সম্পর্কিত সকল সমস্যা, প্রোগ্রাম, প্রকল্পের জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং ব্যাংকের এসএমই গ্রাহকদের সর্বোত্তম আর্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকে। ২০২০ সালের শেষের হিসাবে, এসএমই ব্যাংকিংয়ের এক্সপোজার ২,৯১৬.৪৪ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে, যা ব্যাংকের মোট লোন পোর্টফোলিওর ১০.৬১% ছিল। এখন পর্যন্ত ব্যাংকের মোট লোন পোর্টফোলিওর প্রায় ২৫% এসএমইগুলোতে বিতরণ করা হয়েছে।

এবি ব্যাংক এসএমই ঋণ পণ্য এবং পরিষেবা

ঋণ পণ্যের নাম	ঋণের উদ্দেশ্য	ঋণ সীমা	ঋণের সময়সীমা	নিরাপত্তা অথবা জামানত
গতি	ব্যবসায়ে প্রতিদিনকার চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে যে কোনো অতিরিক্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।	সর্বোচ্চ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর	জামানত প্রয়োজন
প্রসার	অবকাঠামো উন্নয়ন বা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের জন্য প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।	সর্বোচ্চ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছর	জামানত প্রয়োজন
দ্বিগুন	ব্যাবসায়িক চাহিদা পূরণে স্থায়ী আমানতের (এবিবিএল, এফডিআর/ডিডিএস) মূল্যের বিপরীতে প্রদত্ত দ্বিগুন পরিমান ঋণ।	১০.০০ লক্ষ থেকে ১০০.০০ লক্ষ টাকা	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর	জামানত প্রয়োজন
সাথী	সিএনজি রিফুয়েলিং কনভার্সন/ হালকা প্রকৌশল/ প্রকল্প অর্থায়নে মেয়াদী ঋণ।	সর্বোচ্চ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছর	জামানত প্রয়োজন
ছোট পুঁজি	ব্যবসায়ের চলতি মূলধন বা স্থায়ী বিনিয়োগের জন্য জামানত-বিহীন ঋণ সুবিধা।	১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (শহর ও গ্রামীণ উভয় শাখার জন্য)	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর	জামানত প্রয়োজন
উদ্যোগ	নতুন উদ্যোক্তার জন্য (চলতি মূলধন/ স্থায়ী বিনিয়োগ) ঋণ সুবিধা।	সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকা	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর	জামানত প্রয়োজন
অপরাজিতা	নারী উদ্যোক্তাদের জন্য (চলতি মূলধন ও স্থায়ী বিনিয়োগ) প্রদত্ত বিশেষ ঋণ সুবিধা।	সর্বোচ্চ ২০০.০০ লক্ষ টাকা (২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন)	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর	জামানত প্রয়োজন
উত্তরণ	এবি ব্যাংকের কর্পোরেট গ্রাহক/দেশের স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস সমূহের ডিলার /সরবরাহকারী/এজেন্টদের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে বিশেষ ঋণ সুবিধা।	ন্যূনতম ১.০০ লক্ষ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা (জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।	সর্বোচ্চ এক বছর।	জামানত প্রয়োজন

এবি ব্যাংকের অনলাইন আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬২০৭, +৮৮-০৯৬৭৮৫৫৫০০০, +৯১-৯৬১৯১৯১৬৭৪

ই-মেইল: info@abbl.com

ওয়েব সাইট: www.abbl.com

AB Bank

এসএমই আবেদন ফরম

৪.৯ ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড

ব্যাংক এশিয়া Bank Asia		
	ক্রেডিট রেটিং	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA2; স্বল্পমেয়াদী (ST-2); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	১২৯টি

ব্যাংক এশিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণের নির্ণায়ক অনুসারে সিএমএসএমই-এর প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জন করেছে। নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানসহ ব্যাংক এশিয়া ক্লাস্টার ভিত্তিক অর্থায়ন চালু করেছে যা কুটির এবং মাইক্রো শিল্পের বৃদ্ধিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও, চ্যানেল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের জন্য এজেন্ট কেন্দ্রিক ব্যবসায়িক মডেল চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, দেশের প্রথম আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে, ব্যাংক এশিয়া TAB/PC ভিত্তিক ডিজিটাল সিএমএসএমই এবং এগ্রি-ডিজিটাল ঋণ প্রক্রিয়াকরণ চালু করে। ২০২১ সালে ব্যাংক এশিয়ার কুটির, মাইক্রো এবং ছোট এন্টারপ্রাইজের ঋণ পোর্টফোলিও ছিল ১৩,০৯০ মিলিয়ন টাকা যা আগের বছরের তুলনায় ১০,৫৩৩ মিলিয়ন টাকা এবং ২৪.২৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যাংক এশিয়ার এসএমই/ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা সমূহ

	ঋণ সুবিধার নাম	ব্যবসায়ের ধরন	ঋণের উদ্দেশ্য	ঋণ সীমা	গ্রাহকের বয়স	ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা	ব্যবসায়ের বয়স	ঋণের সময়সীমা	ঋণ পরিশোধের প্রক্রিয়া
জামানত বিহীন ঋণ সুবিধা	সুবর্ণ	নারী উদ্যোগ	চলতি মূলধন, সম্পত্তি ক্রয় ও স্থাপনা সম্প্রসারণ	৫০ হাজার থেকে ৯.৯০ লক্ষ	২০ থেকে ৬০ বছর	২০ থেকে ৬০ বছর	২ থেকে ৪ বছর	২৪ থেকে ৩৬ মাস	মাসিক কিস্তি ভিত্তিক,
	সুবিধা	ট্রেডিং	চলতি মূলধন ও স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়	৫০ হাজার থেকে ৯.৯০ লক্ষ	১৮-৬০ বছর	২ থেকে ৪ বছর	২ থেকে ৪ বছর	২৪ থেকে ৩৬ মাস	মাসিক কিস্তি ভিত্তিক,
	সৃষ্টি	ম্যানুফ্যাকচারিং	একই	৫০ হাজার থেকে ৯.৯০ লক্ষ	একই	২ থেকে ৪ বছর	একই	একই	একই
	সফল	সার্ভিস ব্যবসা	একই	৫০ হাজার থেকে ৯.৯০ লক্ষ	একই	একই	একই	একই	একই
	উৎসব	মৌসুমি ব্যবসা	শুধু চলতি মূলধন	৫০ হাজার থেকে ৯.৯০ লক্ষ	১৮ থেকে ৬০ বছর	একই	একই	এক কালীন ঋণ পরিশোধ	এককালীন ঋণ পরিশোধ
	সম্ভাবনা	নতুন উদ্যোক্তা/ ম্যানুফ্যাকচারিং/ সার্ভিস ব্যবসা	চলতি মূলধন, স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় ও স্থাপনা সম্প্রসারণ	৫০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ	১৮-৪৫ বছর	একই ব্যবসাতে সর্বনিম্ন ৩ বছর এবং সর্বোচ্চ ৪ বছর	নতুন ব্যবসা	৫ লক্ষ = ৩৬ মাস ১০ লক্ষ= ৪৮ এবং ২৫ লক্ষ ৬০ মাস (নতুন ব্যবসা)	মাসিক কিস্তি
	উত্তরণ	ট্রেডিং/ ম্যানুফ্যাকচারিং/ সার্ভিস অথবা মৌসুমি ব্যবসা	চলতি মূলধন, স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় ও স্থাপনা সম্প্রসারণ	৮ লক্ষ উর্ধ্ব থেকে ২০ লক্ষ	২১-৬০ বছর	নতুন উদ্যোগ	ন্যূনতম ৩ বছর	মাসিক কিস্তি সর্বোচ্চ ৬০ মাস পর্যন্ত। এককালীন ঋণ পরিশোধ- ৩ থেকে ৯ মাস	মাসিক কিস্তি ভিত্তিক, এককালীন ঋণ পরিশোধ শুধু মৌসুমি ব্যবসা এর জন্য
জামানত সহ ঋণ সুবিধা	সন্ধি	ট্রেডিং ব্যবসা	চলতি মূলধন	৯.৯০ লক্ষ উর্ধ্ব থেকে ৫০ লক্ষ	১৮ থেকে ৬০ বছর	৩ বছর এবং সর্বোচ্চ ৪ বছর	ন্যূনতম ৩ বছর	মাসিক কিস্তি সর্বোচ্চ ৬০ মাস পর্যন্ত	মাসিক কিস্তি ভিত্তিক
	সমৃদ্ধি	ম্যানুফ্যাকচারিং	স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়	৯.৯০ লক্ষ উর্ধ্ব থেকে ৫০ লক্ষ	১৮ থেকে ৬০ বছর	একই ব্যবসায়ে ন্যূনতম ২ বছর	একই	একই	একই
	সেবা	সার্ভিস	একই	৯.৯০ লক্ষ উর্ধ্ব থেকে ৫০ লক্ষ	১৮ থেকে ৬০ বছর	একই	একই	একই	একই

* জামানত থাকলে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবে।
* ৫ লক্ষের উপরে আবেদন করলে ৪ বছরের সর্বনিম্ন ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা লাগবে।

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড এর অনলাইন এসএমই আবেদন ফরম
ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।
অথবা
অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬২০৫, +৮৮০ ২ ৭১১০০৪২, ০৯৬১৭-০১৬২০৫
ই-মেইল: bankasia@bankasia.com.bd
ওয়েব সাইট: www.bankasia-bd.com

এসএমই আবেদন ফরম

৪.১০ সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড Southeast Bank Limited	**ক্রেডিট রেটিং**	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA; স্বল্পমেয়াদী (ST-2); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	১৩৫টি

এসএমই ব্যাংকিং:

সাউথইস্ট ব্যাংক এসএমই খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ঋণ সেবা প্রদান করে থাকে। ২০২১ সালে সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড দেশের সিএমএসএমই সেক্টরে ৮৬,৬৩০.২০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে।

ঋণের উদ্দেশ্য:

- ❑ চলতি মূলধন।
- ❑ স্থায়ী সম্পত্তি।
- ❑ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ডেলিভারি ভ্যান/পরিবহন।
- ❑ দোকান/অফিস/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার।

ঋণের ধরণ:

- ❑ ওভার ড্রাফট টাইম লোন।
- ❑ কিস্তিতে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ।
- ❑ মেয়াদি ঋণ।

ঋণের মেয়াদ:

- ❑ বিরতিহীন ঋণ: ০১ (এক) বছর।
- ❑ মেয়াদী ঋণ: সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর।

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬২০৬, +৮৮০২৪৭১১৫৩২১
ই-মেইল: info@southeastbank.com.bd
ওয়েব সাইট: www.southeastbank.com.bd

এসএমই আবেদন ফরম

৪.১১ প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড

	ক্রেডিট রেটিং	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA+; স্বল্পমেয়াদী (ST-1); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	১১৮ টি

প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডের এসএমই ব্যাংকিং শাখা তাদের ব্যবসা বিকাশের জন্য সিএমএসএমই ঋণ গ্রহীতাদের আর্থিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে বিভিন্ন ঋণ পণ্য প্রদান করে আসছে। সিএমএসএমই ঋণ ব্যাংকের মোট ঋণ এবং অগ্রিম পোর্টফোলিওর প্রায় ২৭.৫৪% ছিল যা কুটির শিল্প, কারুশিল্প, কাগজের কার্টন প্রস্তুতকারক, প্রিমিয়ার লুম, ছোট এবং বিভিন্ন ধরনের সিএমএসএমই সেক্টরের মধ্যে ২০২১ সালে বিতরণ করেছে। সিএমএসএমই গ্রাহকের চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রিমিয়ার ব্যাংক এসএমই ব্যাংকিং বিভাগ ৪ টি নতুন ঋণ পণ্য চালু করেছে যেমন (১) প্রিমিয়ার কুইক ট্রেড (উদীয়মান বাজার বিভাগের জন্য ট্রেড ফাইন্যান্স প্রোডাক্ট যা বিভিন্ন ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ব্যবসায় সরাসরি জড়িত, (২) প্রিমিয়ার ই-জিপি ফাইন্যান্স, (৩) প্রিমিয়ার প্রাপ্তি-ওডি (জেন), (৪) প্রিমিয়ার প্রাপ্তি-টিএল। সিএমএসএমই ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য অবদানের পাশাপাশি, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড কোভিড-১৯ প্রভাবিত সিএমএসএমই ব্যবসার জন্য প্রণোদনা প্যাকেজের অধীনে ঋণের ১১৩.২৩% বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জন করেছে এবং সিএমএসএমই বিতরনের বকেয়া ঋণ পোর্টফোলিও ২০২১ সাল শেষে ৬,৫৭২.৭৬ কোটি টাকা রেকর্ড করেছে।

নারী উদ্যোক্তা ঋণঃ প্রিমিয়ার ব্যাংক ডেডিকেটেড সার্ভিস ডেস্কের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকে। প্রিমিয়ার ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য মাত্র ১০% প্রতি সুদের হারে পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা প্রদান করে থাকে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ পণ্য সমূহ-

স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণ	ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন	লিজ ফাইন্যান্স

ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্স: প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য প্রিমিয়ার ব্যাংকের ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে, সকল ক্রয়-বিক্রয় এবং বিক্রয়-পরবর্তী প্রয়োজনীয়তাগুলোকে অর্থায়নের জন্য চলতি মূলধন সুবিধা প্রদান করে থাকে। এই ধরনের পণ্য হল--

ইনভেন্টরি ফাইন্যান্স	প্রাপ্য অর্থ	ওভার ড্রাফট	ওয়ার্ক অর্ডার ফাইন্যান্স	স্বল্প মেয়াদী ঋণ

মাইক্রো অ্যান্ড এগ্রিকালচার ফাইন্যান্সঃ প্রিমিয়ার ব্যাংক এসএমই মাইক্রো অ্যান্ড এগ্রিকালচার পরিষেবা এর অধীনে কৃষি সম্প্রসারন এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন করে থাকে। এই অর্থায়নের অধীনে ঋণ প্রকল্পগুলো হলো সৌর শক্তি উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ থেকে শুরু করে পোল্ট্রি, ফিশারিজ, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ইত্যাদি।

মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণঃ যেকোন এসএমই ব্যবসায়, আগে অথবা পরে ব্যবসার সুযোগ বাড়াতে এবং তার সদ্ব্যবহার করার জন্য অর্থের যোগান করার প্রয়োজন হতে পারে। তার জন্য, প্রিমিয়ার ব্যাংক মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ঋণ সেবা প্রদান করে থাকেন।

মেয়াদি ঋণ	প্রজেক্ট ফাইন্যান্স	লিজ ফাইন্যান্স

প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডের অনলাইন আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬৪১১, ০৯৬১২০১৬৪১১
ই-মেইল: customer.service@premierbankltd.com
ওয়েব সাইট: www.premierbankltd.com

এসএমই আবেদন ফরম

৪.১২ ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড

DHAKABANK LIMITED	**ক্রেডিট রেটিং**	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA; স্বল্পমেয়াদী (ST-2); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	১০৯টি

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড সিএমএসএমই সেক্টরের জন্য বিশেষায়িত আর্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ৭৩০.৭০ মিলিয়ন টাকা সহ মোট ২৫,৮৬৯ মিলিয়ন টাকা সিএমএসএমই সেক্টরে ২০২১ সালে ব্যাংকের নিয়মিত সিএমএসএমই প্রোগ্রাম এবং প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা ব্যাংক শুধুমাত্র বৈধ কাগজপত্রাদি জমা নিয়ে জামানত-মুক্ত এমএসএমই 'ইজি লোন' সুবিধা প্রদান করে থাকে। নারী ও পুরুষ মালিকানাধীন যে কোন এমএসএমই ব্যবসায় যথাক্রমে ২ (দুই) অথবা ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে এই ঋণ পাওয়ার জন্য বিবেচ্য হবে। এছাড়াও, কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবসায়িক ক্রেডিট ইতিহাস (credit history) ছাড়াই প্রথমবার ঋণগ্রহীতাদের সুবিধার্থে ''ইয়ূথ সূচনা লোন'' চালু করা হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকা ব্যাংক "ইয়ূথ স্টার্ট-আপ ফান্ড" চালু করেছে, এটি নতুন উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক প্রচারের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য একটি মেয়াদী ঋণ পণ্য। ২১ বছর থেকে ৪৫ বছর বয়সী নতুন উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ৪% সুদের হারে সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন টাকা মেয়াদী ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবে।

ধারাবাহিক ঋণ:

নিয়মিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে, ঢাকা ব্যাংক এসএমই "ওভার ড্রাফট লোন" সুবিধা (ওডি লোন) চালু করেছে, যা বার্ষিক ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য। ওডি ঋণ এসএমই গ্রাহকদের তাদের নিজ ব্যবসার প্রকৃতি, প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে, কার্যকারিতা এবং সেইসাথে সম্ভাব্যতা বিবেচনায় রেখে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ডিমান্ড লোন:

যে ব্যবসাগুলো মূলত এক বছরের নির্দিষ্ট সময়ের উপর নির্ভর করে অথবা ঋতুগত প্রভাব রয়েছে, সেগুলোর জন্য এই ধরনের ক্রেডিট সুবিধার প্রয়োজন, যেখানে গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে, যাতে তার নিজ নিজ ব্যবসার পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং গ্রাহককে নির্ধারিত মেয়াদের পরে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে হয়।

মেয়াদি ঋণ:

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে, তাদের নিজ নিজ ব্যবসায়িক পোর্টফোলিও এবং আর্থিক সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে ঢাকা ব্যাংক ১ (এক) থেকে ৭ (সাত) বছরের জন্য "মেয়াদী ঋণ" সুবিধা দিয়ে থাকে যা মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক কিস্তির ভিত্তিতে সমন্বয় করা হয়।

ওমেন এন্টারপ্রাইজ লোন (অদ্বিতীয়া লোন):

ব্যবসায়ী নারীদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার প্রত্যয়ে ঢাকা ব্যাংক "অদ্বিতীয়া লোন" সুবিধাটি প্রণয়ন করে যাতে ব্যবসায়ী নারীরা তাদের ব্যবসায়িক চাহিদা অনুযায়ী এই ঋণ সুবিধা পেতে পারে। এছাড়াও, ঢাকা ব্যাংক জয়িতা ফাউন্ডেশন পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) প্রকল্পের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তারা ৪% সুদে এসএমই ঋণ পেতে সক্ষম হবেন।

এছাড়াও, ঢাকা ব্যাংক ট্রেডিং, উৎপাদন এবং সেবা খাতের ব্যবসায়ীদের জন্য জামানত ঋণ, লিজ ফাইন্যান্স এবং কাজের ক্রয়াদেশের বিপরীতে বিভিন্ন ঋণ সেবা প্রদান করে থাকে।

ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬৪৭৪, +৮৮০২ ৫৮৩১ ৪৪২৪, +৮৮০২ ৫৮৩১ ৪৪২৫-৩১

ই-মেইল: info@dhakabank.com.bd

ওয়েব সাইট: www.dhakabankltd.com

এসএমই আবেদন ফরম

৪.১৩ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড Al-Arafah Islami Bank Limited	**ক্রেডিট রেটিং**	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA; স্বল্পমেয়াদী (ST-2); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	২০১টি

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি: এর বিনিয়োগের প্রকার:

চলতি মুলধন বিনিয়োগ
- বাই-মুআজ্জাল
- মুরাবাহা/মুরাবাহা টিআর
- এমপিআই/এমপিআই- টিআর

স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ
- HPSM (ইক্যুইটি প্রয়োজন)
- মুদারাবা
- মুশারাকা

বিনিয়োগের বিপরীতে বন্ধকী:

১. স্ত্রী/বাবা -মা/পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি।
২. লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে, মনোনীত পরিচালক ছাড়া অন্য সব পরিচালকের গ্যারান্টি।
৩. নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির সাথে স্থাবর সম্পত্তির রেজিস্টার্ড বন্ধকী (২ লাখ এবং তার বেশি)।
৪. তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি (কমপক্ষে একটি)।
৫. প্রতিটি কিস্তির জন্য পোস্ট-ডেটেড চেক এবং সম্পূর্ণ মার্ক-আপ মুনাফা সহ সম্পূর্ণ বিনিয়োগ মূল্যের জন্য একটি তারিখবিহীন চেক।

আল-আরাফাহ সিএমএসএমই ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টের বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	সিএমএসএমই ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্ট				
	উদ্যোগ	**উৎসব**	**উন্নয়ন**	**পুঁজি**	**স্বনির্ভর**
ঋণের বৈশিষ্ট্য	ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য	উৎসব বা চলতি মূলধনের জন্য	গ্রুপ এবং সমিতি ভিত্তিক বিনিয়োগ প্রকল্প	মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ	শুধুমাত্র প্রান্তিক কৃষকদের জন্য
জামানত	নাই	ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী	নাই	নাই	নাই
অন্যান্য নিরাপত্তা/জামানত	ব্যক্তিগত গ্যারান্টি, থার্ড পার্টি গ্যারান্টি, এসএসপি ও এমটিডিআর -এর লিয়েন, স্টক হাইপোথিকেশন, পোস্ট ডেটেড চেক ইত্যাদি	ব্যক্তিগত গ্যারান্টি, থার্ড পার্টি গ্যারান্টি, এসএসপি ও এমটিডিআর -এর লিয়েন, স্টক হাইপোথিকেশন, পোস্ট ডেটেড চেক ইত্যাদি	ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং গ্রুপ গ্যারান্টি	ব্যক্তিগত গ্যারান্টি, থার্ড পার্টি গ্যারান্টি, এসএসপি ও এমটিডিআর -এর লিয়েন, স্টক হাইপোথিকেশন, পোস্ট ডেটেড চেক ইত্যাদি	ব্যক্তিগত গ্যারান্টি, থার্ড পার্টি গ্যারান্টি, এসএসপি ও এমটিডিআর -এর লিয়েন, স্টক হাইপোথিকেশন, পোস্ট ডেটেড চেক ইত্যাদি
বিনিয়োগের ক্ষেত্র	উৎপাদন, সেবা, ট্রেড	উৎপাদন, সেবা, ট্রেড [ফেস্টিভাল আইটেম]	উৎপাদন, সেবা, ট্রেড [মাইক্রো লেভেল]	উৎপাদন, সেবা, ট্রেড	কৃষি পণ্য যেমন: ফসল, মৎস্য
বিনিয়োগের পদ্ধতি	বাই-মুয়াজ্জল (SEIS) এবং HPSM (SEIS)	বাই-মুয়াজ্জল (এসইএফ-ফেস্টিভাল)	বাই-মুয়াজ্জাল (GSIS) এবং HPSM (GSIS)	বাই-মুয়াজ্জল (MEIS) এবং HPSM (MEIS)	বাই-মুয়াজ্জল (RAIS) এবং HPSM (RAIS)
ন্যূনতম বিনিয়োগ	৫০,০০০.০০ টাকা	৫০,০০০.০০ টাকা	৫,০০০.০০ টাকা	৫০,০০০.০০ টাকা	৫,০০০.০০ টাকা
সর্বোচ্চ বিনিয়োগ	৫০০,০০০.০০ টাকা (চলমান ভিত্তিতে ৭০০,০০০.০০ পর্যন্ত)	৫০০,০০০.০০ টাকা	৫০,০০০.০০ টাকা	১০০,০০০.০০ টাকা	১০০,০০০.০০ টাকা
পরিশোধের সময়কাল	৩ বছর	৪ মাস	৫০ সপ্তাহ	২ বছর	২ বছর
পরিশোধের ব্যবস্থা	সমান মাসিক কিস্তি ভিত্তিতে	৪ মাসের কিস্তির (মুনাফা + মুনাফা + মুনাফা + সর্বশেষ প্রিন্সিপাল এবং লাভ)	সমান সাপ্তাহিক কিস্তি ভিত্তি	সমান মাসিক কিস্তি ভিত্তি	সমান মাসিক/সাপ্তাহিক কিস্তি বা পোস্ট হারভেস্ট একক পেমেন্টের ভিত্তি

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬৪৩৪, +৮৮-০২-৪৪৮৫০০০৫, ই-মেইল: infbl.com.bd
ওয়েব সাইট: https://www.aibl.com.bd/cmsme-banking/

এসএমই আবেদন ফরম

৪.১৪ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

Islami Bank Bangladesh Limited	**ক্রেডিট রেটিং**	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AAA; স্বল্পমেয়াদী (ST-1); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	৩৫০টি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যা ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছে যার ৬৩.০৯% বিদেশী শেয়ারহোল্ডিং রয়েছে ও বৃহত্তম শাখা নেটওয়ার্ক রয়েছে (মোট ৩৮৪টি শাখা, ২২৬টি উপ-শাখা এবং ২৩৮৬টি এজেন্ট আউটলেটে)। ২০২১ সালে ইসলামী ব্যাংকের মোট সাধারণ বিনিয়োগ ১৫.০৬ শতাংশ বেড়ে ১,১৯১,১৭৩ মিলিয়ন টাকা হয়েছে যা ২০২০ সালের শেষের ১,০৩৫,২৮৮ মিলিয়ন টাকা ছিল যার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ৯.৮১ শতাংশের বাজার শেয়ার দখল করেছে। ২০২১ সালের শেষে, ব্যাংকের সিএমএসএমই খাতে বিনিয়োগ ছিল ২১২,০৯৬.৫০ মিলিয়ন টাকা, যা মোট সাধারণ বিনিয়োগের ১৭.৮১ শতাংশ। গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের (আরডিএস) অধীনে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৫,৮২৩ মিলিয়ন টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ২১.২৩ শতাংশ বেশি।

বিনিয়োগ উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধন বিনিয়োগ পূরণ করা।
- চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে (যেমন কাঁচামাল এবং বাণিজ্য পণ্য সংগ্রহ, ওভারহেড খরচ ইত্যাদি) ।
- ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য আইটেম এবং স্কিম/মোড ইত্যাদির বিদ্যমান নিয়ম অনুসারে।

এসএমই-এর অধীনে বিশেষ স্কিম IBBL উপরোক্ত মোড এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ছাড়াও এসএমই -এর অধীনে নিম্নলিখিত বিশেষ স্কিম এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগের মাধ্যমে এসএমই-কে অর্থায়ন করে আসছে।

- নারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রকল্প
- NRB উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রকল্প
- মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ বিনিয়োগ প্রকল্প
- ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প
- ট্রান্সপোর্ট বিনিয়োগ প্রকল্প
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬২৫৯, (০২) ৯৫৫২৮৯৭ (০২) ২২৩৩৮৪৮১৬, ২২৩৩৮৩০৪০
ই-মেইল: info@islamibankbd.com
ওয়েব সাইট: www.islamibankbd.com

এসএমই আবেদন ফরম

৪.১৫ এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড

	ক্রেডিট রেটিং	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA-; স্বল্পমেয়াদী (ST-2); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	১৪০টি

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড একটি পূর্ণাঙ্গ শরিয়াহ ভিত্তিক আধুনিক ইসলামী বিনিয়োগকারী ব্যাংক। সিএমএসএমই এবং কৃষি খাতে এর ১৪০টি শাখা এবং ৩৭টি উপ-শাখা সর্বত্র দেশজুড়ে বিস্তৃত এক্সিম ব্যাংক সিএমএসএমই সেক্টরে মোট বিনিয়োগের ২২.৯৯% অর্জন করেছে। এক্সিম ব্যাংক সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ১৩৪% অর্জন করেছে ২০২১ সালে।

বছর	গ্রাহকের সংখ্যা	বিতরণ করা হয়েছে (কোটি টাকায়)
২০১৯	৯৪২৩	১০২৫০.০৬
২০২০	১২২৬৮	৮৯২২.১৩
২০২১	৮২৭১	৮৯২২.১৩

১. **এক্সিম উদ্যোগ:** এক্সিম উদ্যোগ হল একটি বিনিয়োগ প্রকল্প যা এক্সিম ব্যাংক সিএমএসএমই পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্তরের শিল্পের ক্ষেত্রে স্থায়ী এবং চলতি মূলধন প্রদান করে থাকে।

২. **এক্সিম অবলম্বন:** এক্সিম আবলম্বন হল একটি বিনিয়োগ প্রকল্প যা এক্সিম ব্যাংক সিএমএসএমই পরিষেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্তরের সাধারণ ব্যবসা এবং ওয়ার্কশপ এবং হালকা প্রকৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থায়ী এবং চলতি মূলধন প্রদান করে থাকে। এছাড়াও চলতি মূলধন অর্থায়ন এবং স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্র:

- সাধারণ ব্যবসা-চলতি মূলধন বিনিয়োগ
- ওয়ার্কশপ এবং হালকা প্রকৌশল- স্থায়ী এবং চলতি মূলধন বিনিয়োগ।
- রাইস মিল (চাঁতল)-স্থায়ী ও চলতি মূলধন বিনিয়োগ।

৩. **এক্সিম দূরদর্শিনী:** এক্সিম ব্যাংক সহজ শর্তে কুটির, মাইক্রো, ছোট, ও মাঝারি (সিএমএসএমই) বিনিয়োগ কর্মসূচির মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য "এক্সিম দূরদর্শিনী" নামে একটি বিশেষ পণ্য চালু করেছে। এটি নারী উদ্যোক্তা/দক্ষ এবং অদক্ষ নারীদের জন্য একটি বিনিয়োগ পণ্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে/শিক্ষিত/প্রযুক্তিগত বেকার নারী উদ্যোক্তা/নতুন নারী উদ্যোক্তা/যেকোন চেম্বার/বাণিজ্য সংস্থা/নারী ফোরামের সদস্যদের জন্য এই ঋণ পণ্যটি প্রযোজ্য।

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন এসএমই আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য
অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।
অথবা
অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬২৪৬, +৮৮০ ৯৬০৪-০১৬২৪৬
ই-মেইল: info@eximbankbd.com
ওয়েব সাইট: www.eximbankbd.com

এসএমই আবেদন ফরম

৪.১৬ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

SIBL Social Islami Bank Limited	ক্রেডিট রেটিং	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA+; স্বল্পমেয়াদী (ST-2); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	১৭২টি

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন কৃষি ব্যবসা ও প্রকল্পে অর্থায়ন করে আসছে। তাছাড়া, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা শাখা ও উপ-শাখা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষকদের অর্থায়ন প্রদান করে থাকে। গ্রামীণ এবং উপ-শহর উভয় এলাকায় অবস্থিত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর সকল শাখা এবং উপশাখাগুলোতে কৃষি গ্রাহকদের অত্যন্ত যত্ন সহকারে ঋণ বিতরন করা হয়। এসআইবিএল এসএমই পোর্টফোলিওতে ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এসএমই পোর্টফোলিও ব্যাংকের, মোট বিনিয়োগ পোর্টফোলিও এর ১৮% শেয়ার ধারণ করে যার পরিমাণ ছিল ৫৭,২৬৩.৫০ মিলিয়ন টাকা যেখানে ২০০৯ সালে বকেয়া ব্যালেন্স ছিল মাত্র ৫১৫.৪০ মিলিয়ন টাকা।

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	বৈশিষ্ট্য	বিনিয়োগের পরিমান		লাভের হার	ঋণের মেয়াদকাল
			ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা	মাঝারি উদ্যোক্তা		
পিপিজি-১	বাই-মুয়াজ্জাল এসএমই (পুনঃঅর্থায়ন)	চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে ক্রমাগত বিনিয়োগ।	সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকা।	সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকা।	বাজার ভিত্তিক এবং প্রতিযোগিতামূলক	১ বছর
পিপিজি-২	এইচপিএসএম-এসএমই	স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য মেয়াদী বিনিয়োগ।	সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকা।	সর্বোচ্চ ৫.০০ কোটি টাকা।	বাজার ভিত্তিক এবং প্রতিযোগিতামূলক	২-৫ বছর
পিপিজি-৩	এইচপিএসএম-এসএমই (পরিবহন)	ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিবহন ক্রয়ের মেয়াদী বিনিয়োগ।	সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকা।	সর্বোচ্চ ৫.০০ কোটি টাকা।	বাজার ভিত্তিক এবং প্রতিযোগিতামূলক	২-৫ বছর
পিপিজি-৪	বাই-মুয়াজ্জাল এসএমই (মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ)	কাঁচামাল/পণ্য ক্রয়ের জন্য মেয়াদী বিনিয়োগ। (সমান মাসিক কিস্তি-ইএমআই ভিত্তিতে)	সর্বোচ্চ ৫. লক্ষ টাকা।	----------------	বাজার ভিত্তিক এবং প্রতিযোগিতামূলক	সর্বোচ্চ ৩ বছর
পিপিজি-৫	বাই-মুয়াজ্জাল কম. কিস্তি (এসএমই)	বাই-মুয়াজ্জাল কিস্তি (এসএমই) চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে মেয়াদী বিনিয়োগ।	সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকা।	সর্বোচ্চ ৫.০০ কোটি টাকা।	বাজার ভিত্তিক এবং প্রতিযোগিতামূলক	---------
পিপিজি-৬	মুরাবাহা-এসএমই	চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে ক্রমাগত বিনিয়োগ। (পুনঃঅর্থায়ন (refinancing ভিত্তি)	সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকা।	সর্বোচ্চ ৫.০০ কোটি টাকা।	বাজার ভিত্তিক এবং প্রতিযোগিতামূলক	১ বছর

সাধারণ যোগ্যতা:

- প্রত্যেক উদ্যোক্তা/গ্রাহক/ব্যবসায়ীকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে।
- ন্যূনতম এক বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগ সুবিধার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- জাতীয়তাঃ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী যেকোনো নাগরিক এবং বয়স সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৬০ বছর পর্যন্ত।
- ব্যবসার ধরনঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসা, টেডিং, উৎপাদন, সেবা, কৃষি বহির্ভূত কার্যক্রম, কৃষিভিত্তিক শিল্প ইত্যাদি।
- ব্যবসার আইনি ধরনঃ একক মালিকানা, অংশীদারিত্ব, লিমিটেড কোম্পানি (বিশেষায়িত প্রাইভেট লিমিটেড)
- গ্রাহকের ব্যবসা পর্যায়ে নিয়মিত নগদ প্রবাহ থাকতে হবে।
- গ্রাহকের অবশ্যই সিআইবি রিপোর্ট থাকতে হবে।

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬৪৯১, +৮৮-০৯৬১২০০১১২২
ই-মেইল: info@siblbd.com,ওয়েব সাইট: https://www.siblbd.com/

এসএমই আবেদন ফরম

৪.১৭ শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

Shahjalal Islami Bank	**ক্রেডিট রেটিং**	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA; স্বল্পমেয়াদী (ST-1); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	১১৫ টি

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড হল একটি আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাংক যা ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিতে পরিচালিত, যা ব্যাংকিং খাতে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ইক্যুইটি সহ ব্যবসা, বাণিজ্য এবং শিল্প সংস্থাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতার লক্ষ্যে বাজারে বেশ কয়েকটি এসএমই পণ্য প্রবর্তন করে।

বৈশিষ্ট্য	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার জন্য 'প্রত্যাশা'	নারী উদ্যোক্তার জন্য 'প্রত্যাশা'
টার্গেট গ্রুপ	• ছোট আকারের ট্রেডিং, উৎপাদন এবং পরিষেবা ভিত্তিক ব্যবসা • ক্ষুদ্র কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং কৃষি বহির্ভূত ব্যবসা	• ছোট আকারের ট্রেডিং, উৎপাদন এবং পরিষেবা ভিত্তিক ব্যবসা • ক্ষুদ্র কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং কৃষি বহির্ভূত ব্যবসা
উদ্দেশ্য	• বিদ্যমান ব্যবসার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের প্রয়োজনীয়তা নিরুপনে • জমি এবং ভবন ছাড়া বিদ্যমান ব্যবসার জন্য স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা	• বিদ্যমান ব্যবসার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে • জমি এবং ভবন ছাড়া বিদ্যমান ব্যবসার জন্য স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা
বিনিয়োগের পরিমান	সর্বনিম্ন টাকা ২.০০ লক্ষ এবং সর্বোচ্চ টাকা ৩০.০০ লক্ষ	সর্বনিম্ন টাকা ২.০০ লক্ষ এবং সর্বোচ্চ টাকা ১৫.০০ লক্ষ
ঋণের মেয়াদকাল	সর্বনিম্ন ১২ মাস এবং সর্বোচ্চ ৩৬ মাস	সর্বনিম্ন ১২ মাস এবং সর্বোচ্চ ৩৬ মাস
ঋণ পরিশোধের ধরন	সহজ মাসিক কিস্তিতে	সহজ মাসিক কিস্তিতে
লাভের হার	বাজার প্রতিযোগিতামূলক হার	বাজার প্রতিযোগিতামূলক হার
জামানত নিরাপত্তা	• ব্যক্তিগত গ্যারান্টি • জামানত নিরাপত্তা (কেস টু কেস)	• ব্যক্তিগত গ্যারান্টি • জামানত নিরাপত্তা (কেস টু কেস)

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অনলাইন আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬৩০২, ০২-২২২২৬৪৭৩৬
ই-মেইল: sjiblho@sjiblbd.com
ওয়েব সাইট: www.siblbd.com

এসএমই আবেদন ফরম

৫ নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঃ

৫.১ আই.ডি.এল.সি ফাইন্যান্স লিমিটেড

IDLC Finance Limited *financing happiness*	**ক্রেডিট রেটিং**	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AAA; স্বল্পমেয়াদী (ST-1); সমতুল্য বিবি রেটিং-১
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	১২৯টি

আইডিএলসি-২০০৬ সালে উত্তরের জেলা বগুড়ার একটি এসএমই শাখা এর মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। আইডিএলসি-সিএমএসএমই খাতে অন্যতম প্রধান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের খাতে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের সিএমএসএমই সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন মাসগুলোতে আইডিএলসি টানা দুইবার সর্বোচ্চ মাসিক ঋণ বিতরণের রেকর্ড গড়েছে (অক্টোবর ২০২০ সালে ২,৪৭২ মিলিয়ন টাকা এবং নভেম্বর' ২০২০-এ ২,৮৪৯ মিলিয়ন টাকা)। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩,০০০ মিলিয়ন টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে। এছাড়াও -

- ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে মোট ১,১৯৩ গ্রাহকদের জন্য ৩,০৭৭ মিলিয়ন টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে।
- এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রণোদনা তহবিলের অধীনে ৬৫০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে।
- আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড গ্লোবাল এসএমই ফাইন্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০২১-এ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ "এসএমই ফাইন্যান্সিয়াল অব দ্য ইয়ার-এশিয়া" (সিলভার) পুরস্কার এবং টানা তৃতীয় বছর "এসএমই'র জন্য এশিয়ামানি সেরা ব্যাংক" পুরস্কার স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

এসএমই ঋণের যোগ্যতার নির্ণায়ক কী?

আইডিএলসি এসএমই লোন পেতে হলে ট্রেড লাইসেন্সের ভিত্তিতে ব্যবসার ২ বছরের অপারেশনাল অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স ২০-৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আইডিএলসি (IDLC)-এসএমই ঋণ পণ্য ও সেবা

এসএমই ঋণ পণ্য ও সেবা-আইডিএলসি

	ক্রমিক নম্বর	আইটেম বিবরণ	এসএমই মেয়াদী ঋণ	পূর্ণতা-নারী	এসএমই সম্ভাবনা	IDLC উদ্ভাবন	স্টার্ট আপ
ঋণ-এর বৈশিষ্ট্য	১	ঋণের মেয়াদ	১৩ থেকে ৬০ মাস পর্যন্ত	১৩ থেকে ৬০ মাস পর্যন্ত	১৩ থেকে ৬০ মাস পর্যন্ত	১৩ থেকে ৬০ মাস পর্যন্ত	৬০ মাস পর্যন্ত
	২	ঋণ সীমা	৫ কোটি টাকা পর্যন্ত	২ লক্ষ টাকা থেকে শুরু	২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১ কোটি টাকা পর্যন্ত	২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
	৩	জামানতবিহীন ঋণ	৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	না
	৪	পরিশোধের উপায়	গ্রহণযোগ্য	নমনীয় পরিশোধ	ইএমআই গ্রহণযোগ্য	সুবিধাজনক পরিশোধ	ইএমআই গ্রহণযোগ্য
	৫	গ্রেস পিরিয়ড	-	-	-	-	৬ মাস পর্যন্ত
	৬	পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা	না	৫% সুদের হারে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	না	চলতি মূলধন ঋণ	না

আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড এর অনলাইন এসএমই আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬৪০৯, +৮৮০ (২) ৮৮৩ ৪৩৭৭, ৮৮৩ ৫৮৮৭
ই-মেইল: contactcenter@idlc.com
ওয়েব সাইট: www.idlc.com

এসএমই আবেদন ফরম

৫.২ লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড

LankaBangla FINANCE		
	ক্রেডিট রেটিং	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA3; স্বল্পমেয়াদী (ST-2)
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	৪১টি

লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেডের সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ২০২০ সালে ২,৩২০ মিলিয়ন টাকার তুলনায় ২০২১ সালে মোট এসএমই ঋণ বিতরণ ছিল ৫,৮৮৪ মিলিয়ন টাকা যা ১৫৩.৭% বেশি। ২০২১ সালের শেষে, এসএমই পোর্টফোলিও ৯,৯৪৮ মিলিয়ন টাকা যা ২০২০ সালের তুলনায় ৮,০০৫ মিলিয়ন যার ফলে এসএমই পোর্টফোলিও ২৪.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।

লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেডের এসএমই ঋণ

	পণ্যের নাম	অহনা	সম্পর্ক-স্টার্টআপ	বিশ্বাস-আংশিক সুরক্ষিত এসএমই ঋণ	নারী উদ্যোক্তা	স্বর্ণালী-এগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি ফাইন্যান্স
ঋণ বৈশিষ্ট্য	ঋণের পরিমাণ	২.৫০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত	০.৩ মিলিয়ন থেকে ২.৫ মিলিয়ন টাকা	৫০ মিলিয়ন থেকে সর্বোচ্চ ১০.০ মিলিয়ন টাকা	৫.০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত	৫০.০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত
	ঋণের শর্ত	১.৫ মিলিয়ন টাকার উপরে ৩৬ মাস এবং ৪৮ মাস ১.৫ মিলিয়ন টাকা	১.৫ মিলিয়ন টাকা ৩৬ মাস পর্যন্ত এবং ১.৫ মিলিয়ন ৪৮ মাস পর্যন্ত	টার্ম লোন এবং রিভলভিং লোন ১২-৬০ মাস	৬০ মাস পর্যন্ত / ২.৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত আংশিক সুরক্ষিত ২.৫ মিলিয়ন টাকার উপরে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত	ঋণদান কর্মসূচির বিপরীতে ১০০% পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা
	নিরাপত্তা/ জামানত	কোন জামানত নেই	০.৩ মিলিয়ন থেকে ১.৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত কোনো জামানত প্রয়োজন নেই তবে ১.৫ মিলিয়ন টাকার বেশি জামানত প্রয়োজন	প্রস্তাবিত সীমার বিপরীতে টিডিআর প্রদান	১০ লাখ পর্যন্ত কোনো জামানত নেই	ঋণের উদ্দেশ্য স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ে, ব্যবসা সংস্কারে, নির্মাণে ইত্যাদি হতে হবে।
	পরিশোধের মাধ্যম	টার্ম ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে সমান মাসিক কিস্তি	সমান মাসিক কিস্তি	সমান মাসিক কিস্তি	সমান মাসিক কিস্তি	কিস্তির স্থির সম্পদ ১০০ মিলিয়নের মধ্যে হতে হবে (জমি ও ভবন বাদে)
	গ্রেস পিরিয়ড	নেই	৩ মাস	নেই	নেই	নেই
	ইক্যুইটি মূলধন	নেই	প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যয়ের কমপক্ষে ২০% বহন করতে হবে	নেই	নেই	নেই
	অভিজ্ঞতা	২ বছর	সর্বনিম্ন ১ মাস	সর্বনিম্ন ৩ বছর	ন্যূনতম ১ বছরের অভিজ্ঞতা	ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা

	পণ্যের নাম	শিল্প মেয়াদী ঋণ	ইজারা/সম্পদে অর্থায়ন	চলতি মূলধন সল্যুউশন
ঋণ বৈশিষ্ট্য	ঋণের পরিমাণ	ঋণের পরিমাণ ১০.০০ মিলিয়ন থেকে ৫০০.০০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত	ঋণের পরিমাণ ১০.০০ মিলিয়ন থেকে ২৫০.০০ মিলিয়ন টাকা	১০.০০ মিলিয়ন থেকে ১৫০.০০ মিলিয়ন টাকার উপরে।
	ঋণের শর্ত	মেয়াদী ঋণ, একক কিস্তি ঋণ এবং ঘূর্ণনশীল ঋণ সুবিধা মেয়াদ: আকর্ষণীয় স্থগিতাদেশের মেয়াদ সহ সর্বোচ্চ ১০ বছর	লিজ, আকর্ষণীয় স্থগিতাদেশের মেয়াদ সহ সর্বোচ্চ ১০ বছর	স্বল্প মেয়াদী ঋণ ১২ মাস
	নিরাপত্তা/জামানত	জামানত হিসেবে জমি, ভবন, অ্যাপার্টমেন্ট	জামানত হিসেবে যন্ত্র, জমি, ভবন, ফ্ল্যাট ইত্যাদি	জামানত হিসেবে যন্ত্র, জমি, ভবন, ফ্ল্যাট ইত্যাদি
	পরিশোধের মাধ্যম	সমান মাসিক কিস্তি [EMI]	পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ (১২ মাস থেকে ৬০ মাস)	ইএমআই/কাঠামোগত/মাসিক/ ত্রৈমাসিক সুদ

লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেডের এর অনলাইন এসএমই আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬৩২৫, +৮৮০৯৬১১ ০১৬৩২৫

ই-মেইল: myrequest@lankabangla.com, ওয়েব সাইট: www.lankabangla.com

এসএমই আবেদন ফরম

৫.৩ আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড

	ক্রেডিট রেটিং	দীর্ঘমেয়াদী রেটিং AA3; স্বল্পমেয়াদী (ST-2);
	CAMEL রেটিং	সন্তোষজনক
	মোট শাখা	৪১ টি

আইপিডিসি ফাইন্যান্সিং পার্টনার হিসেবে দেশব্যাপী এসএমই উদ্যোক্তাদের সফল ভাবে ঋণ প্রদান করে আসছে। সেই সাথে আইপিডিসি নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে থাকে। আইপিডিসি অর্জন হল দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ব্লকচেইন-ভিত্তিক ডিজিটাল সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স প্ল্যাটফর্ম যা আইবিএম-এর সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মটির লক্ষ্য হল এমএসএমই-এর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য সহজে সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্সের মাধ্যমে এন্ড-টু-এন্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের জন্য একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করা। বাংলাদেশ ইনোভেশন কনক্লেভ আয়োজিত বাংলাদেশ ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২১-এ প্রকল্পটি সেরা উদ্ভাবন-ফাইন্যান্স-এনবিএফআই-এর পুরস্কার পেয়েছে। আইপিডিসি এসএমই এবং উদীয়মান কর্পোরেট পোর্টফোলিও ২০২১ সালের ডিসেম্বরের শেষে ২০,১৯৮ মিলিয়ন টাকা ছিল যা মোট পোর্টফোলিওর ৩০.৯% শতাংশ এবং বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ২২.৬% শতাংশ। এসএমই এবং উদীয়মান কর্পোরেট ঋণ পোর্টফোলিও ২০১৭ সালে ৮,৪০৮ মিলিয়ন টাকা থেকে ২০২১ সালে ২০,১৯৮ মিলিয়ন যা ২.৪ গুণ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

	আইটেম	লিজ ফাইন্যান্স	দীর্ঘ মেয়াদী	স্বল্প মেয়াদী	জয়ী, নারী উদ্যোক্তা ফাইন্যান্স
ঋণ বৈশিষ্ট্য	ঋণের পরিমাণ	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই	৩ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ (৮% সুদের হার)
	মেয়াদ	২৪ থেকে ৬০ মাস	২৪ থেকে ৬০ মাস	১২ মাস	১২ থেকে ৬০ মাস
	নিরাপত্তা/জামানত	ইজারা দেওয়া সম্পদের মালিকানা হলো প্রাথমিক নিরাপত্তা।	জামানত প্রয়োজন	জামানত প্রয়োজন	জামানতবিহীন ঋণ (২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)
	পেমেন্ট	মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, অর্ধ-বাৎসরিক, স্ট্রাকচার্ড পেমেন্ট	মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, অর্ধ-বাৎসরিক, স্ট্রাকচার্ড পেমেন্ট	মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, অর্ধ-বাৎসরিক, স্ট্রাকচার্ড পেমেন্ট	মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, অর্ধ-বাৎসরিক, স্ট্রাকচার্ড পেমেন্ট
	গ্রেস পিরিয়ড	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই
	উদ্দেশ্য	সম্পদ যেমন, যানবাহন বা সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে	উৎপাদন সম্প্রসারণ	প্রতিদিনের তহবিলের প্রয়োজন মেটাতে বা কাঁচামাল সংগ্রহ করতে।	চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা/স্থায়ী সম্পদ সংগ্রহ/কারখানার স্থান সম্প্রসারণ
যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	৩ বছর	৩ বছর	৩ বছর	ন্যূনতম ৩ বছর যাবত সচল এবং সফল ব্যবসা
	বয়স	২১ থেকে ৭০	২১ থেকে ৭০	২১ থেকে ৭০	২১ থেকে ৭০
	যোগ্যতা	ট্রেড লাইসেন্স	ট্রেড লাইসেন্স	ট্রেড লাইসেন্স	ট্রেড লাইসেন্স

আইপিডিসি লিমিটেড এর অনলাইন এসএমই আবেদন ফরম ডাউনলোড করার জন্য অনুগ্রহ করে পাশের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

অথবা

অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

কল সেন্টার-(২৪/৭) ১৬৫১৯, +(৮৮) ০৯৬১২৮৮৫৫৩৩, +(৮৮-০২) ৫৫০৬৮৯৩১-৩৬ , +(৮৮) ০৯৬১২৩১৬৫১৯

ই-মেইল: email@ipdcbd.com, ওয়েব সাইট: www.ipdcbd.com

এসএমই আবেদন ফরম

৬ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ঃ

৬.১ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

	প্রতিষ্ঠা	১৯৫৭
	অভিভাবক সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়
	অভিলক্ষ্য	শিল্প সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গঠনে পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য বিসিক উদ্যোক্তাদের সহায়তা, সেবা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। ২০২০-২১ অর্থবছর, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইউনিটের সংখ্যা যথাক্রমে ২,৩৯৮ এবং ৪,৯১২। কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের জন্য একটি নিবেদিত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিসিক এসএমই সেক্টরের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে আসছে। বিসিক ২০১৬ সাল থেকে উদ্যোক্তাদের নিজস্ব আবর্তিত তহবিল থেকে ঋণ প্রদান করে আসছে এবং তহবিলের আকার দাঁড়িয়েছে ২ কোটি টাকা। এছাড়াও, সরকার কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যাতে ছোট ব্যবসাগুলো কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এছাড়াও বিসিক নিম্নোক্ত সেবা প্রদান করে থাকে ।

- ওএসএস সার্ভিস প্রদান করে।
- কাউন্সেলিং এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা বিকাশে সহায়তা করে।
- শিল্প এস্টেট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করে।
- উদ্যোক্তাদের জন্য ক্রেডিট সুবিধা প্রসারিত করে, প্রকল্প প্রোফাইল এবং প্রকল্প মূল্যায়ন প্রস্তুত ও প্রস্তাব করে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা এবং নতুন ডিজাইন এবং প্রোটোটাইপ বিকাশ ও বিতরণ করে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সেক্টরে গবেষণা, অধ্যায়ন এবং জরিপ পরিচালনা করা, সংগ্রহ করা, কম্পাইল করা এবং প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য তথ্য প্রচার করা যা বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং বিপণন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের সাহায্য করে।
- নতুন শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠার জন্য প্রযুক্তিগত এবং পরামর্শ পরিষেবা প্রদান করে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইউনিটের জন্য নিবন্ধন পরিষেবা প্রদান করে।

বিসিক সিএমএসএমই ঋণ আবেদনের নিয়মাবলী জানতে অনুগ্রহ করে নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন।

বিসিক ঋণ আবেদনের নিয়মাবলী

এছাড়াও, বিসিকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে উন্নয়নমুখী এবং
জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন
কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে যোগাযোগ করুন:
ফোন: ০২- ৯৫৬০৭৯৭, ০১৭৩৯৩৯৯৮৩১; ই-মেইল: info@bscic.gov.bd
বিসিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন: www.bscic.gov.bd

৬.২ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)

SME FOUNDATION	প্রতিষ্ঠা	২০০৬-০৭
	অভিভাবক সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়
	অভিলক্ষ্য	দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ (এসএমই) সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের জন্য একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক এর সহযোগিতায় এসএমই ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) বিভিন্ন উপায়ে এসএমই বাজারকে সহজতর করেছে। ২০১০ সাল থেকে এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই ক্লাস্টার, নতুন উদ্যোক্তা, গ্রামীণ উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণ পাওয়ার জন্য ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে "ক্রেডিট হোলসেলিং পাওয়ার" নামে একটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, উদ্যোক্তাদের কর্মসূচির আওতায় ৯% সুদে, জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে অর্থায়ন করা হয়। শুধু তাই নয়, বছরের পর বছর ধরে, এসএমইএফ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনের জন্য জাতীয় পর্যায়ের মেলা পরিচালনা করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন এখন পর্যন্ত সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৩১০৬ জন উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৩ বিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করেছে, যার লক্ষ্য হলো মহামারীর মধ্যে তাদের উদ্যোগকে টিকিয়ে রাখা। সিএমএসএমই সেক্টরের উদ্যোক্তারা, বিশেষ করে প্রান্তিক এবং নারীরা ৪.০ শতাংশ সুদের হারে তহবিলে প্রবেশাধিকার পাবেন। প্রথম ধাপে, ফাউন্ডেশন গত অর্থবছরে ১৯ টি ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ১.০ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে এটি ২১১১ উদ্যোক্তাদের মধ্যে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ২.০ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ২৬ শতাংশ নারী উদ্যোক্তা এবং প্রায় ৭৪ শতাংশ পুরুষ উদ্যোক্তা।

এসএমইএফ এর উদ্দেশ্যগুলো নীচে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে:

- সরকার কর্তৃক গৃহীত এসএমই নীতি কৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা করে।
- অংশীদার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত ক্লাস্টার এবং সেগমেন্টের উদ্যোক্তাদের জামানত-মুক্ত ঋণ প্রদান করে।
- জাতীয় এবং আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলার আয়োজন করে।
- আইসিটি খাতে নারী উদ্যোক্তা/ফ্রিল্যান্সার তৈরি ও বিকাশের লক্ষ্যে একসেস টু ইনফরমেশন (A2i) এর সহযোগিতায় প্রযুক্তি খাতে নারী উদ্যোক্তাদেরদের বিভিন্ন সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।
- শিল্প নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন এসএমই সেক্টরের উপর গবেষণা পরিচালনা করে, যার মধ্যে ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান ডিজাইন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রোগ্রাম পরিচালনা করে।
- এসএমই-কে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা দিয়ে সহায়তা করে, যার মধ্যে এসএমই-গুলোকে আইনি এবং প্রশাসনিক সাহায্য করা, নিয়ন্ত্রক বাধা ট্রেড লাইসেন্স, পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক, পণ্য সার্টিফিকেশন, পরিবেশগত সমস্যা, এবং প্রযুক্তি আপ-গ্রেডিং এন্ড নানাবিধ সার্টিফিকেশন দিয়ে থাকে।

এসএমই ফাউন্ডেশন হতে উদ্যোক্তাদের সরাসরি ঋণ প্রদান করা হয় না। এসএমই ফাউন্ডেশন হতে বিভিন্ন ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রাক-অর্থায়ন (ক্রেডিট হোলসেলিং)-এর মাধ্যমে চিহ্নিত ক্লাস্টার, গ্রাহক/গ্রুপকে ঋণ প্রদান করে থাকে। এসএমই ফাউন্ডেশনের তৈরি চেকলিস্ট ব্যাংক ঋণ নিতে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক হবে। ব্যাংকের নিকটস্থ শাখা থেকে এই বিষয়ে যেকোনো পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ও ঋণ সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন, পর্যটন ভবন (লেভেল: ৬-৭)
ই-৫/সি-১, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল: info@smef.gov.bd
ওয়েব সাইট: www.smef.gov.bd
ফোন: ৪১০২৪১০৮, ৪১০২৪১০৯, ৪১০২৪১১০

৭ অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক এবং নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানঃ

এসএমই ঋণ আবেদন ফরম ডাউনলোড এবং সরকারি অন্যান্য ব্যবসা সংক্রান্ত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নিচের QR কোডগুলো স্ক্যান করুন।

অন্যান্য তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের এসএমই ঋণ আবেদন ফরম ডাউনলোড

১.	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড
২.	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড
৩.	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
৪.	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড
৫.	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
৬.	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড
৭.	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড
৮.	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড
৯.	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

এসএমই আবেদন ফরম

অন্যান্য নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান: এসএমই ঋণ আবেদন ফরম ডাউনলোড

১.	সিভিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
২.	এফএএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
৩.	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড
৪.	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
৫.	ইসলামিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
৬.	লঙ্কান অ্যালায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড
৭.	মেরিডিয়ান ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
৮.	ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড
৯.	ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস্ লিমিটেড
১০.	প্রাইম ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

এসএমই আবেদন ফরম

BIDA অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS)

BIDA এর অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিসের (OSS) মাধ্যমে সরকারী সংস্থাগুলোর অনলাইন পরিষেবাগুলো সহজে পাওয়া যায়। BIDA এর অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) পোর্টালটি বাংলাদেশে বিনিয়োগকারীদের সেবা পাওয়ার জন্য একটি একক-উইন্ডো প্লাটফর্ম।

বিস্তারিত জানতে নিম্নের লিংকে অথবা পাশের QR কোড স্ক্যান করুন।
https://bida.gov.bd/oss-services

BIDA

নতুন কারখানা স্থাপন

এই ওয়েবসাইটটি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প, ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প, এগ্রো প্রক্রিয়াযাতকরন শিল্প এবং চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সহ একটি নতুন কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

বিস্তারিত জানতে নিম্নের লিংকে অথবা পাশের QR কোড স্ক্যান করুন।
https://factorysetupbd.com/

Factory set up

৮ সুপারিশ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে এসএমই-এর ট্রেড সেক্টর, সেবা এবং উৎপাদন খাতের তুলনায় বেশি পরিমাণে ঋণ পেয়েছে। এতে বলা যায়, সেবা এবং উৎপাদন খাতে এসএমইদের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমোদিত ঋণের পরিসর সীমিত। ট্রেড সেক্টরের উপ-খাতটি সম্প্রতি মধ্যম শিল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি উপ-খাতের জন্য একটি ঋণ বিতরণ সীমা আরোপ করা হয়েছে। অতএব, ট্রেড সাব-সেক্টর এখন মোট এসএমই লোন পোর্টফোলিওর সর্বোচ্চ ৩৫% পেতে পারে। তবুও, মোট এসএমই ঋণ পোর্টফোলিওর কমপক্ষে ৪০% এবং ২৫% উৎপাদন এবং সেবা উপ-খাতগুলোকে বিতরণ করা উচিত। এখানে সুপারিশ করা হয়েছে যে, এসএমই উন্নয়ন ও অর্থায়ন নীতিগুলোকে বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী আপডেট করতে হবে এবং প্রতিটি উপ-খাতের জন্য আলাদা এসএমই ঋণ বিতরণের বাজেট থাকা প্রয়োজন যাতে একটি নির্দিষ্ট সাব-সেক্টরে অর্থায়নের গুরুত্ব এড়ানো যায়। এসএমইগুলোকে ক্রেডিট সংকট, জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতাসহ একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। অধিকন্তু, এসএমই-এর জন্য কার্যকর সরকারী নীতির অনুপস্থিতি এসএমই খাতের বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এছাড়াও, সমস্ত এসএমইকে নিবন্ধিত হতে হবে, তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য আইসিটি ব্যবহারের সুবিধা দিতে হবে। সুতরাং, এসএমই-এর বিকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্য এসএমইকে পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং এসএমই উভয়কেই কাজ করতে হবে। তাছাড়া-

- উদ্যোক্তাকে ব্যাংকে না গিয়ে বরং ব্যাংক কর্মকর্তাদের উদ্যোক্তাদের কাছে তাদের সেবা নিয়ে যাওয়া উচিত।
- যথাসম্ভব কম নথিপত্র এবং ৩ বছরের জায়গায় ১ বছরের আর্থিক প্রতিবেদন নেয়া উচিত যা মোট ঋণ প্রাপ্তির সময় কমিয়ে দিবে।
- উদ্যোক্তাদের ঋণ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি নথিপত্র সংগ্রহ ও ডিজিটাইজ করা।
- ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক সংস্থাগুলো প্রাপ্তিযোগ্য অর্থায়নের সাথে লেনদেন ভিত্তিক অর্থায়নের উপর গুরুত্ব দিতে পারে।
- সিএমএসএমই এর জন্য সাপ্লাই চেইন ডিজিটাইজ করা।
- আবেদনের জন্য অনলাইন এবং ফোন পরিষেবা চালু করা।
- নারী, গ্রামীণ এবং নতুন ঋণ আবেদনকারীদের জন্য বিশেষ ডেস্ক এর ব্যবস্থা করা।
- প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রক্রিয়াকরণ এবং বিতরণের জন্য MFIs-এর তালিকাভুক্তকরণ।
- ডাটাবেসে অবশ্যই সকল সিএমএসএমই-এর প্রাসঙ্গিক বিশদ তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, উদাহরণস্বরূপ- মালিকানার বিবরণ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ধরণ ইত্যাদি। ডাটাবেস সিএমএসএমই প্রণোদনা এবং পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) প্রোগ্রাম আপডেট করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করবে।
- সিএমএসএমই-এর জন্য যথাযথ সহায়তা ব্যবস্থা এবং প্রণোদনা সহ একটি শক্তিশালী এসএমই নীতি তৈরি করা এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের সাথে পরামর্শ করে এই নীতিগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং খাত আমানত সংগ্রহ এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের আর্থিক খাতের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং খাতের শেয়ার ২৭% এর বেশি। ইসলামী আর্থিক খাতের অন্যান্য বিভাগ যেমন ইসলামী পুঁজিবাজার, ইসলামী বীমা (তাকাফুল) এবং ক্ষুদ্রঋণ খাতেও যদি সহায়ক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তবে যথাযথভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে। যেহেতু ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ করেছে, তাই ইসলামী ব্যাংক সুদ বহনকারী সরকারী ট্রেজারি বিল এবং বাজারে বিদ্যমান বিনিয়োগ বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুতরাং, সুকুকের সাম্প্রতিক প্রবর্তন ইসলামী ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনাকে সহজ করবে, বাজেট ঘাটতি পূরণে সহায়তা করবে এবং ইসলামী পুঁজিবাজারকে প্রসারিত করবে। মুদারাবা এবং মুশারাকার মত আদর্শ ইসলামিক পদ্ধতিতে ইসলামিক ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ ন্যূনতম স্তরে (মোট বিনিয়োগের ২% নীচে)। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ইসলামিক ব্যাংকগুলোকে মুদারাবা এবং মুশারাকা স্কীমের অধীনে বিনিয়োগকে উন্নীত করার জন্য সঠিক নির্দেশিকা এবং নীতিগুলো তৈরি করতে গবেষণা ও উন্নয়নে (R&D) আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এবং নারী উদ্যোগে দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্র্যদের ক্ষমতায়নের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে পারে। এটি মাকাসিদ আল শরিয়াহ নামে পরিচিত ইসলামী শরীয়াহ কর্তৃক পরিচালিত কল্যাণমুখী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে তরান্বিত করবে।

৯ নির্দেশিকা/সম্পূরক

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একজন উদ্যোক্তার সাধারণ করণীয়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. ব্যবসায় পরিকল্পনা ঃ

একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ বাস্তবায়নে ব্যবসার পরিকল্পনা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি স্বতন্ত্র ও গ্রহণযোগ্য ব্যবসায় পরিকল্পনা যেকোন ব্যবসায়কে সফলতা এনে দিতে পারে। ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত সাফল্যের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা। পরিকল্পনা হতে পারে স্বল্প বা দীর্ঘ-মেয়াদী কিংবা প্রায়োগিক বা কৌশলগত। পরিকল্পনার প্রক্রিয়াটি শুরু হয় লক্ষ্য তৈরী করা এবং কিভাবে কার্যসম্পাদন করা হবে তার উপর ভিত্তি করে। তাছাড়া, সব সময় চেষ্টা করতে হবে পরিকল্পনাটিকে সময়ের সাথে সাথে হালনাগাদ করার, তাহলে ব্যবসায়িক উদ্যোগটি দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে টিকে থাকবে এবং প্রসার লাভ করতে সক্ষম হবে।

২. সঠিক উৎপাদন কৌশল নির্ধারণ:

একজন উদ্যোক্তা তার আর্থিক ও বাস্তবায়নের সামর্থ বিবেচনা করে তার ব্যবসাটির উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। এই ক্ষেত্রে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন উৎপাদন পদ্ধতিটি সময়ের সাথে তুলনাযোগ্য ও আধুনিক হয়। যেমন- একজন পোশাক প্রস্তুতকারী এসএমই উদ্যোক্তা যদি পুরানো সেলাই মেশিনের বদলে আধুনিক অটোমেটিক মেশিন ব্যবহার করে তাহলে তার পোশাক প্রস্তুতকরণের সময় কমে আসবে এবং সে অনেক বেশি আয় করতে পারবে। তবে যদি তার মূলধন কম থেকে থাকে তাহলে সে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নিয়ে এই ধরণের আধুনিক উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করতে পারবে।

৩. গ্রাহকদের চাহিদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা:

একজন উদ্যোক্তা যদি শুধুই পণ্য উৎপাদন নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে সে উদ্যোগটির সফলতা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। উদ্যোক্তাকে অবশ্যই তার পণ্য সম্পর্কে গ্রাহকদের মতামত বা চিন্তাভাবনা বা বিকল্প পণ্যের বাজার পরিস্থিতি/উন্নয়ন সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাছাড়া, গ্রাহকদের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে সে অনুযায়ী তার উৎপাদিত পণ্যের প্রয়োজনীয় উন্নয়নে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। যেমন- সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত ঘড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান TAG Heuer তাদের প্রচলিত অটোমেটিক বা মেকানিকাল ঘড়ির সাথে সাথে বর্তমানের গ্রাহকদের চাহিদা ও বাজারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণান্তে স্মার্টঘড়ি উৎপাদন ও বিপণন করছে।

৪. পর্যাপ্ত কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত রাখা:

উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক কৌশলের একটি অন্যতম দিক হলো ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত রাখা। তাছাড়া, একজন ভালো উদ্যোক্তা কাঁচামালের বিকল্প উৎস সম্পর্কেও পর্যাপ্ত তথ্য রেখে থাকে। এর ফলে, বাজারে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামালের যোগান দিতে পারা যায় বিধায় বাজারে পণ্যের চাহিদার আকস্মিক পরিবর্তন দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। একই সাথে কাঁচামালের যোগানদাতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে এবং বিকল্প উৎসসমূহ সম্পর্ক বিষদ জ্ঞান রাখতে হবে। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় অনেকাংশেই কমানো সম্ভব হবে।

৫. সকল ব্যবসায়িক লেনদেনের তথ্য সংরক্ষণ ও পর্যালোচনা করা:

সাধারণত নতুন এসএমই উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়ীক লেনদেনের তথ্য সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। কেউ হয়তো খাতা বা ডায়েরিতে লেনদেনের তথ্য সংরক্ষণ করে। ছোট পরিসরে শুরু করা ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে শুরুর দিকে লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহের সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় উপলব্ধি করা যায় না। তবে সময়ের সাথে সাথে যেকোন উদ্যোক্তাই এই লেনদেন সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে থাকে। কোন উদ্যোক্তা যদি শুরু থেকেই তার ব্যবসার লেনদেন সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যাদি যথাযথভাবে (যেমন- রেজিস্টার খাতা বা কম্পিউটারে সফটকপি হিসেবে) সংরক্ষণ করে থাকে, তবে সে তার প্রতিযোগীদের থেকে নিঃসন্দেহে এগিয়ে থাকবে। আর যদি একজন উদ্যোক্তা এই তথ্যসমূহ সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করে, তবে সে তার ব্যবসায়ের গুণগত মান সম্পর্কে বিষদভাবে জানতে পারবে। যেমন- একজন উদ্যোক্তা তার লেনদেনের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখতে পারবে কোন খাতে তার বেশি খরচ হয়েছে, কোন উৎস থেকে কী পরিমাণ কাঁচামাল আসছে, কোন খাতে তার ব্যয় কত হয়েছে, কোন উৎস থেকে তার বেশি আয় হয়েছে, ইত্যাদি। এ ধরণের পর্যালোচনালব্ধ তথ্য দ্বারা যেকোন উদ্যোক্তা ব্যবসা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া, কোন উদ্যোক্তা যদি এই ধরণের তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে এবং ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেখাতে পারে, তাহলে তার ঋণ প্রস্তাবটি অনুমোদনের ক্ষেত্রে গতি পাবে সাথে চাহিদা মোতাবেক ঋণ পাওয়ারও সম্ভাবনা জোরালো হয়।

৬. প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিতকরণ

একটি ব্যবসায়ীক উদ্যোগকে সফল করার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণ বিনিয়োগের। এই বিনিয়োগ মূলতঃ দুই প্রকার, ১. মূলধন (উৎপাদন প্রক্রিয়াটিকে বাস্তবায়ন এবং পুঁজি) এবং ২. চলতি মূলধন (যা উৎপাদন প্রক্রিয়াটিকে সচল রাখে)। একজন উদ্যোক্তাকে অবশ্যই তার ব্যবসাকে এই দুই ধরণের পুঁজি দিয়েই সহায়তা করতে হবে, যেন অর্থের অভাবে উদ্যোগ-টি শুরুর পরই ব্যর্থ না হয় এবং প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ বেশি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করার প্রয়োজন হলে যেন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা যায়। যদিও উদ্যোগের ধরণ অনুযায়ী অর্থের প্রয়োজনে পার্থক্য হতে পারে তবে এই আর্থিক সক্ষমতা একটি উদ্যোগকে কাঙ্খিত সফলতা এনে দিতে পারে। সাধারণত নতুন এসএমই উদ্যোক্তাগণ নিজস্ব উৎস থেকে এই পুঁজির যোগান করে থাকে এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, দীর্ঘ সময় ধরেই নিজস্ব উৎস থেকেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই নিজস্ব উদ্যোগ বলতে মূলত নিজের/ পারিবারিক সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা পরিবারের সদস্যদের থেকে প্রাপ্ত ঋণ বা দাদন ব্যবসায়ীদের থেকে প্রাপ্ত ঋণ, ইত্যাদি। তবে এই পুঁজির জন্য সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং নিরাপদ উৎস হচ্ছে ব্যাংকিং খাত। একজন উদ্যোক্তা যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে এবং তার সকল ব্যবসায়ীক লেনদেন ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে পরিচালনা করে, তাহলে তার আর্থিক লেনদেন হবে স্বচ্ছ ও নিরাপদ এবং তার প্রয়োজনের সময় পর্যপ্ত পরিমাণ অর্থের যোগানের জন্য সে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ সুবিধা ভোগ করতে পারবে

ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য দলিলাদি হালনাগাদ রাখা

একজন উদ্যোক্তার দায়িত্ব শুধু সঠিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাকে ব্যবসায়ের পাশাপাশি কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। প্রথমত, উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের সপক্ষে প্রয়োজনীয় ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য অনুমতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিতে হবে। তাছাড়া, সময়মতো তাকে ট্যাক্স ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। আর এই সকল দলিলাদি গুরুত্ব সহকারে সংরক্ষণ করতে হবে যেন প্রয়োজনের সময় সেগুলো প্রদর্শন করতে পারে। এই দলিলাদি মূলত যেকোন ব্যবসায় উদ্যোগকে আইনগত বৈধতা প্রদান করে এবং ব্যাংকিং খাত থেকে অর্থায়নপ্রাপ্তির অন্যতম শর্ত হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকে।

ব্যবসায়িক উদ্যোগে প্রয়োজনীয় কোন দলিল/অনুমতিপত্র কোথায় পাওয়া যাবে ঃ

ক্রমিক নং	দলিল/অনুমতিপত্রের নাম	কোথায় পাওয়া যাবে
১.	ট্রেড লাইসেন্স	সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপাল অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা অফিস
২.	সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয় বা আরজেএসসি
৩.	টিন সার্টিফিকেট	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর
৪.	ভ্যাট/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর
৫.	আইআরসি	আমাদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর বা সিসিআই অ্যান্ড ই
৬.	ইআরসি	আমাদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর বা সিসিআই অ্যান্ড ই
৭.	পরিবেশ ছাড়পত্র	পরিবেশ অধিদপ্তর
৮.	ফায়ার লাইসেন্স	ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স
৯.	বিডা নিবন্ধন সার্টিফিকেট	বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
১০.	লিস্টিং অ্যান্ড রিন্যুয়াল অব আরএমজি ইউনিট	এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো অব বাংলাদেশ (ইপিবি)
১১.	বিসিক রেজিস্ট্রেশন	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন বা বিসিক
১২.	জিএসপি সার্টিফিকেট	এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো অব বাংলাদেশ (ইপিবি)
১৩.	কোয়ালিটি সার্টিফিকেট মার্কস	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন বা বিএসটিআই
১৪.	বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর
১৫.	সার্টিফিকেট অব অরিজিন	ডিসিসিআই, এমসিসিআই, বিজেএমইএ, বিকেএমইএ বা স্বস্ব জেলা চেম্বার
১৬.	প্যাটেন্ট রেজিস্ট্রেশন	পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর
১৭.	ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন	পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর
১৮.	ট্রেড মার্কস	পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর

একজন উদ্যোক্তার সঠিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম তার উদ্যোগকে সফলতা এনে দিতে পারে। উদ্যোক্তাকে হতে হবে দায়িত্বশীল, বদ্ধপরিকর এবং যৌক্তিক। আর ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে অবশ্যই সরকারী সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে এবং শুরু থেকেই তাকে ব্যাংকিং খাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা উচিত। উদ্যোক্তাকে তার সকল ব্যবসায়ীক লেনদেন ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে সম্পাদন করার চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া, উদ্যোক্তাকে তার উদ্যোগটিকে কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে তার ভিশন থাকতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ব্যবসায়ে লোকসান হতেই পারে তবে ভেঙ্গে পড়া যাবে না, যৌক্তিক আচরণ করতে হবে। এ ধরণের একটি সামষ্টিক কার্যক্রম ও প্রচেষ্টাই একজন উদ্যোক্তার ব্যবসায়ীক সফলতার চাবিকাঠি।

নিম্নে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু নিবন্ধন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এ নিবন্ধন প্রক্রিয়াঃ

উদ্যোক্তাগণ নতুন প্রতিষ্ঠানের নামের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নিয়ে নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও ফি সহ নির্ধারিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে আবেদন করবেন। উদ্যোক্তাগণকে যা করতে হবে-

১. আরজেএসসি'র নির্ধারিত ফরমেটে প্রতিষ্ঠানের যথাযথ মেমোরেন্ডাম/আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন তৈরী
২. আরজেএসসি'র ওয়েব সাইটে গিয়ে অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন
৩. নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফি, নির্ধারিত ব্যাংকে এ জমা দেয়া।

আরজেএসসি এই শর্তে নিবন্ধন পত্র প্রদান করে যে উদ্যোক্তাগণ

১. নিবন্ধনের আগে নামের ছাড়পত্র পেয়েছেন
২. ছাড়পত্র আবেদনের মেয়াদের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছেন
৩. নির্ধারিত ফরমেটে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম/আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন আবেদনের সাথে জমা দিয়েছেন
৪. প্রয়োজনীয় নিবন্ধন ফি জমা দিয়েছেন।

কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য “http://www.roc.gov” বা “http://123.49.32.36:7781/” শীর্ষক ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে।

নিবন্ধনের জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রঃ

প্রাইভেট কোম্পানি (কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী):

১. মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন ও আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন, মূলকপি ও অতিরিক্ত দুই কপি।
২. ফরম I পূরণঃ কোম্পানি নিবন্ধনের ঘোষণা [অনুচ্ছেদ-২৫]
৩. ফরম VI পূরণ-নিবন্ধিত অফিসের অবস্থান বা তার পরিবর্তনের নোটিশ [অনুচ্ছেদ-৭৭]।
৪. ফরম IX পূরণ-পরিচালকের সম্মতিপত্র [অনুচ্ছেদ-৯২]।
৫. ফরম X পূরণ-পরিচালক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তালিকা [অনুচ্ছেদ ৯২]।
৬. ফরম XII পূরণ-পরিচালক, ব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপনা এজেন্টদের তথ্য এবং তাতে কোন পরিবর্তন [অনুচ্ছেদ ১১৫]
৭. নামের ছাড়পত্র।

পাবলিক কোম্পানি (কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী)

১. মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন ও আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন, মূলকপি ও অতিরিক্ত দুই কপি।
২. ফরম I পূরণঃ কোম্পানি নিবন্ধনের ঘোষণা [অনুচ্ছেদ-২৫]
৩. ফরম VI পূরণ-নিবন্ধিত অফিসের অবস্থান বা তার পরিবর্তনের নোটিশ [অনুচ্ছেদ-৭৭]
৪. ফরম IX পূরণ-পরিচালকের সম্মতিপত্র [অনুচ্ছেদ-৯২]।
৫. ফরম X পূরণ-পরিচালক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তালিকা [অনুচ্ছেদ ৯২]।
৬. ফরম XII পূরণ-পরিচালক, ব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপনা এজেন্টদের তথ্য এবং তাতে কোন পরিবর্তন [অনুচ্ছেদ ১১৫]।
৭. ফরম XIV পূরণ-বিবরণীর পরিবর্তে কোম্পানি ফাইলিং স্ট্যাটমেন্ট এর ক্ষেত্রে ব্যবসা শুরুর পূর্বে ঘোষণাপত্র [অনুচ্ছেদ ১৫০]।
৮. ফরম XI পূরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)- প্রস্তাবিত কোম্পানির যোগ্যতা শেয়ার গ্রহণের চুক্তিপত্র [অনুচ্ছেদ ৯২]।
৯. নামের ছাড়পত্র।

বিদেশি কোম্পানি (কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী)

১. ফরম XXXVI পূরণ-সনদ বা সংঘবিধি বা মেমোরেন্ডাম এবং কোম্পানির আর্টিকেল অথবা কোম্পানির সংবিধান গঠনকারী বা সংজ্ঞায়নকারী কোনো দলিল।
২. ফরম XXXVII পূরণ-কোম্পানির নিবন্ধিত বা প্রধান অফিসের ঠিকানা।
৩. ফরম XXXVIII পূরণ-পরিচালক এবং ব্যবস্থাপকদের (ম্যানেজার) এর তালিকা [অনুচ্ছেদ ৩৭৯]
৪. ফরম XXXIV পূরণ-সেবা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির রিটার্ন।
৫. ফরম XLII পূরণ-বাংলাদেশে কার্যক্রমের প্রধান স্থানের অবস্থান বা তাতে কোন পরিবর্তন।
৬. কোন তফসিলি ব্যাংক থেকে মুদ্রা নগদীকরণ (ইনক্যাশমেন্ট) সার্টিফিকেট।
৭. বাংলাদেশের বিনিয়োগ বোর্ডের কাছ থেকে অনুমতিপত্র।

ট্রেড অরগানাইজেশন (কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী)

১. মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন, মূল কপি ও অতিরিক্ত দুই কপি।
২. ফরম ও পূরণ- কোম্পানি নিবন্ধনের ঘোষণা।
৩. ফরম VI পূরণ- নিবন্ধিত অফিসের অবস্থান বা তাতে কোনো পরিবর্তনের তথ্য [অনুচ্ছেদ ৭৭]।
৪. ফরম IX পূরণ- পরিচালকের কর্ম সম্মতিপত্র [অনুচ্ছেদ ৯২]।
৫. ফরম X পূরণ- পরিচালক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তালিকা [অনুচ্ছেদ ৯২]।
৬. ফরম XII পূরণ- পরিচালক, ব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপনা এজেন্টদের তথ্য এবং তাতে কোন পরিবর্তন [অনুচ্ছেদ ১১৫]
৭. ট্রেড লাইসেন্স ।
৮. নামের ছাড়পত্র।

সোসাইটি (সোসাইটি নিবন্ধন আইন, ১৮৬০ অনুযায়ী)

১. মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন।
২. নামের ছাড়পত্র।

পার্টনারশীপ ফার্ম (পার্টনারশীপ আইন, ১৯৩২ অনুযায়ী)

১. ফরম ও পূরণ-ফার্মের নিবন্ধন সংক্রান্ত বিবৃতি (স্ট্যাটমেন্ট)।
২. অংশীদারিত্বের চুক্তিপত্র।

ক্রেডিট রিপোর্ট

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত তফসিলি ব্যাংক এর ক্রেডিট রিপোর্ট
সম্পর্কে জানতে নিচের QR কোডটি স্ক্যান করুন

Credit Rating of Banks

১০ গ্রন্থপঞ্জি/ রেফারেন্স

Asa.org.bd. 2022|. ASA - বাংলাদেশ। [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <https://asa.org.bd/Financial-Program/LoanProducts> [অ্যাক্সেস ৭ জুন ২০২২]
Bb.org.bd. 2019. [online] Available at:

<https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/SMEspd/sep052019SMEspd02.pdf> [Accessed 8 June 2022].

Bracbank.com. ২০২২. ব্র্যাক ব্যাংক। [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <https://www.brac-

bank.com/en/#SME> [অ্যাক্সেস ৭ জুন ২০২২]

Bscic.gov.bd. 2022|. বাংলাদেশ ও কুটির শিল্প করপোরেশন। [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <http://www.bscic.gov.bd/> [অ্যাক্সেস ৭ জুন ২০২২ ।]।

Bb.org.bd. 2022|. এসএমই। [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <https://www.bb.org.bd/SME/index-.php> [অ্যাক্সেস ৭ জুন ২০২২]

Bangladesh Bank (2019). Small and Medium Enterprise (SME) Credit Policies and Programmes. [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: https://www.bb.org.bd/SME/SMEpolicye.pd

Mra.gov.bd. 2022. মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <http://www.mra.gov.bd/site/page/ed0d8407-a4bb-4567-a9f0-bce9100e861a/-> [Accessed 8 June 2022].
Idlc.com| 2022.

IDLC ফাইন্যান্স লিমিটেড - ঋণ, আমানত, SME এবং কর্পোরেট ফাইন্যান্স। [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <https://idlc.com/SME-loan> [অ্যাক্সেস করা হয়েছে ৭ জুন ২০২২]

আল-আরাফাহ ব্যাংক.কম। ২০২২। আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক। [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <https://www.al arafahbank.com/SME.php> [অ্যাক্সেস ৭ জুন ২০২২ ।]

লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড। ২০২২।. এসএমই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস - লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড। [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <https://www.lankabangla.com/SME-financial-services/> [অ্যাক্সেস ৭ জুন ২০২২]

Islamibankbd.com. 2022|. পণ্য ও পরিষেবা: এসএমই তথ্য। [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <https://www.islamibankbd.com/prodServices/SMEScheme.php> [অ্যাক্সেস ৭ জুন ২০২২]

ডাচ-বাংলা ব্যাংক ২০২২। Dutchbanglabank.com. [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <https://www.dutch-banglabank.com/> [অ্যাক্সেস ৭ জুন ২০২২ ।]

Bb.org.bd. 2022|. পিডিএফ ফাইল খুলুন। [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <https://www.bb.org.bd/openpdf.php> [অ্যাক্সেস ৭ জুন ২০২২ ।]

Brac.net. ২০২২।. ক্ষুদ্র ঋণ। [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: <http://www.brac.net/program/microfinance/> [অ্যাক্সেস ৭ জুন ২০২২]

SMESPD Circulars. (n.d.). www.bb.org.bd. Retrieved June 7, 2022, from https://www.bb.org.bd/SMEportal/circulars.php

Ministry of Industries (2019). SME Policy 2019, Ministry of Industries, Government of Bangladesh. [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন:
http://bscic.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bscic.portal.gov.bd/page/7a956433_c02e_483d_9c17_db194d9f4a23/2020-01-01-19-01-80 29ba8887b407ce0836783a9424a605.pdf Microcredit Regulatory Authority (MRA), (2020).

Microcredit Information Regulation, 2020. [অনলাইন] এই লিংকে প্রবেশ করুন: http://mra.gov.bd/images/mra_files/News/mfcibact.pdfv

সংযোজনীসমূহ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত সিএমএসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার-২০১৯ এসএমই এসপিডি সার্কুলার নং -০২

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২

ভাদ্র ২১, ১৪২৬

তারিখ: ____________

সেপ্টেম্বর ০৫, ২০১৯

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশের সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়ন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের সংজ্ঞা ও ঋণ সীমা, সিএমএসএমই অর্থায়ন, নারী উদ্যোগ ও বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) স্কীম সংক্রান্ত বিষয়ে ইতঃপূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে ইতঃপূর্বে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহের অধিকতর সংশোধন ও সময়োপযোগী নতুন নতুন নির্দেশনা সংযোজনপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এর বিদ্যমান নির্দেশনাসমূহ একীভূত করে এই সমন্বিত মাস্টার সার্কুলারটি জারি করা হল এবং এ বিভাগ হতে ইতঃপূর্বে জারিকৃত সকল সার্কুলার এবং সার্কুলার লেটার এর নির্দেশনাবলী (প্রকল্প ব্যতীত) রহিত করা হল।

১। সংজ্ঞা

১.১ উৎপাদনশীল শিল্প ঃ পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকাণ্ডই উৎপাদনশীল (ম্যানুফ্যাকচারিং) শিল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.২ সেবা শিল্প ঃ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধাসম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সহায়ক উপযোগ সৃষ্টিকারী কর্ম সম্পাদিত হয় সেগুলি সেবা (সার্ভিস) শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ উল্লিখিত সেবা শিল্পের তালিকাটি (সংযোজনী-১) এ সার্কুলারে সন্নিবেশিত হ'ল।

১.৩ ব্যবসা উদ্যোগ ঃ পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড ব্যবসা (ট্রেডিং) উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৪. নারী উদ্যোগ/উদ্যোক্তা ঃ যদি কোন নারী ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস' এ নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি বা তাঁরা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং ঐ উদ্যোগটি নারী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৫ নতুন উদ্যোক্তা ঃ যারা পূর্বে ব্যবসায়িক কাজে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোন অর্থায়ন/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেননি, তারাই কেবলমাত্র নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে, ঋণ আবেদন গ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট দেখে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১.৬ অগ্রাধিকার খাত ঃ জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ তে বর্ণিত অগ্রাধিকার খাতসমূহ (সংযোজনী-২) সিএমএসএমই অর্থায়নে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত হবে।

২। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই)

২.১ জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ প্রদত্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞার আলোকে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হল?

শিল্প উদ্যোগের ধরন	উপখাত	**শিল্প উদ্যোগের ধরন নির্ণয়ের মানদন্ড**	
		জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য	**শিল্প/প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/কর্মরত জনবলের সংখ্যা**
কুটির শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১০ লক্ষ টাকার নিচে	পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে তবে ১৫ জনের অধিক নয়
মাইক্রো শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকার নিচে	১৬ থেকে ৩০ জন বা তার চেয়ে কম
	সেবা শিল্প	১০ লক্ষ টাকার নিচে	সর্বোচ্চ ১৫ জন
ক্ষুদ্র শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকার নিচে	৩১ থেকে ১২০ জন
	সেবা শিল্প	১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকার নিচে	১৬ থেকে ৫০ জন
মাঝারি শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ কোটি টাকার বেশি নয়	১২১ থেকে ৩০০ জন; তবে তৈরি পোশাক শিল্প/শ্রমঘন শিল্প এর জন্য সর্বোচ্চ ১০০০ জন
	সেবা শিল্প	২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা	৫১ থেকে ১২০ জন

২.২ মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগে প্রদত্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসা উদ্যোগে প্রদত্ত ঋণকে সিএমএসএমই ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না । মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হ'ল ঃ

ব্যবসা উদ্যোগের ধরন	**ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরন নির্ণয়ের মানদণ্ড**		
	জমি এবং ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয় সহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য	**ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/ কর্মরত জনবলের স্যাংখা**	**ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টার্নওভার/ বার্ষিক লেনদেন এর পরিমাণ**
মাইক্রো	১০ লক্ষ টাকার নিচে	সর্বোচ্চ ১৫ জন	সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা
ক্ষুদ্র	১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা	১৬ থেকে ৫০ জন	২ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ কোটি টাকার বেশি নয়।

২.৩। গ্রুপ অব কোম্পানীর অধীন কোন প্রতিষ্ঠান এককভাবে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রুপকে এ সার্কুলারের ২.১ ও ২.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শিল্প উদ্যোগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরন নির্ণয়ের মানদন্ডের ভিত্তিতে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। গ্রুপ এর সংজ্ঞা নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

২.৪। কোন একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি উদ্যোগ নিম্নতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য একটি মানদন্ডে সেটি উচ্চতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উদ্যোগটি উচ্চতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

২.৫। উপযুক্ত ২.১ ও ২.২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এর অনুকূলে প্রদত্ত যে কোন ধরনের ঋণ সিএমএসএমই ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

২.৬। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) এর অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ ঋণসীমাঃ

ঋণসীমা	কুটির উদ্যোগ	মাইক্রো উদ্যোগ			ক্ষুদ্র উদ্যোগ			মাঝারি উদ্যোগ	
	উৎপাদনশীল শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প	ব্যবসা উদ্যোগ	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প	ব্যবসা উদ্যোগ	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প
সর্বোচ্চ ঋণসীমা	১৫ লক্ষ টাকা	১ কোটি টাকা	২৫ লক্ষ টাকা	৫০ লক্ষ টাকা	২০ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকা	৭৫ কোটি	৫০ কোটি

*একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি সিএমএসএমই উদ্যোগের অনুকূলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাত থেকে সামগ্রিকভাবে প্রদত্ত ফান্ডেড ঋণ সুবিধার মোট পরিমাণ কোন ক্রমেই ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। ঋণ আবেদন গ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট দেখে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৩। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এর অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ও তার বিভাজন

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসের শেষ কার্যদিবসের মধ্যে তাদের পূর্ববর্তী বছরের নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির (মোট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি-মোট শ্রেণীকৃত ঋণ) ভিত্তিতে সিএমএসএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টকে অবহিত করবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির মধ্যে সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১% বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে অন্যূন ২৫% এ উন্নীত করতে হবে। ২০২৪ সাল অন্তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত হার হবে নিম্নরূপ :

বিষয়াবলী	২০২৪ সাল অন্তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার হার
সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি	নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ২৫%
কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ	সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ৫০%
নারী উদ্যোগে নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ	সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ১৫%
সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির খাতভিত্তিক বিভাজন	উৎপাদনশীল শিল্পে অন্যূন ৪০% সেবা শিল্প অন্যূন ২৫% এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৩৫%

৪। সিএমএসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনাবলী

৪.১ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অর্থায়নে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পৃথক ব্যবসায়িক কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। পাশাপাশি গ্রাহকদের চাহিদা ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের প্রকৃতি অনুযায়ী ঋণ ও আমানতের উদ্ভাবনীমূলক পণ্য উন্নয়ন ও বিপণন করতে হবে। প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সিএমএসএমই কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সিএমএসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় এক বা একাধিক পণ্য বা সেবাকে কেন্দ্র করে ক্লাস্টার ও ভ্যালু চেইন ভিত্তিক শিল্প উদ্যোগে বিনিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

৪.৩ যে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাম/পল্লী এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে শাখা নেই, সে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সক্ষমতার মাধ্যমে সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এজেন্ট ব্যাংকিং নীতিমালার আওতায় অনুমোদন প্রাপ্ত এজেন্টদের সহায়তা গ্রহণ করে সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ করতে পারে। এছাড়াও, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নোক্তভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

ক) তথ্য প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সহায়তায় ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

খ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (MRA) অনুমোদন প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের (MFI) সাথে লিংকেজের মাধ্যমে

কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। তবে, এক্ষেত্রে ঋণের সকল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর বর্তাবে এবং উক্ত ঋণ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের পরই তা কেবলমাত্র কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগ ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪.৪ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সে সিএমএসএমই ঋণ আলাদাভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

৫। ঋণ আবেদন ও মঞ্জুরি প্রক্রিয়া

৫.১ সিএমএসএমই খাতে বিশেষত কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতের উদ্যোক্তাগণের ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব খোলার জন্য নমুনা অনুযায়ী (সংযোজনী-৩) বাংলা ভাষায় প্রণীত আবেদনপত্র ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য ঋণ অবেদনপত্র থেকে এ আবেদনপত্রের কাগজের রং ভিন্ন হতে হবে।

৫.২ ব্যাংক কর্মকর্তাগণ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণকে ঋণ আবেদনপত্র পূরণে সহায়তা করবে এবং আবেদনপত্র প্রাপ্তির রশিদ প্রদান করবে। পূর্ণ ঋণ আবেদন প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া সম্পাদনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শাখা পর্যায়ে উক্ত উদ্যোগের ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণের ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি বিবেচনা করবে। ঋণ মঞ্জুরির পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৫.৩ কোন ঋণ আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের যে পর্যায়ে ঋণের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হবে তার পরবর্তী উচ্চ ধাপের নিকট আবেদনকারী তার ঋণ আবেদন পুনঃবিবেচনার জন্য দাখিল করতে পারবেন। তবে, ঋণ আবেদন চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যাত হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিতভাবে আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণ আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।

৫.৪ শাখা পর্যায়ে সিএমএসএমই ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত তথ্য ভান্ডারে ঋণ আবেদন প্রাপ্তি, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের তারিখ এবং ঋণ আবেদন প্রত্যাখাত হলে তার কারণ ও তারিখ লিপিবদ্ধ করতে হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত তথ্য পরবর্তী ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

৬। শিডিউল অব চার্জেস, ঋণের সুদ হার ও অন্যান্য বিষয়

৬.১ সিএমএসএমই ঋণের শিডিউল অব চার্জেস এবং সুদ হার সাধারণভাবে সকল ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এ সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত এ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৬.২ উল্লিখিত ৪.৩ (খ) ক্রমিকে বর্ণিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের সুদহার গ্রাহক পর্যায়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৬.৩ প্রতিটি ব্যবসার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য যথাযথ গ্রেস পিরিয়ডের সুবিধা প্রদান করতে হবে। কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের ক্ষেত্রে চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণে চলমান ঋণ মঞ্জুর অব্যাহত রাখার এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে মেয়াদি ঋণের (০১ বছর হতে সর্বোচ্চ ০৫ বছর পর্যন্ত) ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) মাস হতে ০৬ (ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়টি আবশ্যিকভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৭। সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ প্রদান

সিএমএসএমই ঋণের প্রসারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জামানতের বিষয়টিকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রুপ গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। এছাড়া, ক্ষেত্র বিশেষে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পূর্বে গৃহীত কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মূল্যায়ন (Credit history/Performance) এর বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৭.১ ব্যক্তিগত গ্যারান্টি

ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বলতে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহীত ঋণের আদায় সুরক্ষার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তির অঙ্গীকারনামাকে বোঝাবে। এক্ষেত্রে একের অধিক ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না।

৭.২ সামাজিক গ্যারান্টি

সামাজিক গ্যারান্টি বলতে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহীত ঋণের আদায় সুরক্ষার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অঙ্গীকারনামাকে বোঝাবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট চেম্বার/এসোসিয়েশন/ব্যবসায়ী সংগঠন/সিএমএসএমই বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার বিষয়টিকে সামাজিক জামানত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

৭.৩ গ্রুপ গ্যারান্টি

গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ কর্তৃক সামষ্টিকভাবে প্রদত্ত গ্যারান্টিকে গ্রুপ জামানত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রুপের কোন সদস্য খেলাপি হলে পুরো গ্রুপকে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৮। সিএমএসএমই ডাটাবেজ

প্রত্যেক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ সিএমএসএমই ডাটাবেজ গড়ে তুলবে। ডাটাবেজে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান/মালিকের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক তথ্য, সঞ্চয় ও ঋণ বিষয়ক তথ্য এবং ব্যবসায়িক সাফল্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এ ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোর ব্যাংকিং সফ্টওয়্যারের সাথে সমন্বিত থাকতে হবে।

৯। নারী উদ্যোগ অর্থায়নে বিশেষ নির্দেশনাসমূহ

৯.১ Women Entrepreneurs' Development Unit

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে (যদি থাকে) একটি Women Entrepreneurs' Development Unit (নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট) গঠন করবে। এ ইউনিট শাখা পর্যায়ের Women Entrepreneurs' Dedicated Desk সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করবে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিটে নারী কর্মকর্তা নিয়োজিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.২ Women Entrepreneurs' Dedicated Desk স্থাপন

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যিকভাবে প্রতিটি শাখায় স্বতন্ত্র Women Entrepreneurs' Dedicated Desk স্থাপন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল (সম্ভব হলে নারী কর্মকর্তা) নিয়োগ করে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.৩ নতুন নারী উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও অর্থায়ন

প্রতি বছর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি শাখা তার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নারী বা নারী উদ্যোক্তাকে (যারা ইতঃপূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করেননি) খুঁজে বের করবে। এ সকল উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং এদের মধ্য থেকে ন্যূনতম ০১ (এক) জনকে ঋণ প্রদান করবে।

৯.৪ পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) স্কীম বিষয়ক

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে বিকল্প জামানত হিসেবে বিবেচনা করে সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে প্রদানের বিষয়টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবেচনা করবে।

১০। তথ্য ও উপাত্ত দাখিল

১০.১ সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রাসহ ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংযোজিত ছক অনুযায়ী (সংযোজনী-৪,৫,৬,৭, ও ৮) ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের (ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রতি প্রান্তে পরবর্তী মাসের শেষ কার্য দিবস এবং বাৎসরিক বিবরণী প্রতি বছরান্তে পরবর্তী মাসের শেষ কার্য দিবস) মধ্যে যথাযথভাবে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এ দাখিল করতে হবে।

১০.২ কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত বিবরণী (সংযোজনী-৯) এবং শিল্প ঋণ সংক্রান্ত বিবরণী (সংযোজনী-১০) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের (প্রতি প্রান্তে পরবর্তী মাসের শেষ কার্য দিবস) মধ্যে যথাযথভাবে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এ দাখিল করতে হবে।

১০.৩ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে নন-ফান্ডেড ঋণ সুবিধা প্রদান করা হলে সিএমএসএমই অর্থায়নে সে তথ্য রিপোর্টযোগ্য হবে না। তবে, কোন একটি উদ্যোগের অনুকূলে প্রদত্ত নন-ফান্ডেড ঋণ সুবিধা ফান্ডেড সুবিধায় রূপান্তরিত হলে তা রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের ০২ নং ক্রমিকে বর্ণিত শিল্প উদ্যোগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরন নির্ণয়ের মানদন্ড ও ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণযোগ্য হবে।

১০.৪ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রেরিত তথ্য ও উপাত্তের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনানুসারে সরেজমিনে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পরিদর্শন করতে পারবেন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সময়ে সময়ে সিএমএসএমই ঋণ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য ও উপাত্ত এ বিভাগের চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করবে।

১১। পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) স্কীমসমূহ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণকে অধিকতর উৎসাহিত করতে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নোক্ত ০৪ (চার) টি পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) স্কীমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা প্রদান করছে ঃ

১১.১ কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন (Refinancing) স্কীম

দেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি খাতের পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন ও তদ্‌সংক্রান্ত সহায়ক সেবা প্রদানকারী খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অর্থায়নকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে এ স্কীমটি চালু রয়েছে। এ স্কীমের আওতায় বিনিয়োগযোগ্য খাত, এলাকা এবং একক উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) যোগ্য ঋণের সীমা নিম্নরূপঃ

ক. শিল্পটি দেশের সকল বিভাগীয় সদর, নারায়ণগঞ্জ শহর এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাহিরে অবস্থিত হতে হবে;

খ. শিল্পটির স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ (ভূমি ও ইমারতের মূল্য ব্যতীত) অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) কোটি টাকা হতে হবে;

গ. শিল্পটিকে কৃষিভিত্তিক শিল্পের তালিকা (সংযোজনী-১১) এ বর্ণিত এক বা একাধিক কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। তবে, তালিকা বহির্ভূত এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য উপযোগী শিল্পে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতেও এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এর পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে ; এবং

ঘ. একক উদ্যোক্তাকে চলতি মূলধন ঋণ এবং মেয়াদি ঋণ বিতরণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) প্রদানের সর্বোচ্চ সীমা হবে যথাক্রমে ০৩(তিন) কোটি এবং ১০ (দশ) কোটি টাকা।

১১.২ স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন (Refinancing) স্কীম

দেশে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আলোচ্য স্কীমটি চলমান রয়েছে। এ স্কীমের আওতায় উৎপাদনশীল, সেবা ও ব্যবসা খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। স্মল এন্টারপ্রাইজ বলতে অত্র সার্কুলারে বর্ণিত কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগকে বোঝাবে। এ স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিল্প, সেবা ও ব্যবসা খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা প্রদান করা হয়। নারী উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্যান্য উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে কেবল শিল্প ও সেবা খাতে তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণের ১০০% পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) করা হবে। উল্লেখ্য, কোন একক নারী উদ্যোগ/উদ্যোক্তাকে এককভাবে অর্থায়ন করা না গেলে একাধিক নারী উদ্যোক্তাকে গ্রুপ ভিত্তিতে অর্থায়নের বিপরীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান অত্র স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধার জন্য আবেদন করতে পারবে। উক্ত তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) প্রদানের সীমা নিম্নরূপঃ

ক. কুটির শিল্প উদ্যোগে সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা ;

খ. মাইক্রো উদ্যোগে সর্বনিম্ন ২৫ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা; এবং

গ. ক্ষুদ্র উদ্যোগে সর্বনিম্ন ৫০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা।

১১.৩ কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন (Refinancing) তহবিল

নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগে অর্থায়ন সহজলভ্য করে স্ব-কর্মসংস্থান উৎসাহিত করতে "কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) তহবিল" এর আওতায় পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) প্রাপ্তির শর্তাবলী ও পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সীমা নিম্নরূপঃ

ক. নতুন উদ্যোক্তার প্রস্তাবিত উদ্যোগের বিষয়ে যথাযথ কারিগরি শিক্ষা ও জ্ঞান থাকতে হবে। প্রকল্প ব্যয়ের ন্যূনতম ২০% উদ্যোক্তাকে নিজ উৎস হতে বহন করতে হবে এবং প্রস্তাব দাখিলের সময়ে উদ্যোক্তার বয়স ন্যূনতম ১৮ হতে হবে।

খ. ঋণ আবেদনকারী নতুন উদ্যোক্তা বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আইসিটি, ব্যবসা পরিচালনা, বাজারজাতকরণ, ইত্যাদি বিষয়ে সফলভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকলে অত্র তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। তবে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলের মাধ্যমে স্ব-উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নতুন উদ্যোক্তার ঋণ ঝুঁকি যাচাই করে ঋণ প্রদান করবে।

গ, সহায়ক জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন উদ্যোক্তা হতে ব্যক্তিগত জামানত/তৃতীয় পক্ষ জামানত/ সামাজিক জামানত গ্রহণ করতে পারবে। সামাজিক জামানতের আওতায় নতুন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও জামানত প্রদান করতে পারবে।

ঘ. উক্ত তহবিলের আওতায় সাধারণভাবে সহায়ক জামানতবিহীন ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০(দশ) লক্ষ টাকা পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা প্রদান করা হবে। তবে, উদ্যোগের প্রকৃতি ও উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার বিবেচনান্তে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সহায়ক জামানতবিহীন ঋণ প্রয়োজনে ১০(দশ) লক্ষ টাকার অধিক বিতরণ করা যাবে। এ স্কীমের আওতায় সহায়ক জামানত থাকা সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫(পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা প্রদান করা হবে।

১১.৪ 'কৃষি ভিত্তিক শিল্প', 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা খাতে ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন (Refinancing) তহবিল

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বিতরণকৃত সিএমএসএমই ঋণ/অর্থায়ন প্রদানের বিপরীতে এ সার্কুলারের ১১.১, ১১.২ ও ১১.৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'কৃষিভিত্তিক শিল্প', 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা' তহবিলসমূহের আওতায় উল্লিখিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে এ স্কীমের অধীনে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১১.৫ পুনঃঅর্থায়ন (Refinancing) স্কীমসমূহের জন্য সাধারণ নির্দেশাবলী

ক, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (PFIs)ঃ আগ্রহী এবং পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে। এ অংশগ্রহণ চুক্তি দ্বারা অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্কীমসমূহের আওতায়, সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারিকৃত সকল নীতিমালার পরিপালন সাপেক্ষে, গৃহীত সমুদয় ঋণের সুদসহ পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে।

খ. পুনঃঅর্থায়ন (refinancing)ঃ ঋণ সুবিধা প্রদানের হার ও পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) ঋণ সুবিধা সর্বোচ্চ ১০০% পর্যন্ত 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

গ, পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) যোগ্য ঋণের ধরনঃ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) স্কীমসমূহের আওতায় চলতি ও মেয়াদি ঋণ (সর্বোচ্চ ০৫ বছর) অর্থায়ন করা যাবে। শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১ (এক) বছর মেয়াদি পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) প্রদান করা হবে যা সচল ও অশ্রেণীকৃত থাকা সাপেক্ষে মূল অর্থায়নের বিনিয়োগকাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য।

ঘ. পুনঃঅর্থায়নের উপর প্রদেয় সুদ/মুনাফার হারঃ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ব্যাংক হারে (সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল) সুদ প্রযোজ্য হবে। শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) যোগানের উপর সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের বিদ্যমান মুনাফার হার অথবা সময়ে সময়ে বিদ্যমান ব্যাংক হারের মধ্যে যেটি কম সে হারে মুনাফা/মার্কআপ প্রদেয় হবে। শরীয়াহ ভিত্তিতে পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুদারাবা সঞ্চয়ী কার্যক্রম না থাকলে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ঘোষিত মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের বিদ্যমান মুনাফার গড় হার অথবা বিদ্যমান ব্যাংক হারের মধ্যে যেটি কম সে হারে মুনাফা/মার্কআপ প্রদেয় হবে।

ঙ. পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) যোগ্য ঋণের উপর গ্রাহক পর্যায়ে আরোপযোগ্য সুদ হার ঃ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উপর আরোপিত সুদ হার/ব্যাংক হার এর সাথে সর্বোচ্চ ৪% যোগকরতঃ গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার নির্ধারণ করবে।
শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিনিয়োগের বিপরীতে গৃহীত মুনাফার হার/মার্কআপ প্রচলিত ব্যাংক হার ও মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের গড় মুনাফার হার এর যোগফলের চেয়ে বেশি হবে না।

চ. পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া ঃ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-১২ও ১২(ক) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানপূর্বক প্রতি মাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে তা তদ্‌পরবর্তী সর্বোচ্চ ০২ (দুই) মাসের মধ্যে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে উদ্যোক্তার ট্রেড লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট এবং ঋণ মঞ্জুরি পত্রের কপিসহ অন্যান্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি, এলসি ডকুমেন্ট, ইনভয়েস, কোটেশন, লোন স্টেটমেন্ট ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

ছ. প্রদেয় জামানত ঃ পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) গ্রহণের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) হিসেবে গৃহীত সমপরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি পত্র (Demand Promissory Note) প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রতিশ্রুতি পত্র পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) বাবদ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রাপ্য সমুদয় অর্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনানুসারে আদায়যোগ্য অন্যান্য খরচ, চার্জ বা ব্যয় (যদি থাকে) বাবদ প্রদেয় অর্থের জন্য চলমান জামানত হিসেবে কার্যকর থাকবে। যে কোন সময় আকলন স্থিতি অথবা কোন আংশিক পরিশোধ অথবা হিসেবে কম-বেশি অথবা জামানতের কোন অংশ প্রত্যাহৃত হলেও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ঋণের জন্য সম্পাদিত চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি পত্র চলমান জামানত হিসেবে বহাল থাকবে।

জ. অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ার এবং পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ
১. শ্রেণীবিন্যাসিত বিনিয়োগের হার সর্বোচ্চ ১০%;
২. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে মূলধন পর্যাপ্ততা, নগদ সংরক্ষণের হার (CRR) এবং বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার (SLR) সংরক্ষণ;
৩. একক গ্রাহকের বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ ; ৪. যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের পরিপালন নিশ্চিতকরণ; এবং
৫. ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা।
তবে, প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণ-আমানত অনুপাত, তারল্য অবস্থা ইত্যাদি যাচাই করবে।

ঝ. পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) বাবদ গৃহীত ঋণ পরিশোধ/আদায় পদ্ধতি ঃ চুক্তিতে উল্লিখিত আদায়সূচী অনুযায়ী সুদ/মুনাফাসহ পুনঃঅর্থায়িত অর্থের কিস্তি নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব থেকে কর্তন করে নেয়া হবে। এলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণ পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) গ্রহণের তারিখ হতে ০১ (এক) বছর পূর্তিতে সুদসহ পরিশোধযোগ্য এবং মেয়াদী ঋণ পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) গ্রহণের তারিখ হতে সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের সমান মেয়াদে সুদসহ পরিশোধযোগ্য। এছাড়া, গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণে গ্রেস পিরিয়ড (০৩ হতে ০৬ মাস) প্রদান করা হলে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) প্রদানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা হবে। শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উত্তোলিত পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) যোগান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে মুনাফাসহ প্রতি বছরে পরিশোধ্য হবে; তবে মূল অর্থায়নের বিনিয়োগকাল পর্যন্ত এর বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) ০১ (এক) বছর মেয়াদে পুনঃউত্তোলনযোগ্য হবে।

ঞ. তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততা ঃ প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা/শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে পুনঃঅর্থায়নের কিস্তি আদায়কালে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চলতি হিসাবে তহবিল/স্থিতি অপর্যাপ্ততার কারণে বকেয়া/কিস্তি আদায় করা সম্ভব না হলে, আদায়যোগ্য অর্থ পুনঃঅর্থায়ন (refinancing)কালে আরোপিত ব্যাংক/মুনাফার হার অপেক্ষা ৫% অধিক হারে অতিরিক্ত সময়ের সুদ/মুনাফাসহ তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে আদায় করা হবে।

ট. দলিলাদি তলব ও প্রকল্প পরিদর্শন ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনানুসারে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) মঞ্জুরির পূর্বে বা পরে এতদ্‌সংক্রান্ত দলিলাদি তলব ও প্রকল্প পরিদর্শন করতে পারবে।

ঠ. অন্যান্য শর্তাবলী ঃ ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ, দলিলাদি সম্পাদন, ডেব্ট-ইক্যুইটি অনুপাত, ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকির ব্যাপারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঋণ নীতিমালা এবং এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে উদ্যোক্তার অনুকূলে ঋণ সুবিধা প্রদান করবে। বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে। ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

ড. পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধার আওতায় গৃহীত ঋণের অর্থ অগ্রিম সমন্বয় করা হলে করণীয় ঃ কোন অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণকৃত পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) ঋণ গ্রাহক কর্তৃক অগ্রিম সমন্বয় হলে তা অত্র বিভাগকে অবহিত করতে হবে এবং পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) বাবদ গৃহীত অর্থ ফেরতের বা সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
সমন্বয়কৃত ঋণ সম্পর্কে উক্ত অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান অত্র বিভাগকে অবহিত না করলে বা কোন ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আলাচ্য স্কীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সুবিধা গ্রহণ করলে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায়/শরীয়াহভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে উক্তরূপে গৃহীত অর্থ ব্যাংক হার/যে হারে পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) করা হয়েছে তা অপেক্ষা ৫% অধিক হারে সুদমুনাফাসহ এককালীন আদায়যোগ্য হবে।

ঢ. পুনঃঅর্থায়ন (refinancing) সংশ্লিষ্ট স্থিতি নিশ্চিতকরণ ও এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট হতে প্রেরিত নির্ধারিত ছক অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ষান্মাসিক ভিত্তিতে (জুন ও ডিসেম্বর) এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট তহবিলসমূহে স্থিতি নিশ্চিতকরণ সনদ (Balance Confirmation Certificate) দাখিল করতে হবে।

১২। অন্যান্য।
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

এ সার্কুলারের নির্দেশনাবলী অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(লীলা রশিদ)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০৫০২

সেবা শিল্পসমূহ

১। তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা (আইসিটিএস) ও কর্মকান্ড। যেমন- সিস্টেমস এনালাইসিস, ডিজাইন, সলিউশন সিস্টেম উন্নয়ন, তথ্য সেবা প্রদান, কল সেন্টার সার্ভিস, অফশোর ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ওডিসি), বিজনেস প্রসেস আউট সোর্সিং (বিপিও) ইত্যাদি

২। কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড, যেমন- কৃষি পণ্য, শস্য, ফলমূল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন ইত্যাদি

৩। নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং

৪। বৈদেশিক কর্মসংস্থান

৫। বিনোদন শিল্প

৬। জিনিং এ্যান্ড বেলিং

৭। হাসপাতাল ও ক্লিনিক

৮। নিউক্লিয়ার ও এনালাইটিক্যাল সেবা (যেমন- নিউক্লিয়ার চিকিৎসা সেবা)

৯। পর্যটন ও সেবা

১০। মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি

১১। বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং ল্যাবরেটরী

১২। ফটোগ্রাফি

১৩। টেলিকমিউনিকেশন

১৪। পরিবহন ও যোগাযোগ

১৫। ওয়্যারহাউজ

১৬। ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি

১৭। ফিলিং স্টেশন (পেট্রোল পাম্প, সি এন জি স্টেশন, কনভার্শন সেন্টার)

১৮। প্রাইভেট ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো এন্ড কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন

১৯। ট্যাংক টার্মিনাল

২০। চেইন সুপার মার্কেট/শপিংমল

২১। এ্যাভিয়েশন সার্ভিস

২২। ইন্সপেকশন এন্ড টেস্টিং সার্ভিস

২৩। আঞ্চলিক ফিডার ভেসেল ও কোস্টাল জাহাজ চলাচল শিল্প

২৪। ড্রাই ডকিং ও জাহাজ মেরামত শিল্প

২৫। মডার্নাইজড্ ক্লিনিং সার্ভিস ফর হাইরাইজ এপার্টমেন্টস, কমার্শিয়াল বিল্ডিং

২৬। অটো মোবাইল সার্ভিসিং

২৭। টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটস

২৮। বিজ্ঞাপন শিল্পখাত ও মডেলিং যেমন- প্রিন্ট মডেলিং, টিভি কমার্শিয়ালস, র‌্যাম্প মডেলিং (ক্যাট ওয়াক/ ফ্যাশন)

২৯। মানসম্মত বীজের জন্য গবেষণা এবং উন্নয়ন

৩০। আউটসোর্সিং এবং সিকিউরিটি সার্ভিস (বেসরকারিভাবে নিরাপত্তারক্ষী/ জনবল সরবরাহ)

৩১। সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল ব্যবসা

৩২। চলচ্চিত্র শিল্প

৩৩। নিউজ পেপার শিল্প

উচ্চ অগ্রাধিকার খাত

সংযোজনী-২

১। কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প
২। তৈরি পোশাক শিল্প
৩। আইসিটি/সফট্ওয়ার শিল্প
৪। ঔষধ শিল্প
৫। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প
৬। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প
৭। পাট ও পাটজাত শিল্প

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ

১। প্লাস্টিক শিল্প
২। বৈদেশিক কর্মসংস্থান
৩। জাহাজ নির্মাণ শিল্প
৪। পরিবেশসম্মত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প
৫। পর্যটন শিল্প
৬। হিমায়িত মৎস্য শিল্প
৭। হোম টেক্সটাইল সামগ্রী শিল্প
৮। নবায়নযোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল)
৯। এ্যাকটিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্প ও রেডিও ফার্মাসিটিক্যাল শিল্প
১০। ভেষজ ঔষধ শিল্প
১১। তেজস্ক্রিয় রশ্মির (বিকিরণ) প্রয়োগ শিল্প (যেমন-পচনশীল পলিমারের গুণগত মান উন্নয়ন/খাদ্য-শস্য সংরক্ষণ/চিকিৎসা সামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণ শিল্প)
১২। পলিমার উৎপাদন শিল্প
১৩। হাসপাতাল ও ক্লিনিক
১৪। অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প
১৫। হস্ত ও কারু শিল্প
১৬। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি (এলইডি, সিএফএল বাল্ব উৎপাদন)/ ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প/ ইলেক্ট্রনিক মেটেরিয়েল উন্নয়ন
১৭। চা শিল্প
১৮। বীজ শিল্প
১৯। জুয়েলারি
২০। খেলনা
২১। প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ
২২। আগর শিল্প
২৩। আসবাবপত্র শিল্প
২৪। সিমেন্ট শিল্প

তারিখঃ-
ব্যবস্থাপক
....
....

সংযোজনী-৩
(বিনামূল্যে প্রদেয়)

এসএমই উদ্যোক্তা হিসেবে ঋণ /বিনিয়োগ এর আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা এসএমই উদ্যোক্তা হিসেবে আপনার প্রতিষ্ঠানের..শাখা হতে আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে চলতি মূলধন/ব্যবসা সম্প্রসারণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/অন্যান্য বাবদ.......................... মাস মেয়াদী .... টাকার ঋণ/বিনিয়োগ এর জন্য আবেদন করছি। নিম্নে আমার/আমাদের ব্যক্তিগত, ব্যবসা সংক্রান্ত এবং প্রস্তাবিত এসএমই ঋণ/বিনিয়োগ বিষয়ক তথ্য পেশ করা হল।

১	**ঋণ/বিনিয়োগ এর জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বৃত্তান্তঃ**		
	১.১ প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	
	১.২ ঠিকানা (নিজস্ব/ভাড়া)	ঃ	
	১.৩ ব্যবসায়ের প্রকৃতি	ঃ	☐ শিল্প ☐ ব্যবসা ☐ সেবা
	১.৪ মালিকানার ধরন	ঃ	☐একক মালিকানাধীন ☐ অংশীদারি ☐ যৌথ মূলধন
	১.৫ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধন	ঃ	
	১.৬ ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও মেয়াদ ঃ	ঃ	
	১.৭ ব্যবসা শুরুর তারিখ	ঃ	
	১.৮ টিন (ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর)	ঃ	
	১.৯ ব্যাংক হিসাবের নাম ও নম্বর	ঃ	
	১.১০ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিক্রয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ঃ	
	১.১১ প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক আয়	ঃ	
	১.১২ প্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক ব্যয়	ঃ	
	১.১৩ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ (ভূমি ও ইমারত ব্যতীত)	ঃ	
	১.১৪ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা	ঃ	
	১.১৫ মজুদ পণ্যের মূল্য	ঃ	
২	**আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের দায়**		
	২.১ ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ঃ	
	২.২ অন্যান্য	ঃ	
৩	**আবেদনকারীর বৃত্তান্ত (অংশীদারি/যৌথ মূলধনী কারবারের ক্ষেত্রে পরিচালকদের অনুরূপ তথ্য পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে)**		
	৩.১ নাম (বাংলা ও ইংরেজী)	ঃ	
	৩.২ জন্ম তারিখ ও স্থান	ঃ	
	৩.৩ শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	
	৩.৪ প্রশিক্ষণ	ঃ	
	৩.৫ পিতার নাম	ঃ	
	৩.৬ মাতার নাম	ঃ	
	৩.৭ বৈবাহিক অবস্থা	ঃ	
	৩.৮ স্বামী/স্ত্রী'র নাম	ঃ	
	৩.৯ বর্তমান ঠিকানা (ফোন নম্বর ও ই-মেইল আইডিসহ)	ঃ	
	৩.১০ স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	
	৩.১১ অন্যান্য উৎস হতে মাসিক আয় ঃ	ঃ	
	৩. ১২ মালিকানাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ	ঃ	
	৩.১৩ টিন (ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) ঃ	ঃ	
	৩.১৪ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	ঃ	
৪	**আবেদনকারীর দায়**		
	৪.১ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঃ	ঃ	

	৪.২ অন্যান্য	ঃ	
৫	**ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের উদ্দেশ্য**		
	৫.১ চলতি মূলধন ঃ	ঃ	
	৫.২ ব্যবসা সম্প্রসারণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় ঃ	ঃ	
	৫.৩ অন্যান্য	ঃ	
৬	**জামানতের বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)**	ঃ	
৭	**জামিনদারের নাম**	ঃ	

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ **চলমান পাতা-২**

	৭.১ জামিনদার সম্পর্কিত তথ্য		
	৭.১.১ নাম (বাংলা ও ইংরেজী) ঃ	ঃ	
	৭.১.২ জন্ম তারিখ ঃ	ঃ	
	৭.১.৩ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ	ঃ	
	৭.১.৪ পিতার নাম ঃ	ঃ	
	৭.১.৫ মাতার নাম ঃ	ঃ	
	৭.১.৬ স্বামী/স্ত্রী'র নাম ঃ	ঃ	
	৭.১.৭ ঠিকানা	ঃ	
	৭.১.৭.১ বর্তমান (ফোন নম্বরসহ) ঃ	ঃ	
	৭.১.৭.২ স্থায়ী ঃ	ঃ	
	৭.১.৮ পেশা ঃ	ঃ	
	৭.১.৯ মাসিক আয় ঃ	ঃ	
	৭.১.১০ জামিনদারের সম্পদের পরিমাণ	ঃ	
	৭.১.১১ টিন (ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) ঃ	ঃ	
	৭.১.১২ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ	ঃ	
	৭.১.১৩ ব্যাংক হিসাবের নাম ও নম (যদি থাকে) ঃ	ঃ	
	৭.১.১৪ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে	ঃ	
	৭.১.১৫ অন্যান্য	ঃ	
	৭.১.১৬ আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক	ঃ	

(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ সংযুক্ত করতে হবে)

জামিনদারের স্বাক্ষর ও তারিখ

[*ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরির জন্য আবশ্যকীয় অন্য যে কোন তথ্য, প্রমাণপত্র এবং দলিলাদি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহক প্রদান করতে বাধ্য থাকবে]

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

ডিসক্লেইমার

প্রদত্ত বুকলেটে ব্যবহার করা বিভিন্ন তথ্যাদি ও উপাত্ত স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান এর নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং যথাযথ নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এই তথ্যের ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের জন্য ঢাকা চেম্বার দায়ী নয়, একই সাথে ব্যবহৃত হওয়া তথ্যগুলোর সঠিকতা বা নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা চেম্বার কর্তৃক বুকলেটে ব্যবহার করা তথ্যাদি ও উপাত্তগুলোর সঠিকতা বা নির্ভুলতা সম্পর্কে কোনও প্রকার দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করছে।

এটা বলা বাহুল্য যে, ঢাকা চেম্বার কোন নিরীক্ষক নয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকাশনা প্রস্তুত করার সময় প্রাপ্ত তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারে না। পাঠকেরা এই তথ্যগুলো ব্যবহার করতে চাইলে, সম্পূর্ণ নিজ-দায়িত্বে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বুকলেট সম্পর্কে আপনার মতামত, পরামর্শ অথবা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

জনাব আব্দুল্লাহ আল মারুফ
উপ নির্বাহী সচিব
গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পলিসি অ্যাডভোকেসি বিভাগ
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
মোবাইল: ০১৭০৬-২৮৩২৪৫
ই-মেইল: maruf@dhakachamber.com
ওয়েব: www.dhakachamber.com

জনাব সোহেল রানা
সহকারী নির্বাহী সচিব
গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পলিসি অ্যাডভোকেসি বিভাগ
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
মোবাইল: ০১৫৩১-২১০৩২১
ই-মেইল : suhel@dhakachamber.com
ওয়েব: www.dhakachamber.com

জনাব মোঃ মোহন মিয়া
সহকারী নির্বাহী সচিব
গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পলিসি অ্যাডভোকেসি বিভাগ
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)
মোবাইল: ০১৬২৯-১৭০২৫৩
ই-মেইল: mia.mahan@dhakachamber.com
ওয়েব: www.dhakachamber.com

Best Wishes

Hi HEART
INTERNATIONAL
A studio of quality design & print

RTN. MD. SHAMIM BHUIYAN PHF
OWNER

53, Arambag (1st Floor), Motijheel, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 7193425, 7193456, Fax: 88 02 7193425, Cell: 01729048071
E-mail: heartbit@dhaka.net, shamimheart@gmail.com

With the Compliments of

SOFT TOUCH NETWORK

the chain for dreamed solution

Corporate Address: 93, Kazi Nazrul Islam Avenue, EDB Trade Center
(Northern University Building, 4th Floor)
Kawran Bazar, Dhaka-1215, Tel: 02-9102212
Cell- 01811-968751, Email: softtouchnetwork12@gmail.com

Our Services

- IT Solution
- Supply Chain Management
- Export & Import
- 1st Class Contractor
- Catering Services
- Manpower Supply
- Cleaning Services
- Security Guard Provider

জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখা হতে
“স্বয়ংক্রিয় চালান” প্রক্রিয়ায়

পাসপোর্ট ফি

আয়কর

ভ্যাট

শুল্ক

সারচার্জ

অন্যান্য সেবা ফি

তাৎক্ষণিক জমা করা যায়।

আজই “স্বয়ংক্রিয় চালান” পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করুন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

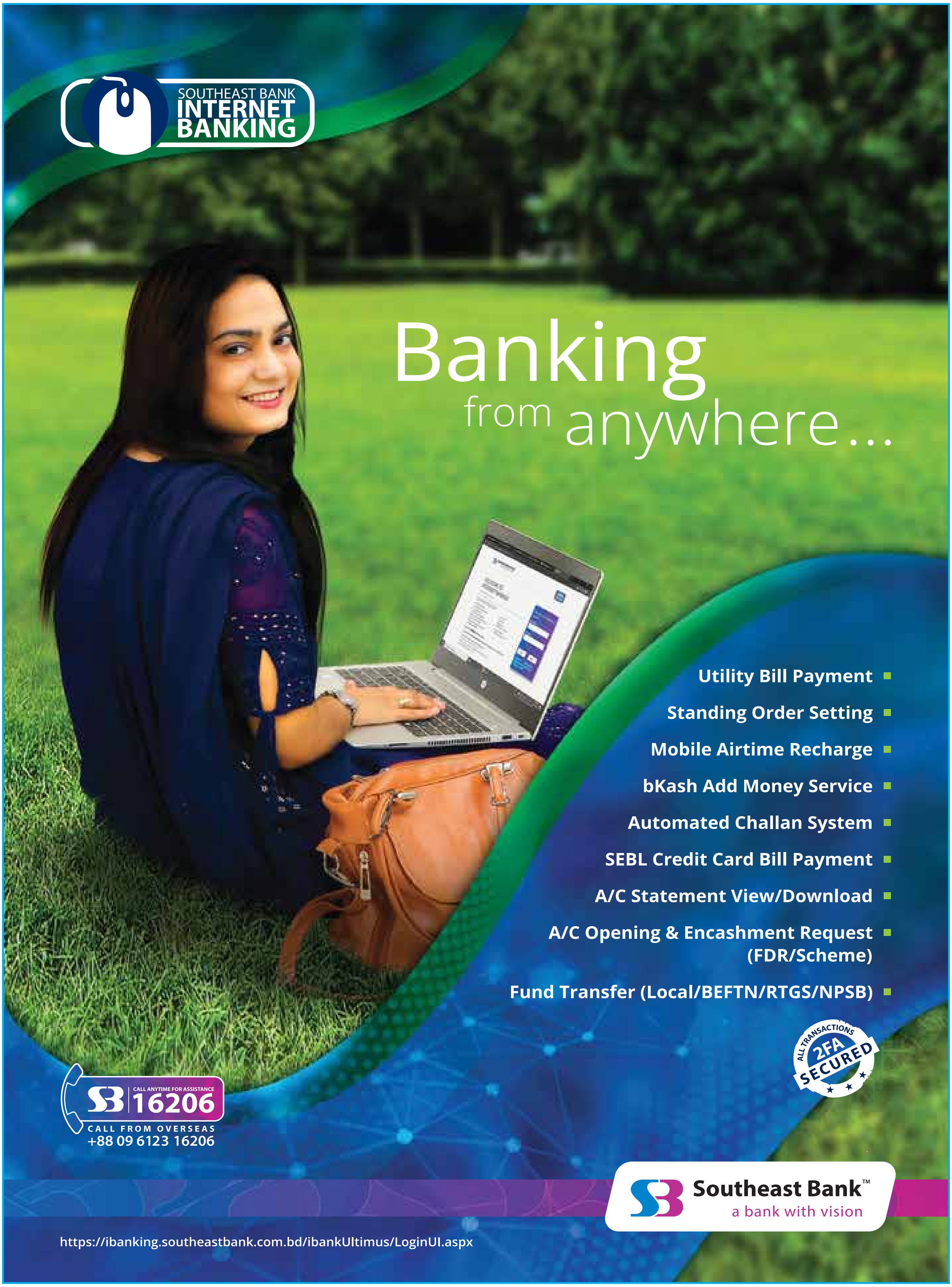
SOUTHEAST BANK
INTERNET
BANKING
Banking
from anywhere...
Utility Bill Payment
Standing Order Setting
Mobile Airtime Recharge
bKash Add Money Service
Automated Challan System
SEBL Credit Card Bill Payment
A/C Statement View/Download
A/C Opening & Encashment Request (FDR/Scheme)
Fund Transfer (Local/BEFTN/RTGS/NPSB)
ALL TRANSACTIONS
2FA
SECURED
CALL ANYTIME FOR ASSISTANCE
16206
CALL FROM OVERSEAS
+88 09 6123 16206
Southeast Bank™
a bank with vision
https://ibanking.southeastbank.com.bd/ibankUltimus/LoginUI.aspx

BNO
LUBRICANTS
Passion to Perform
আমাদের
অঙ্গীকার
সাশ্রয়ী হবে জ্বালানির ব্যবহার
**জ্বালানি সাশ্রয় হবে ৩–৫%
(পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল, এবং সিএনজি)
বাংলাদেশের সর্বপ্রথম Nanotechnology Formulated লুব্রিকেন্টস
BNO
CNG
BNO
GOLD
20W-50
BNO
DIESEL
SUPER
**বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত
www.lub-rref.com
BNOLubricantsbd
bnolubricantsbd

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের মধ্যে

অনলাইন ব্যাকিং এ ১ম
এজেন্ট ব্যাংকিং এ ১ম
রেমিট্যান্স আহরণে ১ম

অগ্রণী বৈদেশিক
কর্মসংস্থান সহায়ক ঋণ

পরপর ৩ বছর
আইসিএবি
অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী

Commited to serving the nation

অগ্রণী সঞ্চয় প্রকল্প
(এবিএস ও এপিএস)

বিদ্যুৎ উন্নয়ন
খাতে অর্থায়ন

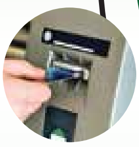

এটিএম সার্ভিস

এসএমই লোন
নারী অগ্রণী

বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ বিজয়ী

সারা দেশে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখায় “ রিয়েল টাইম অনলাইন ব্যাংকিং ” এর আওতায় সব ধরণের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোন একক ব্যাংকের অনলাইন সেবাভুক্ত শাখার সংখ্যার বিচারে এটি সর্বোচ্চ।

সরকারী কোষাগারে স্বয়ংক্রিয় চালান পদ্ধতিতে (Automated Challan System) টাকা জমা দেয়ার সেবা পাওয়া যাচ্ছে।

আমানত সেবাসমূহ

- সঞ্চয়ী হিসাব
- চলতি হিসাব
- স্বল্প মেয়াদী আমানত
- স্থায়ী আমানত
- অগ্রণী ব্যাংক পেনশন স্কীম (এপিএস)
- অগ্রণী ব্যাংক বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প (এবিএস)
- অগ্রণী এডুকেশন স্কীম
- অগ্রণী সুপার সেভিংস স্কীম

ঋণ সেবাসমূহ

- শিল্প বাণিজ্যে চলতি মূলধন ঋণ
- কৃষি/পল্লী ঋণ (৪%, ৪.৫০% ৫% এবং ৮.৫% হারে)
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ঋণ
- মাইক্রো ক্রেডিট ঋণ
- শিল্প ঋণ/মেয়াদী ঋণ
- আমদানি/রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন
- এসএমই লোন, নারী অগ্রণী ঋণ
- অগ্রণী বিদেশ গমন ঋণ (৯% সুদ)
- পল্লী গৃহ নির্মাণ ঋণ (৯% সুদ)
- সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ
- Personal Loan

অন্যান্য সেবাসমূহ

- ১০ টি শাখার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা
- সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ সুবিধা
- বিশ্বের সকল দেশ থেকে প্রেরিত প্রবাসীদের অর্থ তাৎক্ষনিক পরিশোধের ব্যবস্থা
- সকল ব্যাংকের ATM বুথের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন সুবিধা
- যে কোন সময়ে রেমিট্যান্সের অর্থ উত্তোলনের জন্য রয়েছে “প্রবাসী অগ্রণী রেমিট্যান্স কার্ড”
- ৪০০টি এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্ট আপনাদের দোর গোড়ায় এজেন্ট ব্যাংকিং এ আমরাই ১ম।
- সকল শাখার মাধ্যমে E-GP ই-টেন্ডারিং সুবিধা প্রদান
- BEFTN I RTGS সেবা চালু আছে।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

www.agranibank.org

flight expert
all about your journey

INTRODUCING THE NEW
FLIGHTEXPERT.COM

Your Destination for Every Trip

A brand new booking experience from begening to end.

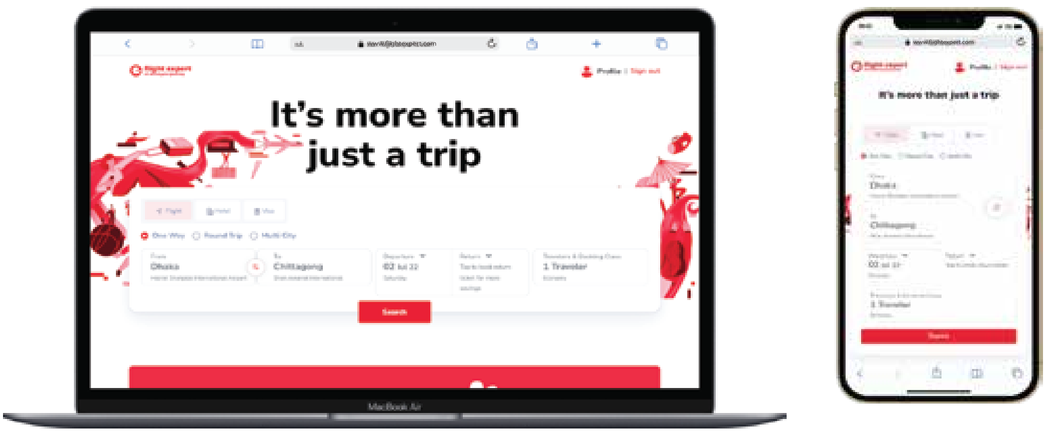

A NEW CLEANER LOOK

Experience the new clean look with the booking site running on new search engine packed with all the latest features that we think you'll love.

EASIER NAVIGATION

Whether you're browsing our site for flights, looking for your stay or need VISA assistance, we take our job as your expert guide seriously.

MORE UPGRADES TO COME

We're not finished yet. Keep an eye out in the sky for more improvements in the coming months.

Visit www.flightexpert.com Today

BANGLADESH IS BUILDING BANGLADESH

The largest and most active Chamber of Commerce in Bangladesh with over 4000 members started its journey in 1958. Since its inception, DCCI has been a strong voice for the private sector development. DCCI pioneered in promoting private sector in the country. During 1980s, DCCI spearheaded the banking and insurance sector privatization reform process. In the late 1990s, DCCI played an important role towards opening up the mobile telecommunication sector for increased private investments. And from 2000 onward, DCCI has been playing an important role in various business initiatives including policy reforms, simplification of taxation systems, cross border trade, trade facilitation, public-private platform for improved policy design, trade reforms for conducive investment climate and improvement of the overall business eco-system of Bangladesh.

Contact us on:

info@dhakachamber.com
www.dhakachamber.com